নীতিসংগ্রহ

শ্রীকালীকিশোর বসু কর্ত্তৃক

সংগৃহীত

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে

মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৮।

বিজ্ঞাপন।

অধুনা বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণের অনুগ্রহে দিন দিন পুরাণ ও অন্যান্য নানাবিধ গ্রন্থ সমুদায় বাঙ্গলাভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে অস্মদ্দেশের যে কত উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। সদুপদেশপূর্ণ জ্ঞানোদ্দীপক গ্রন্থের কোন অভাব নাই, কিন্তু তন্মধ্যে বালক, বালিকা; যুবক, যুবতী; প্রাচীন, প্রাচীনা সকলের পক্ষেই ফলপ্রদ-নীতিপূর্ণ, অথচ অল্প মূল্যের কোন একখান পুস্তক দৃষ্ট হয় না; যাহা আছে তস্তাবতই অতি বৃহৎ ও অধিক মূল্য, সুতরাং তাহা অবগত হইতে অনেকের অভিলাষ থাকা সত্ত্বেও অধিক সময় ও অর্থব্যয় করিতে অসমর্থতা প্রযুক্ত সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না; এ নিমিত্ত মহাভারত অবলম্বনে অন্যান্য নানাবিধ গ্রন্থ হইতে নীতি উপদেশ সংগৃহীত করিয়া "নীতিসংগ্রহ" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে স্বমনকল্পিত অমূলক কোন বিষয় লিখিত হয় নাই; যে কয়েকটী বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে, বোধ করি তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্প পাঠ অপেক্ষা অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক। কিন্তু, মনের চিন্তা ভাষায় পরিস্ফুট করিতে অনভিজ্ঞ, সাহিত্য ভাষা ব্যাকরণে জ্ঞানশূন্য বিদ্যাবিহীন জনগণের এরূপ ইচ্ছা যে অবশ্যই হাস্যের কারণ

হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নীতি উপদেশ বিষয় যেরূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত, প্রত্যেক বিষয় প্রারম্ভে ও শেষভাগে যে প্রণালীতে লিখা কর্ত্তব্য অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহা হইতে পারে নাই এবং অনেক স্থলে অসংলগ্ন ভাব ও অসঙ্গত শব্দ সকল রহিয়াছে, সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া, অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ইহাতেও যে পাঠকগণ সন্তোষ লাভ করিবেন এরূপ প্রত্যাশা দুরাশামাত্র। এইক্ষণ মহানুভব গুণগ্রাহী সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণের সমীপে সবিনয়ে নিবেদন এই যে, ইহাতে অসাধুসম্মত অবৈধ, ন্যায়যুক্তি বিরুদ্ধ কোন বিষয় দৃষ্ট হইলে, কৃপাবলোকনে যাহা ন্যায়ানুগত হয় তাহা জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। অধিক কি নিবেদিব? ইতি।

সংবৎ ১৯৩৮।

বজ্রযোগিনী
শ্রীকালীকিশোর বসু।

নীতিসংগ্রহ।

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু, অন্যান্য রাজন্যগণের সহিত সমরশায়ী হইলে উত্তরা, পিতা ভ্রাতা এবং পতিবিয়োগ-জনিত শোকদুঃখে একান্ত নিপীড়িতা হইয়া, সন্তপ্ত হৃদয়ে অহর্নিশি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পতিবিহীনা হতভাগিনী রাজবালা উত্তরার শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গর্ভস্থ সন্তানের এবং স্বীয় জীবনের হিত সাধনে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন রহিল না। দুর্জ্জয় শোক ও মোহে আবদ্ধ হইয়া স্নান, পান, আহারাদি বিষয়ে যত্ন পরিহারপূর্ব্বক, দুঃসহ যাতনায় জীবন পরিত্যাগ করিতে একপ্রকার কৃতসংকল্প হইলেন। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন-জনিত ফল প্রকটিত হইয়া দিন দিন শরীর ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও বিবশ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা প্রভৃতি গুরুজনগণ ভাবী বিপদাশঙ্কায় বধূকে সতত নানাবিধ উপদেশ প্রদানে ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু তাহা প্রায়ই বিফল হইতে লাগিল। পুত্র শোকাতুরা সুভদ্রা পুত্রবধূর অবস্থা অবলোকনে স্বীয় শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক,

উত্তরাকে বিবিধ প্রকার নীতিও প্রিয় বাক্যে আশ্বস্তও সা-ন্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বৎসে! দেখ, ভরতবংশ এইক্ষণ তোমার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। যেহেতু এই মহা-বংশ অধুনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বৎসে! মৃত্যুচ্ছায়া নিরন্তরই অনিত্য ও ক্ষণধ্বংসি শরীরের অনুগমন করি-তেছে। অনুক্ষণ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য পরিভ্রমণ করিতেছে। অনিবার্য্য কালচক্রের আবর্ত্তনে কিছুই স্থিরতর থাকিতে পারে না। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে, পথ-মধ্যে যেমন উচ্চ, নীচ, জল ও জঙ্গলাবৃত এবং কোথাও বা পরিস্কৃত ভূমি দৃষ্টহয়, তদ্রূপ আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু প-র্য্যন্ত জীবনবর্ত্মেও—নানারূপ সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদাদিতে পরিপূর্ণ! কেহই সর্ব্বপ্রকারে সম্পূর্ণ সুখী, অথবা কেহই স-মস্ত জীবনকাল কেবল দুঃখী হইতে পারে না। কাহারও সুখের জন্য সময় থাকে না, এবং কাহারও দুঃখ স্থায়ী ক-রিতে সময় প্রতীক্ষা করেনা। আরও দেখ,প্রত্যেক প্রাণীরই জীবনীশক্তি ক্রমশই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; জীবগণ অহর্নিশি জীবন বিসর্জ্জন ও জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে; কালের গতি প্রাজ্ঞগণের ও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কাল, সমস্ত ভূতকেই অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে নিয়োজিত করে। জন্মধারণ করি-লেই মরিতে হয়। কালের হস্ত কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব কুল এবং ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ শোক পরিত্যাগ কর; এবং যাহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা কর। বৎসে! দেখ, ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে।

তাঁহার কোন্ নিয়ম অনুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, আর কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই বা কিরূপ দুঃখ সংঘটিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সতত তদীয় ন্যায়ানুমোদিত ও অভিপ্রেত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দিয়াছেন, অতএব বুদ্ধি পরিচালনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়াই সমুচিত। দেখ বৎসে! অন্তর্ব্বত্নীগণের অন্তঃসত্ত্বা কালে যাহাতে ভবিষ্যতে সন্তানের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণসাধন হইতে পারে, তচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। কারণ, সন্তানগণ যখন জননীর জরায়ুশয্যায় শায়িত থাকে, তখন তাহাদের শুভাশুভ জননীর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেহেতু অন্তর্ব্বত্নীগণের অন্তঃসত্ত্বাকালে শারীরিক, বা মানসিক ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে, কিংবা শরীরে কোনও প্রকার আঘাৎ প্রাপ্ত হইলে, অথবা কোন রূপ রোগাক্রান্ত হইলে তদ্দ্বারা সন্তানের বিনাশ না হইলেও নানা প্রকার অনিষ্টের কারণোৎপাদন হইতে পারে। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান প্রতিপালন ও সন্তানের প্রতি জননীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর।”

“বৎসে! জরায়ু শয্যার মধ্যে যখন জীবের অবয়ব সংস্থান হয়, তৎকালে মাতার শরীর যাহাতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও নিরাপদে থাকিতে পারে, তাহাই করিবে। গর্ভিণীর কোন রূপ পীড়া হইলে সন্তানের পীড়া হয়; অতএব ঐ কালে অধিক বা অস্বাস্থ্যকর আহার করিবে না; অধিক পরিশ্রম

করিবে না ; অত্যন্ত হর্ষ কিংবা অতি বিমর্ষ ভাবে থাকিবে না ; অনিচ্ছায় আহার করিবে না ; যাহা সহজে জীর্ণ নাহয় এমন আহার পরিত্যাগ করিবে ; অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াও কদাপি এতদন্যথা করিবে না। কোন প্রকার ভয়, বা আঘাত পাইলে তৎক্ষণাৎ গতানুসূচনা পরিত্যাগ করত সদালাপ, পুস্তকপাঠ, বা অবস্থা বিবেচনায় কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও অঙ্গ সঞ্চালন করা কর্ত্তব্য। ঘটনাক্রমে উল্লিখিত কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও ভাবী বিপদাশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিবে ; ভবিষ্যতে নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবতী হইবে। ঐ কালে অসতর্ক ভাবে কদাচ গমনাগমন করিবে না। নিশি জাগরণ ও দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। গর্ভিণীর প্রাণ রক্ষার্থ ব্যতীত, সামাজিক শাসনভয়ে অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, জীব সঞ্চারিত গর্ভপাত করিলে কি করাইলে ঈশ্বর সমীপে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবে। আর পঞ্চম মাস অতীত হইলেই স্বামীশয্যা পরিত্যাগ করিবে। কখনও ইহার অন্যথাচরণ করিবে না। প্রসবান্তেও অন্তত এক বৎসর পর্য্যন্ত উল্লিখিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে।”

“শৈশবে শিশুগণকে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, পরম যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবে। শিশুগণকে গৃহকার্য্যের ২ অধিক কাল নিদ্রিতাবস্থায় রাখিবে না ; এবং জাগরিত হইলেও পুনর্ব্বার নিদ্রিত করিবে না ; ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রিত করার অভ্যাস করাইবে না ; অস্বাস্থ্যকর বায়ুমধ্যে বা আর্দ্রস্থানে রাখিবে না ; এবং তাহাদের মেরুদণ্ড

দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বসাইতে, দাঁড় করিতে বা হাতে ধরিয়া হাঁটাইতে কদাচ চেষ্টা করিবে না। তাহা করিলে মেরুদণ্ড শিথিল হইয়া দুর্ব্বল ও কুঁজা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বটে। ঐ সময় তাহাদের অনিচ্ছায় কোন কার্য্য করিবে না।"

"বালক বালিকাগণ কিঞ্চিৎ বয়োপ্রাপ্ত হইলে যখন তাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে এবং মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিবে, তখন অবধি তাহাদের শারীরিক ও মানসিক কার্য্য কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে। তাহাদের অন্তঃকরণে কোন প্রকার ক্রোধের সঞ্চার হইলে তাড়না করিয়া বা ভয় দর্শাইয়া নিবৃত্তি করাইবে না; তাহা করিলে মনের তেজস্বীতা নষ্ট হয়; অতএব কৌশলে তাহাদের মনোরম বস্তু দেখাইয়া প্রিয়বাক্যে ক্রোধের নিবৃত্তি করিবে। সমবয়স্ক বালকগণের সহিত একত্র হইয়া তাহাদের আমোদজনক ক্রীড়া করার সময় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে, এবং কোন দোষ দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ দমন না করিয়া কোন এক সময়ে নীতি বাক্য বলিয়া তদ্দোষ সংশোধন করিয়া দিবে। শৈশবকাল হইতেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা ও সারল্য বিষয়ে শিক্ষা দিবে, তাহারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, ক্রমে ক্রমে তাহা বলিয়া দিবে, এবং নিয়মানুসারে রীতি—নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, প্রতারণা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, কপটতা, খলতা, অশ্লীলতা, এবং মাৎসর্য্যাদি সর্ব্ব প্রকার অবৈধ ব্যবহার হইতে সম্যকপ্রকার দূরে রাখিবে।"

"অশিক্ষিতা রমণীগণ যেমন স্বীয় সন্তানের দোষ গোপন রাখিয়া (কলহভয়ে) অন্যের দোষ ব্যক্ত করে, তদ্রূপ করিও না। ঐ প্রকার না করিয়া,—কোন শিশু অবৈধ কর্ম্ম করিলে অপরাপর সমবয়স্ক বালকগণদ্বারা বিচার করাইয়া তাহাকে লজ্জা দিবে ও তিরস্কার করাইবে। কাল্পনিক কুসংস্কারাদির (ভূত প্রেতাদির) ভ্রান্তিমূলক আশঙ্কা উপহাস প্রকাশ পূর্ব্বক দূর করিয়া দিবে। পাঁচ, ছয় বৎসর বয়স্ক হইলেই তদবধি কিছু কিছু ব্যায়াম ও পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করাইবে। বারংবার বা অনিচ্ছাতে অথবা অপরিমিত আহার করাইবে না। বারংবার আহার, স্নান, পান এবং দিবানিদ্রা ও নিশি জাগরণ ইত্যাদি দ্বারা নানারূপ অনিষ্ট হইতে পারে, অতএব তাহা করাইবে না ও করিতে দিবে না। শরীর পরিচ্ছন্ন ও পরিধান বস্ত্রাদি সতত পরিস্কৃত রাখিবে। শরীরে সহসা শীতোষ্ণতা লাগাইবে না, স্নান ও আহারের পূর্ব্বে ও পরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবে। অসময়ে অথবা ক্রুদ্ধ, ভীত, লজ্জিত, শোকাকুল বা চিন্তিত হইয়া কিংবা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আহার এবং আর্দ্র বস্ত্র ব্যবহার ও রৌদ্রেতে দৌড়াদড়ি, করিতে দিবে না। ইহা করিলে যে নিশ্চয়ই পীড়িত হইতে হয়, তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া, ঐ সমস্ত অবৈধ কার্য্য হইতে সম্যক প্রকারে দূরে রাখিবে। সন্তানের জ্ঞানোন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে মাতাই রাজা, মাতাই রাণী, মাতাই ঈশ্বরী।" সুতরাং মাতার নিকট সন্তানগণ এই সমস্ত সদুপদেশ পাইলে তাহা তাহাদের অবশ্যই

প্রতিপালনীয় হয়। এরূপ অবস্থায় সেই মাতা যদি অশিক্ষিতা হয়, তাহা হইলে কখনও অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইতে পারে না।"

"ধূম যেমন নির্ম্মল আকাশকে মলিন করিয়া ফেলে, অজ্ঞতাও সেইরূপ মানুষের বিচারশক্তিকে অক্ষম ও মলিন করিয়া থাকে। সচরাচরই দেখা যাইতেছে যে, নীতিজ্ঞানবিহীনা অশিক্ষিতা জননীরা সন্তানগণকে পাপপথে পদার্পণ করিতে দেখিলেও শিক্ষার অভাবে ও অবিহিত স্নেহের অনুরোধে বাধাদিতে পারে না। তাহাতে সন্তানগণের মানসক্ষেত্রে যেসকল কুসংস্কার ও পাপাঙ্কুর বদ্ধমূল হয়, উত্তর কালে তাহা জ্ঞানাস্ত্রের সাহার্য্যেও সম্যকপ্রকারে উন্মূলিত হইতে পারে না। যেমন নির্য্যাস-মসী-রঞ্জিত বস্ত্র বা দগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ড শত শত প্রক্ষালনেও অকলঙ্ক হইতে পারে না, তদ্রূপ মাতরনুকৃত দোষও একেবারে বিদূরিত হইতে পারে না। সুতরাং অকপট স্নেহের আধার জননীও কার্য্য বিশেষে সন্তানের শত্রু হইয়া থাকেন। শিশুকাল হইতে সুকুমারমতি বালকগণের মানসক্ষেত্রে, সদুপদেশরূপ ধর্ম্মবীজ বিক্ষিপ্ত হইলে তাহা আচার্য্যের শিক্ষা সলিলে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অতএব বৎসে! জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া ঐশ্বরিক বিধান যতদূর জানা যায়, তাহাতে একান্ত বিশ্বাস করিয়া তদনুসারেই চলা কর্ত্তব্য।"

উত্তরা, সুভদ্রা কর্ত্তৃক এই প্রকার নানাবিধ উপদেশ লাভ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও মনের প্রফুল্লতা সাধনে যত্নবতী হইলেন। অতঃপর যথা কালে সর্ব্ব সুলক্ষণা ক্রান্ত

একটী পুত্র তদীয় ক্রোড় অলঙ্কৃত করিল। তদ্দর্শনে আ-ত্মীয় গণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাজা যুধিষ্ঠির বালকের মঙ্গলার্থ নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্য দে-বার্চ্চন ও কুলরীত্যনুসারে জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সকল মহা সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়া, নবজাত কুমারের নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কিয়দ্দিবস রাজ্য শাসন ও প্রজা-পালন করিয়া, পাঞ্চালীএবং ভ্রাতৃগণ সহিত মহাপ্রস্থান করিলেন। বিরাটতনয়া উত্তরা, ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি রাজা বজ্রবীরের সহয়তায় মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে, বালককে অব-লম্বন করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন ও প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কুমার পরীক্ষিৎ ক্রমে বয়স্ক হইতে আরম্ভ করিলেন; একদা রাজ্ঞী উত্তরা, স্বীয় পুত্রকে বিদ্যা ভ্যাসোপযুক্ত দেখিয়া, তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধীয় বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কৃপাচার্য্য নিকট শিক্ষা কার্য্যে নি-যুক্ত করিলেন। পরীক্ষিৎ মাতার নিয়োগানুসারে পরিশ্রম পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বিপ্রর্ষি কৃপাচার্য্য, পরীক্ষিতের বিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ও যত্ন দেখিয়া তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়েও নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন। একদা কৃপাচার্য্য পরীক্ষিৎকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! পাঠ বিদ্যা যেমন শিক্ষা করা আবশ্যক, তেমন নীতি বিদ্যাদিও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে শীঘ্র পাঠ বিদ্যা শিক্ষা হয় না,

বিশেষত অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান লাভ হইতে পারে না, অতএব নীতি বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর, বৎস! পাঠ্য বিষয় অভ্যস্থ থাকিলেও পুনঃ পুনঃ তাহা পাঠ ও তদালোচনা করা উচিত। ন্যায়বান-সাধুচরিত না হইলে, নানাবিধ বিদ্যা শিখিলেও বিদ্যাশিক্ষার ফল লাভ হইতে পারে না। সর্পের উদরস্থ দুগ্ধ তুল্য দুষ্টের অভ্যস্থ বিদ্যা কেবল পরের প্রাণ পীড়ণ প্রয়োজনীয়। খলব্যক্তি যদ্যপি অত্যুত্তম বিদ্যাতেও প্রদীপ্ত হয়, তথাপি মণিতে বিভূষিত সর্প তুল্য দূরত পরিবর্জ্জনীয় হয়। বৎস! ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে, দুর্জ্জন ব্যক্তির বিদ্যা বিরোধের নিমিত্ত, ধন মত্ততার জন্য এবং শক্তি পরপীড়ণার্থ। বহ্নি যেমন স্পর্শ মাত্র হোমকারী হোতাকেও দগ্ধ করে, তদ্রূপ অসৎ কোপন স্বভাব ব্যক্তিরা উপকারী ব্যক্তিরও অপকার করিয়া থাকে। উই এবং ইঁদুরের ন্যায়, আপন স্বার্থ না থাকিলেও পরের অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকে, অতএব অসৎ দুর্জ্জন কে কদাচ বিশ্বাস করিওনা।”

“একক কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে ভ্রমবশত অনিষ্ট হইতে পারে; বহু লোকের সহিত মন্ত্রণা করিলেও গোল যোগ হইতে পারে। যাহা করা হয় তাহা ব্যতীত যাহা মন্ত্রণায় ধার্য্য হয়, এবং সংকল্পিত মাত্র তাহা যেন কেহ টের না পায়। শত্রু পরাজিত ও নিষ্কাসিত হইয়া পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলে তাহাকেও দুর্ব্বল বলিয়া অবজ্ঞা করত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। শপথ, অর্থদান ও মায়া বিস্তার, সাম, দান, ভেদ ইত্যাদি যুগপৎ অথবা প্র-

ত্যোক উপায় স্বতন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে কোন উপায়েই হউক রিপুকে দমন করিবে। অহঙ্কারী, কার্য্যাকার্য্য বিবেক-শূন্য ও কুপথগামী হইলে গুরুকেও শাসন করিবে। শ্যেন পক্ষী যেমন পক্ষীগণকে বিনাশ করে, তদ্রূপ নীচাশয় লোকেরাই স্বজাতিদিগকে উৎপীড়ন করিয়া স্বীয়হীনতায় পরিচয় প্রদান করে।"

"ক্রোধোদয় হইলে অক্রুদ্ধের ন্যায় স্থির ভাবে কথা কহিবে। ক্রোধ কালে কাহার ও কুৎসা বা কাহাকেও তিরস্কার করিবে না। কাহাকেও প্রহার করিবার অগ্রে বা তৎকালেও, অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে না, সময়ে দয়া ও শোক প্রকাশ করা উচিত। সকলকেই বিনয়গর্ভ বাক্য কহিবে; শত্রুকেও শান্তবাক্য, দান, সরলতা ও আশ্বাস প্রদান করিবে। ভীরুকে ভয় প্রদর্শন এবং বলবানকে বিনয় দ্বারা বশীভূত করিবে। অবিশ্বাসী দস্যুকেও "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না" এই কথা কদাপি বলিবে না। বিশ্বাসী কেও নির্ব্বোধের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে না। সুপুষ্পিত হইয়াও অফলিতের ন্যায় দেখাইবে; ফলবান হইলেও অতি উন্নত ভাবে অবস্থিতি করিবে না; শীলতা, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য্য, সদাচার ও বিনয় প্রভৃতি দ্বারা লোকের প্রীতি সমুৎপাদন করিবে। পূজনীয় জন কর্ত্তৃক সঙ্গত কোন কার্য্যে আদিষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে। যুক্তিযুক্ত বাক্য যদি বালকে ও বলে, তাহাও সাদরে সর্পশিরোভূষিত মণির ন্যায় গ্রহণ করিবে, কিন্তু অযুক্ত বাক্য মহৎ ব্যক্তি বলিলেও তাহা তৃণ তুল্য অগ্রাহ্য করিবে।"

"হে বৎস! জ্ঞানিগণের শাসন অবজ্ঞা করিও না; আত্মদোষ শ্রবণে কুপিত হইও না, দোষ পরিহারার্থে দোষ শ্রবণ করিবে। শ্রবণে অপ্রিয় অথচ পরিণামে সুখকর এমন বক্তাকে উৎসাহ ও ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিদ্যাবিমূঢ় ব্যক্তিরা তমোগুণের বশীভূত হইয়া কদাপিও নতশির হয় না। তাহারা মনে করে যে, বিনয়াবনত হইলেই মান্ যাবে, যশ্ যাবে, বীরত্ব থাকিবে না। সামান্য একটী নিন্দার কথা শুনিলে বা তাহাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে কেহ সামান্য কোন একটী কার্য্য করিলেও তখনই ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু বিদ্যাবন্ত সহৃদয় ব্যক্তিকে নিন্দা করিলেও তিনি তদ্বিষয়ের মূল কারণ না জানিয়া ক্রুদ্ধ হয়েন না, তাঁহাকে আত্মগ্লানি কি দুশ্চিন্তাদিতেও দগ্ধ করিতে পারে না। বিদ্যা অবিনশ্বর ও পরম সুহৃদ ধন বটে। সামান্য ধন নানারূপে নষ্ট হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্তে কখন কখন প্রাণ ও বিনাশ হয়, কিন্তু এই ধন কেহ নিতে পারে না, দান করিলে বৃদ্ধি পায়। আর যেমন বৃক্ষগণ ফলবান হইলে নতশাখ হয়। তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বভাবতই ন্যায়বান ও সাধু চরিত হয়। বিদ্যাইসর্ব্বপূজ্য; বিদ্যাই যশ, মান, ধন ও সুখৈশ্বর্য্যানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সেই পূজ্যতমা বিদ্যার সেবা কিরূপে করিতে হয়, এইক্ষণ তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"কোন্২ মানসিক গতিতে জ্ঞানের হানি এবং কোন্২ মানসিক গতিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া

পঞ্চম বৎসর হইতে যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করাযায় তাহা তেই সময়ে সুফল পাওয়া যায়। হে বৎস! প্রত্যহ নূতন২ পুস্তক পাঠ, কি নূতন২ নিয়ম সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ যখন আমাদিগের মনোবৃত্তি আন্দোলিত হইয়া যুগপৎ বহু বিষয়ে সংযোজিত হয়, তখন ঐ বৃত্তি খণ্ডীকৃত হইয়া প্রত্যেক বিষয়েতে মনোযোগের ন্যূনতা ঘটে। সুতরাং একটী বিষয়েও উত্তমরূপে মনোস্থির হয় না, মনোবৃত্তি চঞ্চল হইয়া কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না; অতএব একদা বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। কোন্ পুস্তক এবং তাহার কতদূর পড়িতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া পাঠ আরম্ভ করা উচিত। এক এক বিষয়ে অধিক সময় পাঠ ও বারংবার পাঠ্য বিষয় স্মরণ করিলে তাহা সত্বর হৃদয়ঙ্গম হয়। যেসকল বিষয় কঠিন বলিয়া বোধ হয় তাহা পুনঃ২ অধ্যয়ন করিবে। অধিক পরিমাণে কিংবা নানাবিধ পুস্তক পরিলেই যে শীঘ্র২ জ্ঞানোন্নতি হয়, এমন নহে। তাহাতে অপরিপক্ক কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এক পুস্তকের মর্ম্ম সম্যক অবগত নাহইয়া তাহা পরিত্যাগ করা, কি এক পুস্তক পাঠ কালে, অন্য পুস্তকে মনোযোগ করা, কিংবা পুস্তকের যে অংশ কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তাহা পুনঃপুনঃ দৃষ্টি না করা অতিব গর্হিত কার্য্য।"

"পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সত্বর সত্বর পুস্তক পাঠ করিয়া সমাপ্ত করার ইচ্ছা হইলে শীঘ্রই সমুদয় পুস্তক পাঠ সমাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন

উন্নতি হয় না। মেঘের ছায়া যেমন ভূমির উপর দিয়া বেগে গমন করে, পাঠকের দৃষ্টিও তদ্রূপ পুস্তকের পত্রের উপর দিয়া শীঘ্র চলিয়া যায়; সুতরাং কোন উপকারে আইসে না। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি স্থিরচিত্তে দৃষ্টি না রাখিলে, প্রচুর সময় অবিচলিত চিত্তে ব্যয় না করিলে, বাল্যকাল হইতে চিত্তবৃত্তি স্থির না রাখিলে, অনিয়মিতরূপে শিক্ষা করিলে, অধিক পরিমাণে কিংবা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মনোবৃত্তি চালনা করিলে ও শিক্ষিতব্য বিষয় সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে ক্রমিক অভ্যাস না করিলে মনোবৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বিতা নষ্ট এবং মস্তিষ্ক পীড়া ও চক্ষুর্জ্যোতিহীনতাদি রোগোৎপন্ন হয়। স্মৃতি শক্তির বিকাশ হয় না। তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা ইন্দ্রধনুর ন্যায় দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধ্যেই অন্তরাকাশে বিলীন হইয়া যায়।”

“বিদ্যা মহাধন, বিদ্যা কর্ত্তৃক অনেক বন্ধুসংঘটন হয় বটে, কিন্তু ঐ বিদ্যা দুর্জ্জনসমাজে সমালোচনা করিলে জীবন সংশয়রূপ অনিষ্ট ঘটনা অথবা তত্তুল্য অন্য কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়; অতএব অবিদ্বান্ সমাজে সাবধান থাকিবে, নতুবা বিপদ গ্রস্থ হইতে হইবে। আর অনেকেই হাস্য কৌতুকাদিকে দোষাকর মনে করে, ইহা বাস্তবিক ভ্রম মাত্র। যখন হাস্য কৌতুক দ্বারা মনোবৃত্তি কিয়ৎ কাল সঞ্চালন করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুখ সমুদ্ভূত হয়, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করা দূষনীয় নহে, কিন্তু কৌতুকাদিতে পাপের সাহচর্য্য থাকাই

নিন্দনীয় ; অতএব সুস্থির চিত্তে নানা বিষয় আলোচনা ও মনের প্রফুল্লতা সাধন জন্য কখনং আমোদ কৌতুকে কিঞ্চিৎ কালক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু অধিক কাল আমোদ প্রমোদে রত থাকিলে, শিক্ষা করার উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া তোষামোদ প্রিয়ও অলস হইতে হয়। অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম না করিয়া নিয়মিতরূপে পাঠ্য বিষয় পাঠ করিলে স্মৃতিশক্তি উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়। এক বিষয়ে কৃত সংকল্প হইয়া অন্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিলে কোন বিষয়ই শিক্ষা হয় না। অগ্রে সরল ভাষায় পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া প্রথমাবধি তাহার মর্ম্মাবগত হইলে, ক্রমে শিক্ষা জনিত ক্লেশ ও শ্রম সুখদায়ক হয় ; এবং মনোবৃত্তি ক্রমে মার্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ কঠিন ও কুটিল—শব্দোচ্চারণে ও তদ্রসাস্বাদনে কৃত কার্য্য হইতে পারাযায় ; এতদন্যথায় প্রথমেই কঠিন পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলে মনোবৃত্তিকে ক্ষমতার অতিরিক্ত চালনা করা হয়, ইহাতে শিরঃপীড়াদি নানা রোগের সঞ্চার হইতে পারে। অতএব শৈশব কাল হইতে নিয়মিত পরিশ্রম, আহার, এবং যথাসময়ে ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে হয়। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে কোন প্রকার পীড়া হইতে পারেনা, হইলে কি থাকিলে তাহাও দূর হয়, এবং ক্রমে মনোবৃত্তি উন্নত হইয়া গত বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয়। শিক্ষা করার কল্পনা যতই উত্তম হউক না কেন, তাহাতে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যাবলম্বন করা আবশ্যক। মনোবৃত্তি সহজেই চঞ্চল, তাহাতে আবার সময়ে সময়ে গতানুশোচনা ও বৃথা চিন্তায় মন আকৃষ্ট হইয়া চঞ্চল

হইলে শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, এই সকল প্রতিবন্ধক নাশের ঔষধ একমাত্র ধৈর্য্য। নিরন্তর মানসিক শ্রম, শিক্ষার সম্যক্ অনুকূল নহে; সময় সময়ে মনোবৃত্তিকে চিন্তাভার হইতে বিমুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। পাঠ্য পুস্তক পাঠ কালে, অন্য কোন চিন্তা উপস্থিত হইয়া মন চঞ্চল হইলে, পাঠ্য বিষয় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ বা আলোচনা করা অথবা তাহা লিখিতে চেষ্টা করা বিধেয়। শরীর ও মন, এতদুভয়ের যথোচিত উৎকর্ষ সাধনই "শিক্ষা" শব্দের প্রকৃত অর্থ। অলসতা ও শরীর ক্রিয়াশূন্য থাকিলে, অনর্থকর ভোগ বাসনাদির দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল স্বভাবতই আক্রান্ত হয়, অতএব নিয়মিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পরিশ্রম দ্বারা তাহা অপনীত করিও। হে বৎস! মানসিক শিক্ষা ত্রিবিধ; ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও বুদ্ধিসংস্কার। সর্ব্ব বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী হওয়া কদাপি স্পৃহনীয় নহে। নীচ কার্য্য দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে হইলেও পাপ কার্য্য দ্বারা জীবনরক্ষা করা বিহিত নহে। প্রথম বয়সের মধ্যেই প্রয়োজনানুরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শেষে ধনোপার্জ্জন করিতে হয় এবং উপার্জ্জিত ধন অবস্থানুসারে বিভাগ করিয়া একাংশ দ্বারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়, একাংশ দীন দুঃখীকে দান ও সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতে হয়; এবং একাংশ বার্দ্ধক্যাবস্থায় ক্লেশ নিবারণার্থে সঞ্চিত রাখা কর্ত্তব্য; নতুবা অমিত ব্যয়ী হইয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় না করিলে পরিণামে ক্লেশ সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে।"

"হে বৎস! পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলেই মানবগণ

যৌবন সোপানে অধিরূঢ় হয়; এই কাল অতি ভয়ানক কাল, এই কালে যৌবনের অত্যাচার নিবন্ধন প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে সকলেরই ইচ্ছা বলবতী হয়, অতএব এইকালে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরধন মৃৎপিণ্ডবৎ এবং সর্ব্ব প্রকার প্রাণীগণের সহিত আত্মবৎ ব্যবহার করিতে শিক্ষা ও যত্ন করিবে। সতত সাবধানতা অবলম্বনে মিথ্যা কপটতাদি পরিহার পূর্ব্বক সত্যের শরণাগত হইয়া ধর্ম্মদৃষ্টে সমস্ত কার্য্য করিবে। অর্থনাশ, মনস্তাপ, অপমান ও বঞ্চনাদি হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিতে যত্ন করিবে; এবং কদাপি গৃহছিদ্র বা গুপ্ত মন্ত্রণাদি প্রকাশ করিবে না। পণ্ডিতের নিকট চাতুরালী এবং মূর্খের নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবে না। আর যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, সেইরূপ এক শত্রু দ্বারা অপর শত্রুকে দমন করিবে। নিষ্ঠুরতা, ভীরুতা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রিতা, অনুৎসাহ, অসূয়া এবং অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রভৃতি দোষসমূহ পরিত্যাগ করিবে।

"হে বৎস! পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত নদীর ন্যায় জীবন, যৌবন ও ধন দ্রুতগামী, ইহা স্মরণরাখিয়া গুরুজনসহ নম্রতা, মিত্রেরসহিত সরলতা, আত্মীয়গণের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিবে। পত্নীকে প্রেমালাপ এবং সর্ব্ব প্রকার জনগণকে প্রণয়গর্ভ বিনয়ালাপ দ্বারা বশীভূত রাখিবে। বিনয়ী ব্যক্তি শত্রুরও মিত্র হয়। কাহাকে কোন কথা বলিতে হইলে সরল ও সহজ কথা দ্বারা ধীরে ধীরে বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিবে, শব্দাড়ম্বর করিবে না। বৎস! সৎসংসর্গের অনেক গুণ, দেখ মূর্খলোকেরাও সাধুজনের সহবাসে বিজ্ঞতা লাভ

করে; কুসুমের সঙ্গে কীটও সাধু ব্যক্তির মস্তকে আরোহণ করে; বিদ্যা ও রাজত্ব তুল্য নহে; রাজা নিজদেশেই পূজনীয়, বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বস্থানেই সম্মান লাভ করেন, অতএব আপনাকে অজর ও অমর ভাবিয়া বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবে এবং স্বীয় চরমকাল সম্মুখীন মনে করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে। বৎস! আর আর বিষয় সময়ান্তরে বলিব, এইক্ষণ পাঠ্য বিষয়ে মন সংযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হও।” পরীক্ষিৎ আচার্য্যের এবংবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহের সহিত বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ভূগোল, জ্যোতিষ এবং পদার্থবিদ্যাদি নানা প্রকার দর্শন, বিজ্ঞানে বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কুমার পরীক্ষিৎ চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদে ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, শাস্ত্রাভ্যাসতৎপর ও ব্যায়ামকুশল হইয়া ক্রমে যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলেন;—তদ্দর্শনে একদা রাজ্ঞী উত্তরা, রাজাবজ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, “হে রাজন্! জগতে যত কিছু আনন্দোৎসব আছে, তন্মধ্যে সন্তানগণের লালন পালন ও তাহাদের বিবাহাদি কার্য্যেই সমধিক আনন্দোৎসব জ্ঞান হইয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি, মদ্ররাজের সুমতি, শ্রীমতি, গুণবতী ও পরম সুন্দরী মাদ্রবতী নাম্নী একটী তনয়া আছে, আপনার অনভিমত না হইলে, কুমার

পরীক্ষিতের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে। আপনি আমার হিতকামী, বিশেষতঃ পরম সুহৃদ আত্মীয়, অতএব এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব? আপনি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শানুসারে এইক্ষণ কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয় প্রকাশ করুন এবং যাহাতে কুমারের পরিণয় কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।" রাজা উত্তরা কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, সচীবকে আহ্বান করত রাজ্ঞীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সচীব রাজবাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন "রাজন্! আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এতদপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে পাত্র ও কন্যার পরস্পর রূপ, গুণ, স্বভাব ও বয়স ইত্যাদির প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই পরস্পরকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা শ্রেয়স্কর।" রাজা বলিলেন, "অমাত্য! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ব্বে সহসা কিরূপে জানা যাইতে পারে? না জানিয়াই বা কিরূপে এতবড় গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারাযায়? আরও দেখুন, উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেই যাবজ্জীবন পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখ ভাগী হইতে হয়। যুবকের নিকট স্ত্রীরন্যায় ভালবাসার পদার্থ আর নাই। যে যুবকের মন স্ত্রীরপাশে বাঁধা থাকে না, সে ঘোর পাতকী ও ব্যভিচার দোষে দূষিত। পৃথিবীতে স্ত্রীর ন্যায় সম্পদে বিপদে সুখদুঃখে আর কে সহায় আছে? সেই স্ত্রী যদি অশিক্ষিতা দুঃস্বভাবা হয়, তাহা হইলে যে, কতবড় ভয়াবহ যাতনার কারণ হয়,

কে না বুঝিতে পারেন? অতএবই বিবাহকালে দ-ম্পতীর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইতে হয়। সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে, পরস্পর পরস্পরের দুঃখ বিমোচন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল না হইলে এবং দম্পতীর মধ্যে ব্যভিচার দোষ হইলে তাহা উভয়ের পক্ষেই অসহ্য যাতনা হয়। অশিক্ষিতা রমণীরা, পর প্রলোভনে ও দণ্ডভয়ে সহজেই আপনাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া থাকে; এবং অবাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশে বিশ্বাস পূর্ব্বক ঘোর কলুষে নিমগ্ন হয়। তাহাদের সহিত প্রথম উদ্যমে প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না; সুতরাং পরম সুন্দরী ভার্য্যার মনোহর রূপলাবণ্যও অবিলম্বে মলিন বোধ হয়। অতএব পরিণয় যাহাতে পরিণামে সুখাবহ হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হয়, তাহাই করুন।”

মন্ত্রী বলিলেন, “হে রাজন্! লোকের চরিত্র ও স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। তদ্বিষয়ে শারীরিক লক্ষণাদি পরীক্ষাদ্বারা যে কতক জানা যাইতে পারে, তৎপ্রতি বিবেচনাশূন্য হইয়া কুলক্ষণ যুক্ত অথবা স্বকুলসন্নিহিত কোন বংশের পাত্র বা কন্যা গ্রহণ করা বিধেয় নহে। আর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান না থাকাতে, যে শ্রেণীর যেটী প্রকৃতি-সিদ্ধ দোষ আছে, তাহা কোন মতে নিরাকৃত হইতে পারে না। অল্প বয়সে বা বৃদ্ধকালে বিবাহ করা অবৈধ। রোগগ্রস্ত, দুর্ব্বল, বিকলাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও হীনাঙ্গ ব্যক্তির

বিবাহ করা সঙ্গত নহে। পরস্পর শারীরিক লক্ষণালক্ষণ ও মানসিক প্রকৃতি নিরূপণ পূর্ব্বক অন্তত অলক্ষণাপেক্ষা শুভলক্ষণ অধিক থাকিলে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া দূষণীয় নহে। অধুনা বিবাহদাতাগণ, সম্বন্ধ নির্ণয়কালে দম্পতীর ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া পুত্র কন্যার যেরূপ স্বভাব, রূপ, গুণ এবং শারীরিক অবস্থা তদুপযুক্ত কন্যা পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া যে, পিতামাতার অবশ্য পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ, তৎপ্রতি প্রায়ই দৃষ্টি রাখেন না; কেবল গণপণের ও লাভালাভের আন্দোলন ও কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার উপায়ই অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন। হে রাজন্! উল্লিখিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতীর দুঃখভোগ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় না; সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তদুপরি বিস্তর নির্ভর করে। বয়োজ্যেষ্ঠা কি দুঃশীলা বা কুলক্ষণা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলে অথবা অলক্ষণযুক্ত দুঃশীল পুরুষের সহিত সুলক্ষণা সুশীলা কন্যার বিবাহ হইলে কিংবা পরস্পর বয়সের অত্যন্ত ন্যূনাধিক্য কি রূপগুণাদি পরস্পর বিপরীত হইলে দম্পতী কখনও শান্তিসুখের অধিকারী হয় না। তাহাদের পক্ষে সংসার অসার ও গড়লময় হইয়া থাকে। পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অসমবুদ্ধি ও বিপরীত মতাবলম্বী স্ত্রী পুরুষে পরিণয় হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন দুঃসহ যন্ত্রণানল ভোগ করিতেই হইবে, ইহা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জানিবে। অতএব পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ-

ইবার পূর্ব্বে, যাহাতে সংসার কারাগারের ন্যায় না হয় এবং দম্পতী সুখে থাকিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উভয়ের শারীরিক লক্ষণালক্ষণ ও চরিত্র বিষয়ে ভাবী শুভাশুভ বিচার পূর্ব্বক পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবে।”

“হে রাজন্! শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই; হিংস্রক গণের অতীক্ষাস্ত্র অপেক্ষা শাণিতাস্ত্র যেমন অধিক ভয়ঙ্কর হয়; সেইরূপ অদান্তেন্দ্রিয় মূঢ়চেতা অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে শিক্ষিত ব্যক্তি মহাভীষণ হইয়া থাকে; বাস্তবিক যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালের ভয় নাকরে,তাহারাই পাপ পথে যাইয়া ক্রমাগত ঘোর কলুষে নিমগ্ন হইয়া থাকে; তবে, অশিক্ষিতগণের ন্যায় শিক্ষিতেরা সচরাচর প্রতারিত হয় না, তথাপি লোকে যে শিক্ষিতের দোষাংশই অধিক দেখে, তাহার কারণ এই যে,যেমন শুভ্রাস্ত্রে মসী একবিন্দু পতিত হইলেও অধিকতর উজ্জ্বলতা ধারণ করে,সেইরূপ শিক্ষিতদিগের অল্প দোষও অধিক বলিয়া জ্ঞান হয়। লেখাপড়া জানিলেই যে “শিক্ষিত” হয়, এমন নহে; যাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান ও বিষয় বুদ্ধি আছে, তাঁহারাই “শিক্ষিত” নামের উপযুক্ত। ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না শিক্ষিতা মহিলাগণ সর্ব্বান্তরদর্শী ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করেন না; ইন্দ্রিয়পরায়ণ অধার্ম্মিকেরা মৃত্যু ও দণ্ড ভয়, অর্থ কি অন্যবিধ প্রলোভন দেখাইয়া কিছুতেই তাঁহাদের নিকট অভিষ্টসিদ্ধি করিতে পারে না; তাহারা প্রাণ বা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের জীবন হইতেও আপন সতীত্ব অধিক প্রিয়তম

জ্ঞান করেন। শ্রীরামদয়ীতা সীতা অশিক্ষিতা হইলে, রাব-ণের ভীষণ দণ্ড ভয়ে ও অপরিহার্য্য প্রলোভনে কখনও আপন দৃঢ়তা ও পতিভক্তি অচলা রাখিতে অথবা বিনাপরাধে গর্ভাবস্থায় অরণ্যনির্ব্বাসন জনিত দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। যাঁহারা সীতা, সুনিতী, চিন্তা, দময়ন্তী এবং সাবিত্রী প্রভৃতি সতীগণের জীবন চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্তঃকরণ কতদূর বলবান্ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। হে রাজন্! ভার্য্যাই গৃহস্থের মিত্র, গৃহে গৃহলক্ষ্মী, দৈবকৃতসখী শুশ্রূষায় সেবিকা এবং গমনে ছায়াস্বরূপিণী। ধর্ম্মপত্নীই সংসারীগণের সর্ব্বপ্রকার আরামস্থান এবং অপূর্ব্ব পার্থিব সুখের নিদান। লোকের চরিত্র যতই উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন, সংসারে প্রেয়সী স্ত্রী এবং পুত্র থাকিলেই তাহার একটী বন্ধন থাকে; বিশেষত স্ত্রী সুশীলা ও প্রিয় বাদিনী হইলে তাহার সংসার বন্ধন আরও দৃঢ়তর হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্তই পত্নী গ্রহণ করা আবশ্যক। বিরলে প্রমোদ সময়ে প্রিয়ভাষিণী পত্নী পরম সখী স্বরূপ এবং দুঃখের সময় জননীর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। স্ত্রী সাধ্বী হইলে পুরুষের কদাচ অধোগতি হয় না; সংসারাশ্রমে নারী শ্রেষ্ঠতরা; স্ত্রীহীন গৃহ শ্মশান তুল্য; গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যপতি হইয়াও স্ত্রীবিহীন হইলে, তাহার "গৃহশূন্য" হয়। বাস্তবিক স্ত্রীগণ যে গৃহের শ্রীস্বরূপা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিতান্ত দুঃখে ম্লান বদনা থাকিলেও যেমন স্বামী দর্শনমাত্র নারীর মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত ও ঈষৎ হাস্য-

যুক্ত হয়, তেমন প্রিয়বাদিনী সদাচারিণী প্রেয়সীকে, দুঃখ দুশ্চিন্তার সময় দর্শন করিলে বা তৎসহবাস লাভ হইলে পতির প্রেমানন্দ বর্দ্ধিত ও সর্ব্ব সন্তাপ দূরীভূত হয়; প্রকাশ না করিলেও হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ মুখ মণ্ডলে, হৃদ্গত ভাব প্রকটিত হইয়া থাকে।” অমাত্য এই বলিয়াই মদ্র-রাজতনয়ার রূপ, গুণ, বয়স ও শীলতাদি সবিশেষ বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা পরম প্রীতহইয়া, তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করাইলেন।

মদ্ররাজসমীপে বজ্ররাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত দূত সবিশেষ জ্ঞাপন করিলে, তিনি স্বীয় অমাত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, “হে অমাত্য! ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি রাজা বজ্র, কুরুকুল ধুরন্ধর শত্রুতাপন মহাবাহু অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের সহিত মদ্রবতীর শুভ পরিণয়াভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে আপনার অভিমত কি? প্রকাশ করুন। সচীব নরপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বলিলেন, “হে ভূপতে! এবিষয়ে আর মতামত কি? যাহা অভিরুচি তাহাই করুন। কুরুবংশে ভবদীয়তনয়া সম্প্রদান করিবেন, এতদপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে, আপনার কন্যা এবং জামাতার পরস্পর প্রণয়াভাব হওয়ার কারণ আছে কি না, কেবল তাহাই দেখা আবশ্যক। কারণ, দুহিতা পরিণেতার প্রতি অনুরক্তা হইলে ত কোন কথাই থাকে না, কিন্তু যদি দম্পতীর ভিন্নাভিপ্রায় বশতঃ পরস্পর প্রণয় নাহয়, তবে যে কিরূপ অসুখের কারণহয় তাহা অন্যের উপলব্ধি করিবার সাধ্য কি? যে দম্পতীর পরস্পর

মানসানৈক্য তাহারাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কত শত পরিবার মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে, পিতা মাতা স্বেচ্ছানুসারে, অজ্ঞতা ও মূঢ়তা নিবন্ধন কালাকাল ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা শূন্য হইয়া, আত্মজার ভাবী সুখের পথে কণ্টক হইয়া থাকেন। অর্থলোলুপদিগের ধন পাইলে, আর আপত্তির কোন কারণই থাকে না! কন্যার বিনিময়ে গৃহীত ধনের নাম হয় "কুলোচিত পণ" তাহা না হইলে, কন্যা বা পাত্রের রূপ, গুণ বা বয়সের ন্যূনাধিক্যবশতঃ মূল্যের ন্যূনাধিক্য হইবার আর কারণ কি? স্বার্থলোভী অজ্ঞ অভিভাবকগণ কন্যার দুঃখের কারণ হইলে শেষে, "কন্যার অদৃষ্টে সুখছিল না" ও "নির্ব্বন্ধের দোষ" ইত্যাদি বলিয়া আপন দোষ খণ্ডাইবার বৃথা চেষ্টা পায়েন, বাস্তব অপাত্রে দান জনিত অপরাধ হইতে এই অভ্যস্থ বাক্য বলিয়া কখনও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না।"

"হে রাজন্! তনয়া কন্যাকাল প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, বিবাহ দেওয়া যেমন অকর্ত্তব্য, তদ্রূপ বিবাহের কাল প্রাপ্ত হইলে ও কন্যাকে অদত্তাবস্থায় দীর্ঘকাল রাখা অত্যন্ত দূষণীয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, 'স্ত্রী ছায়াবৎ পতির অনুগামিনী ও সখীতুল্য হিতৈষিণী হইবে; সদা প্রিয়বাদিনী ও সদাচারিণী হইবে; কদাচ প্রলাপ-বাদিনী, বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিরোধিনী হইবে না; সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে যত্নযুক্তা হইবে; পতি ভিন্ন অন্য অপর পুরুষের রূপধ্যান করিবে না; পতিই সতীর একমাত্র গতি।' কন্যা যে পর্য্যন্ত এই সকল ধর্ম্মনীতি জ্ঞাত হইয়া পতি

মর্য্যাদা ও পতি সেবা শুশ্রূষা সম্যকবগত না হয় এবং যতকাল তাহার সন্তান পালন ক্ষমতা ও সন্তানের মানসিক উন্নতি সাধন বিষয়ে জ্ঞান না জন্মে জ্ঞানবান পিতা ততকাল আপন দুহিতাকে বিবাহ দিবেন না। ইহার অন্যথাচরণ করিলে ও পরিণয় পরিণামে তাদৃক সুখাবহ না হইলে, বিবাহদাতা ঈশ্বর সমীপে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।' অতএব আপনার তনয়া যদি কন্যাকাল প্রাপ্ত বিবাহোপযুক্তা হইয়া থাকেন, তাহাহইলে এইক্ষণ সৎপাত্রে দান করাই কর্ত্তব্য। কুল, শীল, প্রভুতা, বিদ্যা, চরিত্র, খ্যাতি এবং সুলক্ষণাক্রান্তদেহ, এই সাতটী গুণযুক্ত যেপুরুষ হইবেন, তাঁহাকেই কন্যাদান করা উচিত। অভিমন্যু-কুমারে ইহার কিছুরই অভাব নাই। যাহা জানি বলিলাম, এইক্ষণ যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন।"

অনন্তর রাজা আগন্তুক দূতকে যথোচিত পারিতোষিক দান ও কন্যা বিবাহে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বিবাহের দিন ধার্য্য করত বিদায় করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সকল কর্ম্মের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নানা দেশে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়া, নিরূপিত দিবসে অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত কুমার পরীক্ষিৎকে আনিতে স্বীয় সচীব প্রেরণ করিলেন। যথাকালে চতুর্দ্দিক হইতে চতুরঙ্গদলে নৃপতিগণ, পদব্রজে বুধগণ মদ্ররাজ ভবনে সমাগত হইয়া সমুচিত সম্মানান্তর যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে, পরীক্ষিৎবর বেশে সুসজ্জিত হইয়া অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত তৎসকাশে সমুপনীত হইলেন। অতঃপর আয়তলোচনা

সুমধামা চারুহাসিনী রাজবালা পরিণয়সূচক বেশে সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বিবাহসভায় আনিতা হইলে, ভূপালগণ, জ্যোতির্ম্ময়ী স্থিরাসৌদামিনীর ন্যায় অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী রাজ-তনয়ার সুরম্য মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বরকন্যা পরস্পর সম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা সূত্রে আবদ্ধ হইলে, মদ্ররাজ কুলরীত্যনুসারে উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। রাজ কুমারী তদুপযুক্ত সৎপাত্রের হস্তগতা হওয়ায় সভ্যগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া, নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্বস্ব স্থানে গমন করিলেন।

শুভ পরিণয়ের পর কুমার পরীক্ষিৎ নবোঢ়া পত্নীর সহবাসে কতককাল পরমানন্দে যাপন করিয়া যথাসময়ে শ্বশ্রূ ভবন পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রাজা শ্বশুরালয়ে কন্যা প্রেরণের যথোচিত সামগ্রী প্রস্তুত করিতে যত্নবান হইলেন। রাজ নন্দিনী গমন সময় উপস্থিত দেখিয়া মাতার অঞ্চল ধারণ করত কাতর নয়নে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাহাতে জননীর অকপট স্নেহ ময় হৃদয়সাগর ভাবীবিচ্ছেদাশঙ্কার তরঙ্গ মালায় বিচলিত হইল। রাজ্ঞী আত্মজাকে ক্রোড়ে লইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ প্রদানান্তে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎসে! পিতা মাতা কেবল কন্যাগণের বাল্যাবস্থায় প্রতিপালন জন্য, তদ্ভিন্ন যৌবনে ভর্ত্তা ও বার্দ্ধক্যে সন্তান গণই সমগ্র সুখের আকর হয়। পতি পরায়ণা হইলেই 'সতী সাধ্বী' নামে অভিহিতা হয়।' দেখ, মা! যাগ, যজ্ঞ, দান, ব্রত

ও দেবার্চ্চনাদি যত প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা আছে, তন্মধ্যে পিতৃ মাতৃ সেবা এবং দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন অর্থাৎ পতি পত্নীর মধ্যে প্রণয়ের পবিত্রতা ও ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। পতির সেবা শুশ্রূষায় বিরত থাকিয়া স্ত্রীগণ অন্যান্য যতই ধর্ম্ম কর্ম্ম করুক না কেন সকলই নিষ্ফল হইয়া থাকে। পতি বাক্যে উপেক্ষা ও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইলে অবলার কি না দুঃখ সম্ভবে? দুর্ভাগ্য ক্রমে পতি জড়, রোগী, দরিদ্র অথবা মূর্খ হইলেও পত্নীর পরিত্যাজ্য নহে। শিশুগণের যেমন জননী গতি, তদ্রূপ পতিই সতীর একমাত্র গতি। অতএব বৎসে! পতি কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা অথবা বিড়ম্বিতা হইলেও পতি মর্য্যাদা লঙ্ঘন বা তদীয় বাক্যে উপেক্ষা কি তাঁহার হিত সাধনে ত্রুটী করিওনা। স্বামী সমীপে জ্ঞানাভরণ ব্যতীত সামান্য বসন ভূষণাদির জন্য কি অন্য কোন প্রকারের সুখভোগাভিলাষিণী হইয়া কদাচ স্বয়ং কোন কথা উল্লেখ করিওনা। বিনা দোষে তাড়না করিলে কিংবা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুঃখ দূর না করিলে ক্ষুণ্নমনা নাহইয়া সকলই সহ্য করিয়া থাকিবে, কদাপি গর্ব্বিতা হইবে না। যে স্থলে পতি নিন্দা বা অসদ্বিষয়ের আলোচনা হয়, তথায় তিলার্দ্ধকালও থাকিবে না। অসদ্বিষয়ের আলোচনাতেও মনের ভাব অপবিত্র হয়। মনে যখন যে ভাবোদয় হইবে, তাহা পতির নিকট ব্যক্ত করিবে; কোন কথা গোপন করিবে না। পতি ব্যভিচারী হইলেও উগ্রবাদিনী না হইয়া সহজ কৌশলে নিবারণ

করিতে যত্নবতী হইবে, কদাচ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবে না। সর্ব্বদা অপত্যবৎ স্নেহ দ্বারা স্বামীকে আহার প্রদানও প্রিয় সখীর ন্যায় অনুগতা হইয়া নিয়তকাল পতির মনোরঞ্জন করিও।”

“বৎসে! পতি কিংবা অপরাপর গুরুজন সমীপে ঘটনা ক্রমে অপরাধিনী হইলে, তৎক্ষণাৎ বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। পিতা মাতা সদৃশ জ্ঞানে শ্বশুর শাশুরী প্রভৃতি গুরুজন গণের প্রতি ভক্তি, বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিও, তাঁহাদের মুখে মুখে কদাচ উত্তর করিও না। বৃদ্ধাবস্থায়, বা শরীর রোগাক্রান্ত হইলে, স্বভাবতই মনুষ্যের মন চঞ্চল হয় এবং মনে সহজেই ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে; অকৃতসংকল্প অত্যল্প ত্রুটি দেখিলেও ক্রোধ প্রকাশ ও কর্কশ বাক্য বলিয়া থাকেন; পূর্ব্বাহ্ণে যাহা ন্যায়ানুগত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা থাকে, অপরাহ্ণে তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিন্দনীয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, এই সমস্ত দোষ অক্ষুব্ধ মনে ও অম্লান বদনে সহ্য করিবে। তাঁহাদের অল্প বুদ্ধি সংক্রান্ত ত্রুটি গ্রহণ করিবে না। যাহারা একটুক্ অসুখের কারণ হইলেই ক্রোধ পরবশ হইয়া গুরুলোকের ত্রুটি প্রকাশ করত স্বীয় কার্য্য দক্ষতা ও বিজ্ঞতা প্রকাশ করে; আর কোন প্রকার রূঢ় বা মিথ্যা বাক্য শ্রবণ মাত্রেই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করে, সামান্য একটী নিন্দা শ্রবণ মাত্রে শত শত দিব্য করিয়া আপন নির্দ্দোষিতা জানাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; গুরুলোকের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে উদাসিনী হয়, তাহারা ঐহিক ও

পারত্রিক উভয় সুখেই জলাঞ্জলী দেয়; সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত এবং লোক নিন্দা ও গুরুগঞ্জনাদি লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হইয়া সর্ব্বদা ক্লেশ পায়। দেখ বৎসে! দক্ষরাজ–সুতা সতী-কুলের ঈশ্বরী ভগবতী ভবানী পিতৃ যজ্ঞে কি নিমিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মনে আছে ত? উত্তানপাদ রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক বিনাপরাধে দূরীকৃতা সুনিতী, রামচন্দ্র-দয়িতা সীতা, হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যা, শ্রীবৎস-ভামিনী চিন্তা, নল-ললনা দময়ন্তী এবং সত্যবান কামিনী সাবিত্রী প্রভৃতি পুণ্যবতী সতীগণের জীবনচরিত স্মরণ রাখিয়া, যে স্ত্রী অপ্রিয় কারী পতিরও প্রিয় কারিণী এবং অহিতকারী, অত্যাচারী, দুঃখদাতা পতিরও হিতকারিণী ও মঙ্গলদায়িনী হয়, সেই সতীই ঐহিক ও পারত্রিক সুখে সুখিনী এবং স্বর্গ লাভে অধিকারিণী হইয়া থাকে। অতএব বৎসে! তুমি যথা সময়ে সাধ্যানুসারে স্বামীর বাক্য প্রতিপালন ও অপ্রমত্ত চিত্তে আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় সেবা শুশ্রূষা করিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিবে। পতি সেবায় সুখ ব্যতীত কখনও ক্লেশানুভব করিবে না, তাহা হইলেই ঈশ্বর তোমার কল্যাণ সাধন করিবেন এবং চরমে পরমপদ লাভ হইবে।"

রাজ্ঞী এইমাত্র বলিয়াই আর বলিতে পারিলেন না। অপত্য স্নেহ বশত তাঁহার শব্দ রোধ প্রায় হইয়া আসিল, নয়ন যুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া মুখমণ্ডল ভাসমান হইল; তিনি চিন্তাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা জামাতাকে নানা রত্নোপহারে কন্যা সহ বিদায় প্রদান করিলে, রাজকুমারী

পিতা, মাতা প্রভৃতি গরিষ্ঠজনগণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বাষ্পোৎফুল্ল লোচনে বিদায় হইয়া, পতির অনুগামিনী হইলেন। অনন্তর পরীক্ষিৎ যথা কালে সস্ত্রীক স্বীয় রাজ্যে উপনীত হইলে, এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র পুরাঙ্গনা গণ অগ্রগামিনী হইয়া কল্যাণসূচক বাক্য প্রয়োগ ও মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী উত্তরা আহ্লাদে রাজকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক তাহার সেই অকলঙ্ক মুখশশী দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বারংবার বিবিধ প্রকারে, হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী বিদ্যাবতী, ক্ষমাবতী এবং বিনীত স্বভাবা ছিলেন। তাঁহার স্বভাবটী দীন ও দুঃখ সহিষ্ণু ছিল এবং হৃদয় এমন কোমল ও নির্ম্মৎসর ছিল যে, কোনরূপ উচ্চ কথা বলিতে জানিত না, সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই সকলের স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন। পুত্রবধূ রূপগুণ সম্পন্না ও সুশীলা হওয়াতে আত্মীয়গণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। রাজ্ঞী পুত্রবধূকে সর্ব্বদা তনয়ার ন্যায় স্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং যাহাতে বধূ গুণবতী, বিদ্যাবতী ও ধর্ম্ম পরায়ণা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সতত উপদেশ প্রদান করিতেন; রাজকুমারীও সর্ব্বদা শাশুড়ীর আদেশানুসারে গৃহ কার্য্যাদি সম্পাদনান্তর অবকাশ সময়ে বিদ্যা শিক্ষা ও কাজ কর্ম্মের রীতি নীতি অবগত হইতে অনুরাগিণী হইলেন; তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া একদা রাজ্ঞী পুত্রবধূকে নিকটে আহ্বান ও উভয়ে একাসনে সমাসীনা হইয়া সস্নেহ সম্বোধন

পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, " দেখ বৎসে! বিদ্যা অমূল্যধন এবং পরম সুহৃদ। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা হয়, সুতরাং আপনার ও অন্যের শুভ সাধন এবং ঐশ্বরীক নিয়ম জ্ঞাত হইয়া শারীরিক ও মানসিক ইষ্ট লাভ করিতে পারাযায়। কেবল লেখাপড়াই " বিদ্যা " নহে, সাংসারিক কাজ কর্ম্মের রীতি নীতি, আত্মরক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা ও শারীরিক মানসিক গতি বিধি ও জ্ঞান শিক্ষাই " বিদ্যা শিক্ষা এই সমস্ত বিষয়ে যাহাদের জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহারাই " শিক্ষিত।" যাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহারাও ধর্ম্ম রক্ষা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন বটে কিন্তু, সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষিত না হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয় না, যে যাহা বলে তাহাই বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ করে, শঠ লোকের হাতে পড়িলে সহজেই প্রতারিত ও অপমানিত এবং সর্ব্বদা ভূত প্রেতাদি নানারূপ অমূলক আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া থাকে। লেখা পড়া শিখিলে নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া সহজে জ্ঞানোন্নতি করা যাইতে পারে, এজন্যই লেখা পড়া শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। জ্ঞানোন্নতি না করিতে পারিলে কেবল বিদ্যা শিখিলেই যে শিক্ষার স্বার্থকতা হইল এমন নহে। হিংসা, দ্বেষ, আলস্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে; ঝগড়া কলহ করিবে না; পরের উপকার ব্যতীত অপকার করিবে না; পরনিন্দায় সুখানুভব করিবে না; গৃহ কার্য্য সমস্ত কিসে ভাল হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যখন যাহা কর্ত্তব্য তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিবে এবং সন্তান হইলে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে যত্নবতী হইবে; ঘটনা ক্রমে

দুঃখ-ক্লেশ উপস্থিত হইলে, আপনা হইতে অধিক দুঃখী ও ক্লেশীত লোকের দুঃখ-যন্ত্রনা দেখিয়া আশ্বস্তা হইবে; শত্রুও গৃহে সমাগত হইলে তাহার যথোচিত আতিথ্য করিবে; অধম ব্যক্তিও অতিথি হইলে সাধ্যানুসারে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে; আহারের সংস্থান করিতে না পারিলেও আসন, জল প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়বাক্যে বিদায় দিবে; অ-নধিকার চর্চ্চা অথবা অনাহূত হইয়া কিংবা অযুক্তস্থলে প্র-তিবাদ করিবে না; অনর্থক বা বিনা প্রয়োজনে অধিক কথা কহিবে না এবং কেহ কোন ত্রুটী দর্শাইয়া দোষারোপ করিলে তাহাকে প্রশংসা করিয়া আত্মদোষ সংশোধন করিবে; ইহাই বিদ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যদিচ বহু-কাল অধ্যয়ন করিয়াও বিদ্যা বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না, তথাচ ঐহিক সুখ সম্পাদনার্থ প্রয়োজনা-নুসারে কথঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা মূর্খতারূপ বিড়ম্বনা বি-দূরীত করা উচিত। যে কোন বিদ্যাই হউক প্রয়োজনানু-রূপ শিক্ষা না করিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহা বিফল হইয়া যায়।”

“বৎসে! আরও দেখ, কুসংস্কারাপন্না স্ত্রীলোকেরাই ভূত প্রেতাদির নানা প্রকার আশঙ্কায় প্রতিপদ ক্ষেপণে ভয়ে অভিভূত ও পদে২ বিপন্না হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার মন শুদ্ধ ও দেহ পবিত্র সে কদাপি বিকৃতি আকার বিভুতী— অর্থাৎ ধন্ধ বা দুঃস্বপ্ন দর্শন করে না; করিলেও ভয়ে তাদৃশ অভিভূতা হয় না। ভূত ও কালের দৃষ্টি ইত্যাদি অজ্ঞ লোকের কুসংস্কার মাত্র। “কাল” শব্দের প্রকৃত অর্থ

এই স্থলে সঙ্কটকাল অর্থাৎ নব যৌবনের প্রারম্ভে শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সময়; আর "ভূত" শব্দের অর্থ যে কাল গত হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই ভূতকাল কহে। ঋতুকালে অসতর্ক ভাবে নানাস্থানে গমনাগমন, নেত্রে অঞ্জন প্রদান, তৈল মর্দ্দন, পুষ্পাদি বিলাসিতার উত্তেজক দ্রব্যাদি ব্যবহার, তাম্বুল, ঘৃত, মাংস, মধু ইত্যাদি উগ্র ও ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজক পদার্থ ভোজন, রোদন, দিবা নিদ্রা এবং অগ্নির উত্তাপ ভোগ ইত্যাদি অন্তত তিন দিবস পর্য্যন্ত অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে। এতদন্যথাচরণ করিলে মনে অমূলক জল্পনা উদিত ও অভাবনীয় দুঃস্বপ্নাদি দর্শন এবং (সেই সময় না হইলেও তৎপর ঋতুর পূর্ব্ব সময়ে) ঋতুরক্ত স্রাবে বিঘ্ন হইয়া জঠরজ্বালা উপস্থিত হয়; শরীর দুর্ব্বল ও মন অবসন্ন হয়; ঋতুকালে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত স্নান করাও বিহিত নহে। যথাকালে শোণিত স্রাব না হওয়াই জঠরে বা জরায়ুকোষে বেদনা হওয়ার প্রধান কারণ বটে, অতএব বৎসে! ঐকালে উল্লিখিত নিয়ম কদাচ লঙ্ঘন করিও না।"

"বৎসে! শারীরিক বলের অভাব হেতু রমণীর অপর নাম অবলা, অথচ রমণীর রূপ লাবণ্য অনেক সময়েই বিশেষ বিপদের কারণ হইয়া উঠে। পুরুষে রূপসী যুবতী স্ত্রী, স্ত্রীলোকে শ্রীমান্ যুবক পুরুষ দর্শন করিলে পরস্পর মন স্বভাবতই সমুৎসুক হইয়া থাকে। যুবতীর নিকট যুবক, আর যুবকের নিকট সুন্দরী যুবতী স্ত্রী দর্শন রমনীয়, সুতরাং সুন্দর প্রিয় বস্তু দেখিতে কে না ভাল-

বাসে? পাপপঙ্কে পতিত না হইলে, ব্যভিচারভাবে দর্শন না করিলে ধর্ম্মনাশ হইতে পারে না বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি স্বভাবতই নীচগামিনী; জ্ঞানবান মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কোনং সময় চিত্ত দমনে যথোচিত চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। আর যাবজ্জীবন সদবস্থায় অথবা পতি পুত্রে পরিবৃত হইয়া কালাতিপাত করা অনেকেরই ঘটে না; সুতরাং অনেক সময়ে, অবলা হইলেও নারীগণকে স্ববলে স্বকীয়ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। তাহাতেই তোমাকে সতী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও অধিকার বিষয়ে কয়েকটী উপদেশ প্রদান করিতেছি মনে রাখিও, বৎসে! প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল বিষয়ে আসক্তি আছে, উহার ঐকান্তিকতা সর্ব্বথা অনিষ্টজনক বটে। আরও বলি দেখ বৎসে! সমাজে অবস্থিতি করিতে হইলে, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ঘনিষ্টতা, সম্পর্ক, নৈকট্য এবং যোগ অনিবার্য্য; অতএব গৃহেই অবস্থিতি কর, বা প্রয়োজনানুরোধে স্থানান্তরেই গমনাগমন কর, যাহাতে শীলতার ও সাধুতার কোন বিঘ্ন না হয়, এইরূপ সাবধানে কার্য্য করিবে; নিঃসহায় ভাবে কোথাও যাইবে না। অবোধ স্ত্রীলোকেরাই কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া স্বামী সম্পর্কীয় কি অপরাপর পরিচিত আত্মীয় কোন ব্যক্তি আসিলে কর্ত্তব্যানুরোধেও তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করা দূরে থাকুক, দেখিলেই দূরহইতে কুকুর দর্শনে শৃগাল, অথবা ব্যাঘ্র দর্শনে নিরস্ত্র দুর্ব্বল মনুষ্যের ন্যায় শশব্যস্তে পলায়ন করিয়া থাকে। আবশ্যক মতেও ঐরূপ ব্যক্তিদের নিকট দিয়া যাইবে না, অথচ নীচ

কৃত্ত্ব বলম্বী বা অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে সাধারণ কারণ উপলক্ষেও যাইতে কি তাহাদের সহিত কথোপকথন বা ঘনিষ্টতা করিতেও লজ্জা বা সঙ্কোচ জ্ঞান করে না। কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথাটী বলিলে ও সেই কথা অপর কেহ শু-নিলে নিন্দা হয়, অথচ অশিক্ষিত রমণীগণের কুৎসিত গান এবং বিবাদের বিভৎস রসপূর্ণ কোলাহল গ্রামান্তরেও যাইয়া ভদ্রলোকের উৎপাত জন্মায়। এই সমস্ত কুসংস্কার ও অ-বৈধ ব্যবহার দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য। অপরিচিত কি নীচ লোকের নিকট যাইবে না, কর্ত্তব্যানুরোধে যাইতে হই-লেও নিঃসহায় অথবা নির্লজ্জভাবে যাইবে না। তাহাদি-গের সঙ্গে সমুচিত দূরতা রক্ষা করিয়া চলিবে। স্বামী সম্পর্কীয় কি অপরাপর পরিচিত আত্মীয় কেহ আসিলে আবশ্যক মতে তাহার নিকট দিয়া যাওয়া কি তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ এবং প্রয়োজন মতে তাঁহার সহিত কথোপ-কথন করা দূষণীয় নহে; কিন্তু স্ত্রী পুরুষ এক স্থানে না থাকা সময়ে, একক কোন স্ত্রী কোন অপর পুরুষের নিকট কি কোন পুরুষ কোন অপরা স্ত্রীর নিকট গমন ও তাহার সহিত কথোপকথন করা ভাল দেখায় না। বিশ্বস্ত সূত্রে গমন ও কথোপকথন করিতে হইলেও স্থল ও ব্যক্তি বিশেষে বিবেচনা করিয়া করা উচিত।"

"বৎসে! যাহার সতীত্ব নাই, সে শূকরী হইতেও অধম। প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের জীবন হইতেও সতীর সতীত্ব আদরণীয় অমূল্য রত্ন স্বরূপ; অতএব বৎসে! বৎসে! ঈশ্বর না করুন, দুর্ভাগ্য বশত দুর্জ্জন কর্ত্তৃক আক্রান্ত

হইয়া বিপদগ্রস্থ হইলে, ধর্ম্ম রক্ষার্থ আপনার বা আত- তায়ীর প্রাণনাশ করিতেও কুণ্ঠিতা হইবেনা; কদাপি ধর্ম্ম পথ হইতে স্খলিত হইবে না। আপনার অথবা অপর কা- হারও সতীত্ব নাশ করিতে কেহ আক্রমণ করিলে, সেই কালে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকিলে আক্রমণকারীকে বিনাশ করিলেও ঈশ্বর সমীপে দণ্ডনীয় হইবে না। বৎসে! এই সমস্ত নীতি সবিশেষ মনোযোগের সহিত যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত করত সুখে কালাতিপাত করিও।" রাজ্ঞী পুত্রবধূকে এই প্রকার নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহার সচ্চরিত্রতা, রূপ, ঔদার্য্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়া সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

জীবনের পরিণতি কালে রাজ্ঞী উত্তরা রাজকার্য্য এক- রূপ পরিত্যাগ করিলেন এবং কুমার পরীক্ষিত পৈতৃক সিং- হাসনারূঢ় হইয়া, রাজধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় সর্ব্ব জীবের নয়ন রঞ্জন এবং স্বভাবত ধর্ম্মনিষ্ঠ, তেজস্বী, বিনয়ী ও পরোপকারী ছিলেন। একদা তিনি অমাত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি গর্গাচার্য্য তদীয় সভায় আ- গমন করত রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া

মহীধরকে বিধানানুসারে জয়াশীষ প্রয়োগ পূর্ব্বক নানা-দেশ, তীর্থ, সরিৎ, পর্ব্বত, বন, উপবন, প্রান্তর, উদ্যান ও কানন সম্বন্ধীয় বিবিধ আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মহীপতি নানাবিধ প্রীতিপ্রদ কথা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে দেব! আমরা রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া গুরুতর দায়গ্রস্ত হইয়াছি; প্রজাপালনে এবং তাহাদের সুখ শান্তি বর্দ্ধনে ত্রুটি হইলে আমাদিগকে বিধাতা সমীপে অপরাধী হইতে হয়। ভগবানের অবশ্যই অনবগত নহে যে, দুঃশীল ও দুর্ম্মতি লোকেরাই নানা কুক্রিয়া ও অত্যাচার করিয়া সমাজমধ্যে উশৃঙ্খলতাও নানারূপ অসুখ জন্মাইয়া থাকে। কেবল কঠোর দণ্ড বিধানেও উহাদিগের হীন চরিত্রের প্রতীকার হয় না। অতএব কি উপায়ে তাদৃশ হতভাগা সমাজকণ্টক লোকদিগকে সৎ ও সাধুপথে আনয়ন করাযায়; এবং পরিস্কৃত বিমল মানব প্রকৃতির পূর্ব্ব-কালীয় অবস্থা অধুনা নাথাকারই বা কারণ কি? এবিষয়ে ভগবানের নিকট উপদেশ লাভ করিতে বড়ই অভিলাষ হই-তেছে।" মুনি বলিলেন, "হে ভূপতে! পন্নগগণ দুগ্ধপান ক-রিলে যদি তাহাদের বিষ নিস্তেজ হইতে পারে, তাহা হইলে অসাধু দুর্জ্জন ব্যক্তিরাও মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে ও ধর্ম্মোপ দেশে সাধু হইতে পারে। যাহার নিজের বুদ্ধি নাই, শাস্ত্রে তাহার কি করিবে? অন্ধেরে দর্পণ দেখাইলে ফল কি? সাধু সদ্ভাব, আর অসাধু অসদ্ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন, নির্য্যাস মসীরঞ্জিত বস্ত্র দুগ্ধদ্বারা প্রক্ষালন করিলেও একেবারে অকলঙ্ক হইতে পারে না, তদ্রূপ দুর্জ্জন ব্যক্তিরও স্বভাবজাত

দোষ একেবারে বিদূরীত হওয়া সুকঠিন। তাহারা শক্তিহীন অথবা ঘোর বিপদে পতিত না হইলে ন্যায় পথে আসিতে চায় না। একবার পাপপঙ্কে পতিত হইলে আর সহজে নিস্তার নাই। হে রাজন্! শিক্ষার তারতম্য বশতই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত দেখা যায়। যেমন স্ব স্ব শিক্ষানুসারে কেহ উন্নত, কেহ মধ্যবিৎ এবং কেহ বা অধমাবস্থায় পতিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতেও শিক্ষার বৈষম্য বশতই অবস্থার বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণই উন্নতির এবং আলস্য, নিরুৎসাহ, অস্থৈর্য্য ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি দোষই অবনতির কারণ জানিবে। কায়িক শ্রম নীচ জনোচিত বলিয়া ঘৃণা করা ভালনয়। আন্তরিক প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, অবস্থার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ শিক্ষা লাভের দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ধন এবং সম্ভ্রমের নিকট জ্ঞানকে বিক্রয় করা উচিত নহে। বুদ্ধি অথবা চতুরতাকে জ্ঞান বলাযায় না, তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধ অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের জন্য যে তৃষ্ণা তাহাকেই জ্ঞান বলে। যিনি সত্য ও ন্যায় পথের অনুসরণ করিয়া পাপবিকারশূন্য হইতে প্রাণপণে যত্ন ও অভিলাষ করেন, তিনিই জ্ঞানী। এই জ্ঞানলাভ ভিন্ন কেহই সাধু হইতে পারে না। অসাধুদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত করাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করা অনায়াস সাধ্য নহে। তবে,—অসৎ পথাচারিদিগের মধ্যে অনেকেই অভাব বা কুশিক্ষা ও কুসংসর্গের ফলভোগ করিতেছে। অভাবগ্রস্তদিগের অভাব মোচন;

কুশিক্ষাপ্রাপ্তদিগকে বাক্যে ও কার্য্যে সুশিক্ষা দান, পরিণাম ভয় ও সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এবং কুসংসর্গী দুর্জ্জন ও নাস্তিকদিগকে সাধু সহ বাস প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে অসাধুগণ আপনাদিগের মনোবৃত্তি সকল সৎকার্য্যে নিয়োগ করিতে পারে, এরূপ আয়োজন ও অনুষ্ঠানের উপায় করিয়া দিতে পারিলেই অনেক পরিমাণে অভিষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। হে রাজন্! একটি পাপীর মন ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে যত উপকার হয়, শত প্রকার দান যজ্ঞাদিতেও তত ফলোদয় হয় না। লোকের মোহাবরণ অপসারিত করিয়া নিখিল জগতের মঙ্গল সাধনে অনুরাগ থাকিলে দূরিত ধ্বংস ও অনাময়পদ লাভ হয়। যাহারা অজ্ঞানান্ধকারে বিমোহিত হইয়া সমন্তাৎ প্রধাবিত হইতেছে, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা তাহাদিগের নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিলে শ্রেয়ো বৃদ্ধি ও চিত্ত শুদ্ধি হয়। অতএব স্বদেশের উপকার সাধনে যাহাদের অনুরাগ আছে তাহাদের বিদ্যা জ্যোতি প্রকাশ দ্বারা লোকের চিত্তশুদ্ধ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।”

“হে রাজন্! ক্ষমতাপ্রিয় শাস্ত্রকারগণ আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্যই অপরাপর লোকদিগকে জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। বাল্যবিবাহ, চির বৈধব্য এবং জাতি ভেদ প্রভৃতি শত শত জঘণ্যপ্রথা দেশ ছাবথার করিতেছে। পূর্ব্বকালীয় ঋষিদিগের শাস্ত্র সকল, কালভেদে পরিবর্ত্তন হওয়ায়, জগতের উজ্জ্বল ও সকলের আদর্শস্থান ভারতভূমি মরুভূমির ন্যায় হইয়াছে। বিপ্রগণ

যদি ক্ষমতাপ্রিয় না হইতেন, যোগী ঋষিগণ যদি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত কন্দরে জীবন যাপন না করিয়া, লোকের চিত্ত শুদ্ধ করিতে যত্নবান হইতেন, রাজন্যগণ যদি ক্রোধ ও অসূয়া পরতন্ত্র হইয়া আত্মীয়গণের সহিত পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ না করিতেন, তবে ভারতের পূর্ব্বের মত শোভা সৌন্দার্য্যালোক অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিত। সুরভিত, সদ্‌গুণ পরিপূর্ণ, পাপরহিত মানবপ্রকৃতি ঘৃণিতবৃত্তি দ্বারা কলঙ্কিত হইত না। মনুষ্য স্বভাবত পাপপ্রবৃত্তির ভাণ্ডার হইলেও সামাজিক শাসনগুণে সদ্ভাবাপন্ন হইত। যে হউক, গতানুশোচনা বৃথা। এইক্ষণ অসাধুগণকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুশিক্ষাদান, তাহাদের অভাবমোচন এবং সাধুসহবাস ইত্যাদির আয়োজন ও অনুষ্ঠানের উপায় করিয়া দিয়া, যাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে রাজন্! কোন ব্যক্তি যথাশক্তি ধর্ম্মকর্ম্মে যত্নপর থাকিয়া যদি তাহা সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তথাপি তাহার সেই কার্য্যে সাধনানুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

রাজা বলিলেন, "হে ভগবন্! যাহারা রূপবতী প্রণয়িনীর রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণকে হতাদর এবং ভ্রাতায় ভ্রাতায় পরস্পর আসুরিক ভাব অবলম্বন করিয়া বাদ বিসম্বাদ করে, তাহারা কি গুরুতর নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র নহে?" মুনি বলিলেন, "হে নরেন্দ্র! অর্থ ও সম্ভোগ্যা কামিনী সুনিপুণ পুরুষ কর্ত্তৃক সেবিত হইলেও কখন আত্মীয় বা স্থিরতর

থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি রূপজ প্রণয়ে, অর্থাৎ কামিনীর মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকনে বিমুগ্ধ হইয়া অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্যজ্ঞান করে, অমঙ্গলের আকর রূপিণী মায়াবিনী মোহিনীর সন্তোষার্থে পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতিকে হতাদর করে, অথবা তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে দেখিলেও তৎপ্রতীকারে উদাসীন হয় এবং তাঁহাদের কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইলেই যাহার ক্রোধের পরিসীমা থাকে না, তাহাকে শৃঙ্গ লাঙ্গুলবিহীন এক অপরূপ আশ্চর্য্য পশুমূর্ত্তি বলিলে ক্ষতি কি? গর্ভধারিণী মাতা ভূমি হইতেও গুরুতরা, জন্মদাতা পিতা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর। এজগতে নিঃস্বার্থ স্নেহ, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি পিতা মাতাতে ভিন্ন আর অতি অল্প লোকেই লক্ষিত হয়। জনক জননী নিঃস্বার্থ স্নেহ বশত স্বীয় মান, সম্ভ্রম, সুখ বিসর্জ্জন করিয়াও পুত্র কন্যার কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। সন্তানগণ শত দোষে দূষী হইলেও অম্লান বদনে ও অক্ষুব্ধমনে ক্ষমা করিয়া থাকেন। বিদেশাগত ব্যক্তিকে দর্শন মাত্র কেহ অভিলষিত দ্রব্যের প্রতি, কেহ বা অলঙ্কারের প্রতি, কেহ বা ধনের প্রতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, কিন্তু তখন মাতাই পুত্রের মঙ্গল সংবাদের জন্য লালায়িতা হইয়া শশব্যস্তে আগমন পূর্ব্বক বারংবার শারীরিক মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। দশম মাস পর্য্যন্ত মাতৃগণ অবিরত ক্লেশ পাইয়া থাকেন; প্রসব সময়ের দুঃসহ দুঃখ, সূতিকাগারের ভীষণ যন্ত্রণা কেবল জননীই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শৈশবে প্রতিপালনে এবং রোগ

হইলে আরোগ্য করিতে মাতৃগণ যত প্রকার দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে কাহার অন্তঃকরণ আর্দ্র নাহয়? তখন কাহার মনে মাতৃভক্তি সঞ্চারিত নাহয়? মাতৃগণ স্বামী কিংবা অন্যকর্ত্তৃক বিড়ম্বিতা কি তিরস্কৃতা হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে রোরুদ্যমানাহইলে অবোধ শিশুরা অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক যখন অমীয় স্বরে 'ওঁমা! কি-হইয়াছে?' বলিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা বা ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন জননীগণ সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সন্তানকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক মুখচুম্বন প্রদানান্তে কথান্তর দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। এমন শুভানুধ্যায়িণী এজগতে আর নাই। যে দুর্ম্মতি সেই করুণাময়ী জননী ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির সম্বন্ধরজ্জু শিথিল করিয়া দেয়, সে কখনও সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। সেই কুলকলঙ্কাগ্রগণ্য অন্য প্রকারের কোন রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা অধর্ম্মেতে পরিণত হয়। সাংসারিক অবস্থা বিবেচনায় পৃথক্ থাকা দূষণীয় নহে, বরং অনেক সময়ে প্রয়োজন হয়, কিন্তু বিপদকালে প্রাণপণে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পরন্তু মোহের বশীভূত হইয়া পৃথক্ হইলে, বিভক্ত হইয়া অর্থমোহ নিবন্ধন পরস্পর বিপক্ষতাচরণ করিলে বন্য পশু আর মনুষ্যে আকৃতি ব্যতীত আর কিছু প্রভেদ থাকে না। স্বার্থ পরায়ণ ভ্রাতৃগণ স্বস্ব অংশ বিভাগ পূর্ব্বক পৃথক্ ভূত হইলে, তাঁহাদিগের শত্রুগণ সুহৃদ্ভাবে তাহাদের মধ্যগত হয় এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও বৈর

ভাব সমুৎপাদনার্থ সমধিক যত্ন করে। অপরাপর ব্যক্তি-দিগের মধ্যেও অনেকে তাহাদিগকে বিভক্ত দেখিয়া ছিদ্রা-ন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে ভিন্ন হইলে সত্বরই ভ্রাতৃ-গণের অতুল সর্ব্বনাশ ঘটে; এমন কি তাহাদের পরস্পর হইতেও পরস্পরের বিপদাশঙ্কা হইয়া থাকে। এজন্যই সাধুশীলগণ ভ্রাতৃগণের পরস্পর বিভাগ প্রশংসা করেন না। অতএব অবস্থা বিবেচনায় পৃথক্ থাকিতে হইলেও যাহাতে ভ্রাতৃভেদ, সুহৃদ্‌ভেদ ও আত্মকলহাদি উপস্থিত না হয় ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদ্বিষয়ে সতত সাবধান ও পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী থাকিবে এবং বিপদকালে যথা শক্তি সাহার্য্য প্রদানে কদাপি পরাঙ্মুখ হইবে না।"

অনন্তর রাজা বলিলেন, "হে ভগবন্! শুনিয়াছি সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে সমাজ বিজ্ঞান অতি দুরূহ। উহার জটিল বিষয় সমূহের মীমাংসা করায় বিজ্ঞতা ও অত্যন্ত বহুদর্শি-তার প্রয়োজন; অথচ রাজা প্রজা সকলেই সাংসারিক জীব, সমাজ-শাসন ও সমাজবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলকেই জীবন যাপন করিতে হয়; সুতরাং ভগবানকে আর একটী গুরুতর সামাজিক বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া সংশয় দূরীকৃত ক-রিতে ইচ্ছা এই যে, ভগবন্! পুরুষ যেমন দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, স্ত্রীলোকে তদ্রূপ দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে কি না? এবং কিরূপ অবস্থাতেই বা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে? আর অহিল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী প্রভৃতি পরপতি গামিনী হইয়াও তাঁহারা কিরূপে 'প্রাতঃস্মরণীয়া সতী' বলিয়া অভি-

হিতা হইয়াছেন?” মুনি বলিলেন, “হে রাজন্ !. একটী দাম্পত্য-প্রণয়ামৃত ফল বিভাগ করিয়া দিলে তাহাতে কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, বরং দম্পতীর অবিরত যারপর নাই মনস্তাপই পাইতে হয়। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইলে, সন্তান অথবা পরিচর্য্যা হেতু কাহারও পুনর্ব্বার বিবাহ করা ন্যায় সঙ্গত নহে। সধবা অবলাগণ দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে, তাহাদের শারীরিক মানসিক, ঐহিক ও পারত্রিকে শত প্রকার অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিচারিণী ব্যভিচারিণীর সন্তান হইলে সামাজিক নিয়মানুসারে বিবিধ গুরুতর দোষের কারণ হইয়া থাকে। পরিণীতাপত্নী ব্যভিচারিণী, চিররোগিণী, অথবা সতত অপ্রিয় কারিণী না হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুরুষ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেও গুরুতর অনিষ্টোৎপাদন হয়। স্ত্রীগণের দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করা যেমন ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ ও গর্হিত,পত্নী বর্ত্তমানে উল্লিখিত কারণ ব্যতীত পুরুষের দারান্তর গ্রহণকরাও ঠিক্ সেইরূপ। কোন২ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, “স্ত্রীবন্ধ্যা হইলে, পুত্রার্থে দ্বিতীয় পত্নীর পাণি পীড়ণ করা বিধেয়” কিন্তু ঐরূপ বিধি যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। আর কথিত আছে যে,‘অহিল্যা,দ্রৌপদী, কুন্তী,তারা এবং মন্দোদরী প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্বপতি পরায়ণা ও ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন এবং কেহই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, রূপমোহে মুগ্ধ বা সুখ সম্পদাভিলাষিণী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্য পতি গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং দুই, চারি, পাঁচজন্ পতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা “প্রাতঃস্মরণীয়া সতী” বলিয়া পুরাণে কথিতা

হইয়াছেন। অহিল্যা স্বীয় ইচ্ছার প্রতিকূলে বিপদগ্রস্ত হওয়ার পরেও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। স্ত্রীগণ স্বাভিপ্রায় ব্যতীত ঐ প্রকার দোষে সামাজিক নিয়মানুসারে নিন্দিতা হইলেও ধর্ম্মচ্যুতা হয় না। তারা, দ্রৌপদী কিংবা রাণী মন্দোদরী যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ছিলেন এবং অম্বিকা, অম্বালিকা, কুন্তী, কি অপরাপর ক্ষত্রিয়কামিনীগণ যে কারণে ও যেরূপ পুরুষান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার অবস্থায় তদনুরূপ উপায়ে পতিকুল রক্ষা করিতে প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে রমণী গণের অধিকার থাকিলেও উহা নিতান্ত নিন্দনীয় ও ব্যবহার বিরুদ্ধ হইয়াছে। ঐ প্রকার রীতি বা নিয়ম কদাপি সতীধর্ম্মানুমোদিত নহে।”

“ব্রহ্মচর্য্য ও যতীধর্ম্ম পালনে অনুপযুক্তা বিধবা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে। ঐপ্রকার বিধবাকে তদুপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয় না। সামাজিক শাসনভয়ে এতদন্যথাচরণ করিলে পদে পদে বিপন্ন, অপমানগ্রস্ত ও ভ্রূণহত্যাদি বিবিধ পাপে লিপ্ত হইয়া পরিণামে পিতৃ, মাতৃ ও ভর্তৃকুল সহ অধোগতি প্রাপ্তহয়। বিহঙ্গগণ যেমন ভূপতিত আমিষখণ্ডে অভিলাষ করে, অকৃতাত্মা মানবগণও সেইরূপ অনাথা যুবতীকে কামনা করিয়া থাকে; ঐপ্রকার কামিনীগণও সহজেই বিচলিতচিত্তা ও সাধুসম্মত পথ হইতে স্খলিতপদ হইয়া, অসীম তরঙ্গায়িত বারিনিধি মধ্যে নিপতিত কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায়

বিপর্য্যস্থ হয়। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধানতম বেদ এবং প-রাশর সংহিতাদির মতানুসারে সতীধর্ম্ম পালনে অনুপযুক্তা বিধবা অথবা পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অবলাগণকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশেষত যখন সর্ব্বশ্রেণীস্থ পুরুষগণ দারান্তর এবং অপরাপর শ্রেণীস্থ বিধবা অথবা পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কামিনীগণ পুরুষান্তর গ্রহণ করার নিয়ম প্রচলিত আছে; অত্রাবস্থায় কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পক্ষপাত শূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এই নিয়ম কখনই যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হইবে না, অতএব ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া ন্যায় শাস্ত্র বিরুদ্ধ দোষে দুষী হওয়া কোনমতে স্পৃহনীয় নহে। কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি, সামাজিক নিয়মাধীন থাকিয়া, ঐপ্রকার দুঃসহ কঠোর নিয়ম দৃঢ়তর রাখা ন্যায়বান হৃদয়জ্ঞ সমদর্শী ব্যক্তি মাত্রেরই অনভিপ্রেত। অতএব জ্ঞানশূন্য অদূরদর্শীগণের অত্যাচারের পথ বন্ধ ও ঐপ্রকার কুপ্রথা রহিত করিয়া এবিষয়ে স্ত্রী পুরুষ সকলের পক্ষেই যাহাতে তুল্যরূপে অধিকার স্থিরতর ও নিয়ম প্রচলিত থাকিতে পারে, তদুপায় করিয়া দেওয়াই আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য।"

রাজা বলিলেন, "হে বিপ্রর্ষে! কুলঙ্গনাগণকে বিশ্বাস করিয়া নানা স্থানে স্বতন্ত্রভাবে গমনাগমনে এবং অন্যান্য বিষয়েও স্বাধীনতা প্রদান করা যাইতে পারে কি না? আর কি কারণ বশতই বা তাহাদের লজ্জা শীলতাদি বিনষ্ট ও স্বাভাবিকপ্রকৃতি দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে?

এবং তাহাদিগকে কি প্রণালিতেই বা শাসন করা কর্ত্তব্য ?” মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! আপনি বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ; আমি আপনাকে অধিক কি বলিব ? হে নৃপতে! যদিচ ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাদি স্ত্রী-লোকে পুরুষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়, তথাপি যাহাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে, মাত্র তাহাদিগকেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে ; নানা স্থানে স্বতন্ত্রভাবে গমনাগমনে এবং অন্যান্য বিষয়েও স্বাধীনতা প্রদান করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি দেখা যায় না ; কিন্তু যেস্থলে পুরুষের মন সম্পূর্ণ বিকশিত, আর স্ত্রীর মন নিতান্ত সঙ্কোচিত সেস্থলে এ দুয়ের বিশ্বস্ত-সূত্রের মিলন নিশ্চয়ই অমঙ্গলাকর হয়। স্ত্রী লোকের সরল মনে যতটুকু বুঝিতে পারে, মাত্র ততটুক বিশ্বাস করিলে ক্ষতি নাই। বিবিধ বিদ্যায় বিদ্যাবতী, শিক্ষিতা বুদ্ধিমতি হইলেও যদি পাপপরায়ণা প্রবৃত্তির বশীভূতা হয়, তাহা হইলে ও ঐ প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাঁহারা অবসর থাকিলে, সুযোগ পাইলে, অজ্ঞানতার আশ্রয়ে প্রবৃত্তি দমনে অকৃতকার্য্য হইয়া কি না করিতে পারে ? সুরুচী, প্রমোদা, চণ্ডী, কৈকেয়ী এবং শূর্পনখা প্রভৃতিই ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। তাহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে, আধুনিক সুখ ভোগাভিলাষিণী স্বাধীনা ললনাগণের ছলনা অবলোকন করিলে, কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তির অন্তর ব্যথিত না হয় ? দুঃশীলা, উদ্ধতস্বভাবা, প্রগল্‌ভা, বিলাসাসক্ত যৌবনোন্মাদিনী কামিনীগণ অসৎকর্ম্ম করিতে কদাপি

ভীতা, কুণ্ঠিতা বা লজ্জিতা হয় না; ইহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। প্রথমত জানকী মূর্ত্তিতে মনস্তুষ্টি প্রদান করিয়া পরিশেষে কৈকেয়ী বা শূর্পণখা মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বনাশ করিতে বিচিত্র কি? এইরূপ স্ত্রীর সহবাস সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।" রাজা বলিলেন, "হে দেব! বিনাকারণে স্বতই কি রোগীর রোগোৎপন্ন হয়, না অনিয়ম কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে?" মুনি বলিলেন, "হে রাজন্! সকলের মনেই শোভানুভাবকতা ও সুখ ভোগেচ্ছা আছে এবং সকল প্রকার ইচ্ছাই অভ্যাসে বৃদ্ধি পায়। ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকের দোষ নাই; অনভিজ্ঞ অনুকরণের দাস যুবকগণও ইহার এক প্রধান কারণ। যুবতীদিগকে বিলাসের পুত্তলের ন্যায় নানা সাজে সাজাইলে, বিকারোদ্দীপক নাটকাদি পড়িতে দিলে, সর্ব্বদা তোষামোদ ও অসদালোচনা বা কুসংসর্গে বাস করিলে সুমতি সুকুমারীর মনেও বিকারোদ্দীপ্ত হইতে পারে। পরিশেষে নীতি, ধর্ম্মোপদেশ বা কঠিন শাসনাদি দ্বারাও তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় ন্যায় পথে আনয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অভিনব বিদ্যাভিমানী যুবকগণ নানা বিদ্যায় বিভূষিত এবং বক্তৃতায় বিচক্ষণ হইয়াও সুরাপান করিবে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া বিবিধ কুক্রিয়ান্বিত হইবে, স্ত্রীকে অপরিচিত পুরুষেরসহিত অসতর্ক ও নির্লজ্জভাবে আলাপে প্রবর্ত্তিত করাইতেও ত্রুটীকরিবেনা, স্ত্রী-চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না, স্বীয় চরিত্রের প্রতি উদাসীন হইবে, ইত্যাদি নানা প্রকার অবৈধ ব্যবহারও যে স্ত্রী-চরিত্র পঙ্কিল ও কলুষিত এবং তাহাদের লজ্জাশীল-

তার ব্যাঘাত হওয়ার প্রধান কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব প্রথমাবধিই তাহাদিগের কোন প্রকার দোষ দৃষ্ট হইলে, সময়ান্তরে যথোচিত শাসন করিবে; নীতি উপদেশ দ্বারা ও সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক ভবিষ্যতের পক্ষে সতর্ক করিয়া দোষাদোষ বুঝাইয়া দিবে। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা ও মিষ্ট বাক্যদ্বারা সতত ভার্য্যাকে পরিতুষ্ট রাখিবে। সর্ব্বদা শাসন, সর্ব্বদা ভয় প্রদর্শন বা সর্ব্বদা কঠিন ব্যবহার করিবে না। যথোপযুক্ত সুশাসন ও ভয়প্রদর্শন না করিলে অবাধ্য ও দুর্ব্বিনীতা হয়; সর্ব্বদা শাসন বা সর্ব্বদা কঠিন ব্যবহার করিলে তাহাদের মনের উৎসাহ, প্রফুল্লতা এবং তেজস্বীতা বিনাশ পায়।"

নরপতি, মহর্ষিপ্রমুখাৎ নানাবিধ সদুপদেশ শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "দেব! মানবগণ কি কারণে স্বভাবত ধার্ম্মিক, অজ্ঞান, মূর্খ, পণ্ডিত, অধর্ম্মপরায়ণ ও নিরোগী, চিররোগী, বলবান এবং দুর্ব্বল ইত্যাদি বিবিধ রূপে পৃথিবীতে নানারূপ অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া, অকালে কালকবলে নিপতিত হইতেছে? এবং পিতা মাতার শারীরিক অবস্থা ও মানসিক প্রকৃতি প্রত্যেক সন্তানে সমভাবে লক্ষিত না হইবারই বা কারণ কি? কৃপাবলোকনে এই সমস্ত বিষয় যথাতত্ত্ব বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।" পুণ্যকর্ম্মাগণবরেণ্য পরমর্ষি দ্বিজোত্তম গর্গাচার্য্য, ভূপতি কর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া বলিলেন, "হে রাজর্ষে! আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয় পরম গুহ্যতর ও কল্যাণপ্রদ, কিন্তু রাজন্! কেহই

এসমস্ত বিষয় নিশ্চিতমতে বর্ণন করিতে পারে না। অতএব মানব জন্মতত্ত্বানুসারে, কোন্ সময় জন্ম ধারণ করিলে এবং ইন্দ্রিয় সংযত ও বশীভূত না রাখিলে কিরূপ ফলাফল লাভ হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি দমন ও পরিচালনাদি সম্বন্ধে একদা মহাদেব, কার্ত্তিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, আপনার প্রতি প্রীতিনিবন্ধন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।”

“সচরাচর প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে যে,—বীজ সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ, সুলক্ষণ সম্পন্ন ও সুপক্ক না হইলে অথবা কুস্থানে স্থিত হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষাদি যেমন স্বাভাবিক সুন্দর ও সতেজ হইতে পারে না, বীজ ক্ষত বা নিস্তেজ হইলে কি সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হইলেও তাহা কুস্থানে বপন করিলে বৃক্ষাদি তেজহীন ও অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রাণিগণের জন্ম বিষয়েও এই প্রকার নিয়ম। অল্প বয়সে, দুর্ব্বল বা পীড়িতাবস্থায়, অসময়ে কিংবা অপবিত্র অবস্থায় সন্তান হইলে সেই সন্তান কথনও দৃঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবি ও নিরোগী হইতে পারে না, বরঞ্চ অল্পকালেই জরাগ্রস্ত ও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। কেবল মূঢ়তা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতাই ইহার মূল কারণ। পরম সুহৃদ কাম, ক্রোধাদি যখন, আমাদের অজ্ঞতা ও মূঢ়তা নিবন্ধন বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে, তথনই তাহাদিগকে কুপথগামী রিপু বলা যায়; অতএব জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ক-

রিয়া ঐশ্বরিক বিধান যতদূর জানা যায়, তাহাতে একান্ত বিশ্বাস করিয়া তদনুসারেই চলা উচিত। এক বৃত্তির প্রয়োজনানুরোধে অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে যে কোন কার্য্যে এক বৃত্তির প্রবৃত্তি ও অপরাপর বৃত্তির নিবৃত্তি থাকে, সেস্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কার্য্য করিবে। একটী প্রদীপ হইতে অন্য একটী প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইলে, যেমন প্রথমোক্তটির হানি হয় না অথচ শেষোক্তটীও তদ্রূপই তেজ ধারণকরে, সেইরূপ জনক জননীর পূর্ণ বয়সে, সুস্থ সময়ে, পবিত্রাবস্থায়, সুসময়ে যাহারা জন্ম ধারণ করে, তাহারাই সুখী, নিরোগী, দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ট হইতে পারে। পিতা মাতার, (বিশেষত মাতার) শারীরিক মানসিক, নৈমিত্তিক গুণ, দোষ ও স্বভাব এবং গর্ভসঞ্চার কালে যে সকল মনোবৃত্তি অধিক প্রবল থাকে, সন্তাগণ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ট হয়। দুর্ব্বলতা, বলাধিক্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ও অঙ্গবৈলক্ষণ্য প্রভৃতির ন্যায় দয়া, ক্ষমা, কাম, ক্রোধ ভক্তি, বিনয়, শীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান ইত্যাদি পুরুষানুক্রমে প্রায় একই প্রকার দৃষ্ট হয়। পিতা মাতার বৃত্তি বিশেষের স্বভাবসিদ্ধ প্রবলতা দ্বারা এই নিয়মের অন্যথাচরণ হইতেও পারে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব উল্লিখিত নিয়মের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া গর্ভসঞ্চার কালে জনক জননীর মনোবৃত্তি সকল স্থির ও প্রকৃতিস্থ রাখা কর্ত্তব্য। পিতা মাতার অসুস্থ সময়ে, অপবিত্রাবস্থায়, অকালে, ঋতুর নবম দিনের পূর্ব্বে

কি দিবাতে অথবা প্রথমরাত্রে যাহারা জননী জঠরে জন্ম ধারণ করে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে সুখী, দীর্ঘায়ু, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, নিরোগী ও ধার্ম্মিক হইতে পারে না। বস্তুত শারীরিক অবস্থা ও মানসিক প্রকৃতি, সন্তানোৎপাদনের নিয়ম, বাস্তু ভূমির গুণ, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং যথোচিত সুশিক্ষার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুসময়ে জন্মধারণ ও সমুচিত সুশিক্ষার ব্যতিক্রম হইলে কাহারও চরিত্র সুসংস্কৃত হইতে পারে না। ভূমি যেমন সময়ানুসারে যথোচিত কর্ষণ না করিলে এবং নির্দ্দিষ্টকালে জল, তেজ, ও আলোকাদি না পাইলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে না, বরং অনুর্ব্বরতাই প্রাপ্ত হয়, আমাদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্বন্ধেও এই প্রকার নিয়ম বটে।"

"হে রাজন্! ঈশ্বর কাহারও সুখ বা দুঃখের বিষয়ীভূত কারণ হননা। বিশ্বপতির নিয়ম পালন করিলেই সুখ শান্তি আর তাহা লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ অশান্তি ঘটিয়া থাকে। বিশ্বনাথের এই অখণ্ড নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ঈশ্বর জীবপ্রবাহ রক্ষা করিবার জন্যই কাম রিপুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার এই নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক যৌবনমদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ইন্দ্রিয়বশতা নিবন্ধন পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলে; স্বীয় জন্ম বার, তিথি ও নক্ষত্রে; চতুর্দ্দশী, অমাবশ্যা, পূর্ণিমা, প্রতিপদ, সপ্তমী, অষ্টমী প্রভৃতি অগম্য তিথিতে; ঋতুর চতুর্থ দিনের পূর্ব্বে, অসুস্থ সময়ে কালাকাল বিবেচনা শূন্য হইয়া সর্ব্বদা স্বেচ্ছানুসারে অপরিমিত রূপে অথবা স্বাভাবিক নিয়মের বৈপরীত্যে শুক্রক্ষয় করিলে

জীবনোপযোগী শক্তিক্ষীণ, ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নকায়, নির্বীর্য্য হইয়া নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়, রোগ ও শোকের কারণ হয়; দুর্ব্বলতা, ক্ষয়কাশ, জরাজীর্ণতা ও মস্তিষ্কপীড়া প্রভৃতি বহুবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগের কারণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ক্রমশ জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া অকালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত ও অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়। ধর্ম্মের শাসন অবহেলন পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তিপিশাচির বশীভূত হইয়া মোহহ্রদে নিমগ্ন হইলে, তাহার হৃদয়ভাণ্ডার কখনও শান্তিরসে আর্দ্র থাকিতে পারে না; অন্তঃকরণ গরলময় নরক সমান হয় এবং প্রাণ ঘাতিনী দুশ্চিন্তা তাহার চিত্তকে অহর্নিশ পেষণ করিতে থাকে, হে রাজন্! এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযত ও বশীভূত রাখিবে; অনুপযুক্ত কালে মন্মথের আবির্ভাব হইলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্ঞাবলে বাধা দিবে, নতুবা দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতেই হইবে। অকালে মনোভবের আবির্ভাব হওয়া মাত্র অন্যান্য চিন্তা, সদালাপ বা শরীর সঞ্চালন ও পরিশ্রম করিয়া মনের চাঞ্চল্য অপনীত করিবে; কদাচ মনে মনেও ব্যভিচার করিবে না। হে রাজন্! আর কি বলিব? যাহা যেরূপ অবগত আছি তৎসমস্ত বলিলাম, এইক্ষণ গমন করি। মঙ্গলময় মহেশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন।" এই বলিয়া পরমর্ষি গর্গাচার্য্য তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নরপতি পরীক্ষিৎ রাজকার্য্য সমাপনান্তে সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমান্ সত্যভাষী নরপতি পরীক্ষিৎ, কুরু বংশ ক্ষীণ হইলে সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি রাজধর্ম্মকুশল, আত্মবান্, মেধাবী, ষড়্বর্গজেতা ও নীতি শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। একদা বিরাটরাজ-তনয়া স্বীয়মৃত্যুকাল সম্মুখীন জানিয়া পুত্রকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস! আমার তৃতীয় কাল গত হইয়াছে, চরম কাল আসন্ন প্রায়, অতএব এখন আর মায়ামোহে ব্যাপৃত থাকিয়া পর কালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে উচিত নহে। যেহেতু মনুষ্যজীবন অনিত্য, কোন্ সময় চরমকাল উপস্থিত হইবে নিশ্চয় নাই, একারণ জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধনে অনুরক্ত থাকি, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। পুত্র বয়স্থ হইলেও তাহাকে সতত উপ দেশ প্রদান এবং তাহার অন্যায় দর্শন করিলে তিরস্কার দ্বারা শাসন করা পিতা মাতার বিধেয়। পুত্র গুণ রাশি ভূষিত ও যশো ভাজন হয়, ইহাই পিতা মাতার অভিলাষ, এজন্যই পিতা মাতা পুত্রকে সর্ব্বদা শাসন করিয়া থাকেন। আমি সেই চির প্রচলিত প্রথানুসারে তোমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও রাজনীতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস! দেখ, জগৎপাতা জগদীশ্বর এই সজল স্থল স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূমণ্ডল এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, প- তঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি ভূচর খেচর, জলচর উভচর প্রাণী ও

নানাবিধ অপ্রাণী পদার্থ সৃষ্টি করণান্তর প্রাণীগণ মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভে অধিকারী করিয়াছেন বলিয়াই 'মনুষ্য' নামের এত গৌরব হইয়াছে এবং মনুষ্যজন্মকেই "দুর্ল্লভ-জন্ম" বলাযায়, কিন্তু শুদ্ধ সেই জ্ঞান দ্বারা কোনও কার্য্য সাধিত হয় না, শারীরিক শক্তি ও পরাক্রম সহ ঐ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিলেই ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিলেই সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়োলাভ হয়। ধর্ম্মই উন্নতি লাভের একমাত্র সোপান। ধর্ম্ম ও নীতি অনির্ম্মোচ্য রূপে সম্বদ্ধ; অতএব কদাপি ধর্ম্ম নীতি অবহেলা করিও না, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক বিশ্বপতির উপাসনা দ্বারা আত্মাকে স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত রাখা ধর্ম্মনীতি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিনয় এবং নিরীহ প্রকৃতি প্রধান, কিন্তু জীবনে তেজ না থাকিলেও ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, অতএব তৃণের ন্যায় বিনয়ী ও বজ্রের ন্যায় তেজস্বী হওয়া উচিত। ধর্ম্ম জীবন রক্ষার জন্য যেমন একদিকে বিনয় তেমনই অন্যদিকে তেজকে দৃঢ়তা সহকারে রক্ষা করিতে হয়। কার্য্য দক্ষতা, অপমানাসহিষ্ণুতা, শূরতা ও ক্ষিপ্রকারিতা এই কয়েকটী তেজের গুণ, ক্রোধ তেজের বিকার মাত্র। আপনাকে অভ্রান্ত জ্ঞান ও আপন মতকে ভ্রমশূন্য বিবেচনা করা মূর্খতার কার্য্য। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, চিত্তস্থৈর্য্যই শম, চিত্ত দমনই দম এবং শীতোষ্ণবৎদ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতার নামই ক্ষমা বলিয়া পণ্ডিত গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

"কেহই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না

ইহা ভাবিয়া লোকের অজ্ঞানত অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। দুরাগ্রহ গ্রহণেই লোক নিন্দা হয়, অন্যের সুমনোরথ ভঙ্গ করিলে স্বমনস্থ বৈপরীত্য হয় এবং বহুজন সহ কলহে বহু শত্রু হয়। যিনি কেবল মাত্র সুখ বা সুখ্যাতি, যশ বা কীর্ত্তির লোভে কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি সমাজ গৃহের একটি শূন্যগর্ভ কীটাকুলিত বাঁশের খুঁটিমাত্র। যিনি স্বীয় সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, তিরস্কার বা পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি পাত না করিয়া, কেবল কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়া থাকেন, তিনিই পরমানন্দে অকুতোভয়ে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করেন না, বিবেক ভক্তির অনুগত, অবিচলিত ন্যায়পরতা, মিতাকাঙ্ক্ষিতা ও অপক্ষপাতিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ যাঁহার নিকট বিদ্যমান আছে, যিনি বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে দমন ও যথা সময়ে পরিচালনসমর্থ; অধিকন্তু পুত্র স্নেহ বা দুঃসহ তীব্র দারিদ্র্যাবস্থার সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতেও যাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত করিতে নাপারে, যিনি নম্র প্রকৃতি মধুরভাষী তিনিই দেবলোক গমনে সমর্থ। বিলাসীর ন্যায় শরীরের বেশ ভূষায় অনুরক্ত, সুখের জন্য লালায়িত, দুঃখভয়ে ভীত, সম্পদে প্রফুল্ল, বিপদে বিষণ্ণ হওয়া প্রশংসনীয় নহে, বরং নিন্দনীয়। যে দুঃখ পরিণামে মঙ্গল প্রসব করে, লোকের তাদৃশ দুঃখ দূর করা দয়ার কার্য্য নহে, বরং স্থান বিশেষে ঐ দুঃখের বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায় পরতা এই তিনটী ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুমোদিত

কার্য্যই সৎকার্য্য, আর যাহা এই বৃত্তি ত্রয়ের অনুমোদিত নহে, তাহাই অসৎকার্য্য। পাপকার্য্য করিলে মনে স্বতঃই ক্লেশ উদয় হয়, অর্থাৎ আত্মগ্লানি ও মনোপীড়া পাইতে হয়, পুণ্য কর্ম্ম করিলে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। পাপ শরীর দ্বারাকৃত হউক, বাক্যে কথিত হউক বা মনেচিন্তিত হউক কোন রূপেই তাহার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি নাই। আপনি আপনাকে নিষ্পাপী বলিয়া না জানিলে শান্তি নাই। যখনই আত্মকৃতপাপ স্মৃতিপথে উদিত হইবে, তখনই অন্তর্দাহ উপস্থিত করিবে। কৃত পাপের জন্য ব্যবস্থাবিশেষ দায়ী নহে; ঘটনানুকূল্যে রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও প্রাকৃতিক দণ্ড অপরিহার্য্য; পাপজ দুঃখ নির্ম্মূল হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দরিদ্র বা ভিক্ষুককে আহ্বান্ পূর্ব্বক আনিয়া শেষে কহে 'আমার কিছুই নাই তুমি চলিয়া যাও,' যে ব্যক্তি ধন থাকিতেও লোভ প্রযুক্ত দান ও ভোগে বিবর্জ্জিত হইয়া পরে কহে 'আমার কিছুই নাই,' যে ব্যক্তি ধার্ম্মিককে দ্বেষ করিতেছে, আপনার পরামায়ু স্থির বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, কামাস্ত্রই দর্শন করিতেছে, কিন্তু যমের অস্ত্র দেখিতেছে না, পাপকর্ম্মে অবসন্ন হইতেছে না, কুকর্ম্মেও লজ্জিত হয় না, পরস্বাপহরণেও কুণ্ঠিত হয় না, বক্তৃতা করিতে পটু, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান শূন্য এবং যাহার কুক্রিয়াতে নিবৃত্তি নাই, কোন বিষয়ে অঙ্গীকারের স্থিরতা নাই সে নীচাশয় নরাধম, কদাচ প্রকৃত সুখের মুখাবলোকন করিতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। যে স্বার্থপরায়ণ নির্লজ্জ, ভৃত্য, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী প্রভৃতি ও আ-

শ্রিত দিগকে প্রদান নাকরিয়া, তাহাদের প্রত্যক্ষে স্বয়ং সুখাদ্য ভোজন করে, আত্মীয়গণের সহিত একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিতেও যে ব্যক্তি সকলকে প্রদান না করিয়া ভালসামগ্রী স্বীয় পোড়া উদরে নিক্ষিপ্ত করে; যে মূঢ়, আশ্রিত সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তী দিগকে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে নীচাশয় কৃতঘ্ন,মদ্যপায়ী,মর্য্যাদাভেদী, বৃষলীগামী সেই অকৃতাত্মা নিশ্চয়ই নানারূপ যন্ত্রণানল ভোগ করত চরমে রৌরব গামী হয়।"

"প্রত্যেক প্রাণীরই,আত্মা আছে, চেতনা আছে, সুখ দুঃখাদি আছে এবং সকলেই আপন আপন সাধ্যানুসারে স্বীয় জীবন রক্ষা করিতেছে, অত্রাবস্থায় স্বীয় অভিষ্ট সম্পূর্ণ করণার্থ প্রাণীহিংসা করিলে নিশ্চয়ই যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। যে যে কার্য্য দ্বারা জীবের যন্ত্রণা হয়, তাহা করা আমাদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বটে। প্রাণীগণ হত হইবার সময়ে যেপ্রকার আর্ত্তনাদ, অঙ্গবৈকল্য ও অশ্রু বিসর্জ্জন দ্বারা অন্তরের যাতনা প্রকাশ করে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া কাহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের সঞ্চার না হয়? দয়াবান্ ব্যক্তি পশু পক্ষী প্রভৃতির বধদশা দৃষ্টি করিয়া অবশ্যই কাতর হইয়া থাকেন। দেবোদ্দেশে-স্বীয় কল্যাণ কামনায় অথবা উদর পূর্ত্তি নিমিত্ত প্রাণীহিংসা বিহিত নহে। পৌরাণিক কোন২ মতানুসারে দেবোদ্দেশে প্রাণীহিংসা করার বিধান থাকিলেও তাহা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এই প্রচণ্ড নির্দ্দয় স্বভাব দূর করিয়া জীবের প্রাণঘাতকদিগের চরিত্র

যাহাতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্ত থাকিতে পারে, তদুপায় করিয়া দেওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। আমিষ ভোজন করিলে, ক্রোধ জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানাবিধ অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে, সুতরাং আমাদের পক্ষে মাংসাশীদের অনুকরণকর্ত্তব্য স্থিরকরা অতিশয় অদূরদর্শিতার কার্য্য। যদি সকল প্রাণীরই জীব বধ করিয়া উদর পূর্ত্তিকরা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহাহইলে তিনি মনুষ্যের সহিত তৃণ পত্র ভোজী পশুদিগের স্বভাব এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অনেক স্থানের আকৃতি বিষয়েও অনেক সাদৃশ করিয়া, মাংসাশী জন্তুগণকে তদ্বিপরীত ভাবে বিবিধ রূপে সৃষ্টিকরণান্তর, আমাদের জন্য ফল, মূল, শস্যের বীজ এবং অন্যান্য নানাবিধ উপাদেয় বস্তু সৃষ্টি করিতেন না। কেবল আমিষ ভক্ষণেই যদি বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হইত, তাহাহইলে তৃণ পত্রাহারী হস্তী, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি অত্যন্ত বলশালী হইতে পারিত না এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজী মহাত্মাগণ নিরন্তর স্বাস্থ্য সুখে সুখী থাকিতে পারিতেন না। স্থল বিশেষে আত্ম রক্ষা ও অনিষ্ট নিবারণার্থ জীব নষ্ট করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন দেবোদ্দেশে কল্যাণ কামনায় অথবা আমিষ ভোজনার্থ অকারণ জীব হিংসা করা বিহিত নহে।”

“যে ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র ও বৃষ্টিবৎ ক্লেশ ও যন্ত্রণারাশী মধ্যে পতিত হইলেও বিচলিত হয় না, যাহার সত্যে প্রীতি ও চাটুবাদে ঘৃণা আছে, যাহার আলস্যে বিরাগ ও পরিশ্রমে অনুরাগ আছে, তিনিই মনুষ্য নামের যোগ্য পাত্র। বিপদ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই বিপদকে ভয়ানক

জ্ঞান করিবে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র নির্ভয়চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বনে তৎপ্রতীকার বিধান করিবে। যে ব্যক্তি অমাত্য ও ভৃত্যবর্গকে প্রাণপণে রক্ষণাবেক্ষণ না করে, অধিকৃতবর্গের নির্ম্মল চরিত্রের প্রতিও দোষারোপ করিতে ত্রুটী করে না, তাহারা বিপদগ্রস্ত হইলেও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া অসহ্য কষ্টানুভব করাইয়া থাকে, তাহাদের সাধারণ ত্রুটীকেও গুরুতর জ্ঞান করিয়া তিরস্কার করে, তাহারা স্তুতি মিনতি করিলেও তাহাতে কর্ণপাত করে না, সর্ব্বদাই কঠিন ব্যবহার করিয়া থাকে, সে মানব নাম ধারণের অযোগ্য। ফলত আমরা অন্যের স্থানে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি, অন্যের সহিতও আমাদের সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের শুভ সাধন করা, শরণাগত ও বিপন্নজনকে প্রাণপণে নিয়ত রক্ষা করা, শিষ্টপালন ও দুষ্ট দমন করা এবং মিথ্যাপবাদ দাতার সমুচিত দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। আরও বলি, দেখ বৎস! এই পৃথিবীস্থ মানবগণের প্রত্যেকের পক্ষেই সমস্ত মাঙ্গলিককর্ম্মে দান্ত, জিতেন্দ্রিয় ও বাগ্মীপ্রবর, শীলবান ব্যক্তিকে পৌরহিত্য পদে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। যাহার অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অতি প্রবল ও ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তাহাকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিবে না। এইরূপ মিত্র হউক, ভৃত্য হউক বা অন্য স্বজন হউক কি কোন বিষয় ব্যাপারের অংশীই বা হউক, অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিলে বা তাহার উপর কোন গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট সংঘটিত হইবে।”

“আশার বিশ্বাস নাই; আশা এক পথে গমন করে, ঘটনা অন্য পথে যায়, অতএব কোনদিকেই আকৃষ্ট হইও না; কূর্ম্ম যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত এবং প্রয়োজনানুসারে প্রসারিত করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত ও তন্মধ্যে প্রবেশিত করেন, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে কেহই বিষয় বাসনাবিমুক্ত হইতে পারে না। বিবেকীব্যক্তি যত্নপর হইলেও ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক তাহার মনকে হরণ করে, কিন্তু সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানদ্বারা সংযত ও বশীভূত করিয়া আত্মপ্রসাদ অবলম্বন করিলে, সকল প্রকার দুঃখ বিনষ্ট ও পরমপদ লাভ হয়। যে যৎপরিমাণে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিবে, মঙ্গলাকর বিশ্বপাতা তাহাকে তৎপরিমাণেই সুখদান করিবেন। রৌদ্রের পর বৃষ্টি, গ্রীষ্মের পর বায়ুপ্রবাহ, অন্ধকারের পর আলোক যেমন প্রীতিকর, সেইরূপ বিচ্ছেদের পর মিলন, বিপদের পর সম্পদ, দুঃখের পরে সুখ অনির্ব্বচনীয় প্রীতিকর। দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ, দুঃখ না থাকিলে দয়ার সঞ্চার হইতে পারেনা এবং আমরাও কখন সুখানুভব করিতে পারিতাম না, এজন্য করুণাময় ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল ভাবিয়াই মধ্যে মধ্যে দুঃখ ও বিপত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন। বিপদে না পড়িলে লোকের মন একাগ্র হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করে না। শরীরের পক্ষে আহার যেমন প্রয়োজনীয়, আত্মার পক্ষেও তদ্রূপ ঈশ্বরোপাসনা আবশ্যকীয় বটে, কিন্তু মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ যেরূপ ভ্রান্তিসঙ্কুল ও দুর্ব্বল, তাহাতে তাহাদের

প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যকসমর্থ হওয়া কখনই সং
ভাবিত নহে, এবিবেচনায় মনুষ্যকে পশু অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য
বলিতে হয়। অমার্জ্জিত বুদ্ধিচালনা ও অযথোচিত বিদ্যা-
নুশীলনই ইহার একমাত্র কারণ; অতএব বৎস! প্রাকৃতিক
নিয়ম প্রতিপালনে সাধ্যানুসারে কখনও ত্রুটী করিও না।
ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল সঞ্চালন পূর্ব্বক বুদ্ধিনিষ্পন্নতত্ত্ব সকলের
অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যহ তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল সাধ্যানুসারে
প্রতি পালন করিবে; পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ
করিবে; তাঁহার অপার অনন্ত মহিমার প্রশংসাবিষয়ে চি-
ত্তার্পণ করিবে; তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া তদীয় নিয়ম প্রতি-
পালনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং প্রত্যূষে গা-
ত্রোত্থান করার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম স্মরণ ও তাঁহার অনি-
র্ব্বচনীয় অনন্ত মহিমার বিষয় চিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান
করিবে; রাত্রিতে শয়ন কালে ও নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে
তাঁহাকে ধ্যান ও তাঁহার স্তব পাঠ পূর্ব্বক তদীয় লীলাকৌ-
শল ভাবনা করিতে২ নিদ্রাগত হইবে। এই সমস্ত নিয়ম
পালন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, শত্রু বিনাশ হয়,
এবং রোগ, শোক, দুঃখ ভয়াদি তিরোহিত হইয়া থাকে।
দেখ বৎস! বিবেকসম্ভূত দয়া দানাদি রহিত যে পুরুষ তা-
হার যদি শৌর্য্য হয়, তবে সেই শৌর্য্যই সেই মনুষ্যের কুপ্র-
বৃত্তির কারণ হয়। অতএব যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইবে
তৎক্ষণাৎ তাহার শুভাশুভ বিচার পূর্ব্বক অশুভ কার্য্য বিবে-
চনার অধীন রাখিয়া শুভকার্য্য যত শীঘ্র হয় সম্পন্ন করিও।"

"কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে অথবা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে

একরূপ দণ্ডই ভোগ করিতে হয়। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার না করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়। অপরাধ জনক কোন কার্য্যের সহায়তা করিলে, সেই কার্য্য সাধন না হইলেও সহায়ব্যক্তির দণ্ডভোগ করিতে হয়। উপযুক্ত মতের মনোযোগ ও সতর্কতা পূর্ব্বক কোন ক্রিয়া বা কোন ব্যক্তির মঙ্গল ভাবিয়া উপকার জনক কার্য্য করিতে আপন অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দৈববশত অপকার হইয়া উঠিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। অপরাধঘটিত কোন কার্য্য সাধন করার উদ্দেশ্য ব্যতীত, কোন ব্যক্তি বিশ্বাস পূর্ব্বক কোন কথা বলিলে কথনও তাহার অভিপ্রায়ভিন্ন প্রকাশ করিবে না। বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে নম্রতা, সভায় বাক্‌পটুতা, যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ, যশোলাভে অভিলাষ এবং শাস্ত্রেতে আশক্তি এই সকল হিতোপদেশ কার্য্যে পরিণত করিও। ('তৃণ হইতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে') যে বিষ ভক্ষণে প্রাণ নাশ হয়, সংক্রামক রোগে তদ্দ্বারাই জীবন রক্ষা করিতে হয়; যেদ্রব্যে প্রাণ রক্ষা হয়, ঐকালে তাহা স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে ঈশ্বর কোন বস্তুই বিনা কারণে সৃষ্টি করেন নাই; অতএব কোন বস্তুই অযত্নে রাখা উচিত নহে। 'মনুষ্য জ্ঞান ভ্রান্ত' কিন্তু জ্ঞানের আলোচনাতেই ঐ ভ্রান্তি বিনাশ হইয়া থাকে। 'পর চিত্ত অন্ধকার' কিন্তু কার্য্য দ্বারা আন্তরিক ভাব গোপন থাকেনা, কোন না কোন সময় প্রকাশ হইয়াই থাকে। অতএব লোকের অন্তঃকরণ না জানিয়া মুক্ত কণ্ঠে কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করা

উচিত নহে। বিবাদ স্থলে জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন কথার উত্তর দিতে হইলে তৎকালে রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া প্রশান্ত চিত্তে পক্ষপাতরহিত ভাবে উত্তর দিবে। কোন্ পক্ষ জয়ী এবং কোন্ পক্ষ পরাজয় হইবার যে সম্ভাবনা তাহা, অথবা ঐকালে নিজের মতামত, কিংবা যেসকল সিদ্ধান্তের মতভেদ আছে সেই সকল স্থানে নিজেরমত নির্দ্দোষ, বলিবার প্রয়োজন নাই। আলঙ্কারিক শব্দ না বলিয়া সরল ও সহজ কথা দ্বারা স্পষ্ট অথচ সংক্ষেপে মাত্র জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিবে, কিন্তু ঐ উত্তর দ্বারা প্রশ্নের সমুদায় বিষয় প্রকাশ নাহইলে অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করা যাইতে পারে। অযথোচিত দয়াপরতন্ত্র হইয়া প্রকৃত উত্তর দানে বিরত হওয়া বিহিত নহে। নিষ্প্রয়োজনে বা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া (চাটুকারের ন্যায়) আপন ক্ষমতা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য স্বয়ং জানাইবার উদ্দেশ্যে কদাচ কোনকথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য নহে।"

"যে নরপতি স্বীয় অভ্যুদয় কামনা করেন, তাঁহার স্বদেশজাত, বিশুদ্ধ কুলাচার, রাজভক্তি নিঃস্বার্থতাদি গুণ সম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্যসনে আসক্তিশূন্য, ন্যায়বান হিতকামী মন্ত্রীর মন্ত্রণানুসারেই কার্য্য করা সমুচিত। কেবল মাত্র বীর্য্য বা আভিজাত্য দ্বারা পৃথিবী জয় করা নরপতির সাধ্য নহে। যে রাজা স্বেচ্ছাচারী না হয়েন ও স্বীয় সম্পত্তি সাধারণের উপকারার্থে নিয়মিত রূপে প্রয়োগ করেন, আর প্রজাগণকে কখনও অত্যাচার দ্বারা বশীভূত রাখিতে চেষ্টা নাপায়েন তিনিই 'রাজা' নামের উপযুক্ত। যে রাজা এতদ্বিপরীত

পথে গমন করেন তিনি দৈব নিগ্রহস্বরূপ ভয়ানক। নরপতি নিরন্তর দণ্ড সমুদ্যত করিয়া অবস্থিতি করিবে; স্বছিদ্র রহিত ও পরছিদ্রদর্শী হইয়া বিপক্ষের দোষানুসন্ধান করিবে; স্বীয় রাজ্যেই হউক অথবা পর রাজ্যেই হউক উৎকৃষ্টচর নিযুক্ত করিবে; পর রাজ্যেচর প্রেরণ করিতে হইলে ধর্ম্মভীরু, স্বরূপবাদী, পর বুদ্ধি ভেদী ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করিবে। কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিবে না। স্বীয় উদ্দেশ্যবিষয় পূর্ব্বাহ্ণে কাহাকেও জানিতে দিবেনা। দুর্ব্বলরিপুকেও উপেক্ষা করিবে না। শত্রু বিক্রম সম্পন্ন ও বুদ্ধিশীল হইলে তাহাকে অবস্থা বিবেচনায় আক্রমণ করিবে; অন্য সময় তাহার দোষ দেখিয়া শুনিয়াও যথাসাধ্য সহ্য করিবে এবং সময়ানুসারে সাম, দান ও ভেদ কি দণ্ড ইত্যাদি যুগপৎ অথবা প্রত্যেক উপায় স্বতন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে কোন উপায় দ্বারাই হউক তাহাকে দমন করিবে। ঐহিককল্যাণকামী মূঢ়চেতা শত্রুকে শান্তবাক্য, দান ও সরলতা দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিবে, তাহাতেও যদি সে সৎপথ হইতে বিচলিত হয়, তবে তখন তাহাকে ন্যায়দণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিনাশ করিবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া, বিচারব্যতীত সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া কোন নির্দ্দোষীকে দণ্ড প্রদান করিও না, করিলে তাহা ভয়ানক যন্ত্রণার কারণ হইবে। একশত দূষী ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী বলিয়া পরিত্যাগ করা হইতেও একজন নির্দ্দোষীকে দণ্ড প্রদান করা বজ্রপাতসদৃশ অধিক ভয়ঙ্কর হয়, অতএব সন্দেহ উপস্থিত হইলেই তদুৎপত্তির কারণানুসন্ধান করিবে,

তাহাতে আপনার ও অপরের অপকারের সম্ভাবনা থাকিবে, না। হে বৎস! ধনী দরিদ্রের উপর এবং বলবান দুর্ব্বলের উপর যে সকল অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা যেন কোন রূপে করিতে নাপারে, এবিষয় সতত সাবধান থাকিও"। রাজ্ঞী উত্তরা পুত্রকে এইরূপে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া পরিশেষে যোগ সাধন পূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলেন এবং রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ যাবতীয় প্রেতকার্য্য বিধিবৎ সম্পন্ন করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সম্পাদনান্তে, অন্তরে সঙ্কল্প বিবর্জ্জিত হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজা পরীক্ষিৎ ন্যায়বান্, দয়াশীল ও জনগণের কল্যাণপ্রদ ছিলেন। তদীয় রাজ্য শাসন কালে অহিংসারূপ ধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করিয়া ছিল। তিনি কাম রাগ বিবর্জ্জিত বিনয়ী ও জিতচিত্ত হইয়া সমভাবে সকল জীবদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তদীয় প্রিয়তমাদয়িতা মাদ্রবতী, ছায়াতুল্য পতির অনুগামিনী ও সখীতুল্য হিতৈষিণী হইয়া প্রীত ও অনুরক্তচিত্তে নিয়ত পতির চিত্তসন্তোষ উৎপাদনে কখনও ত্রুটি করিতেন না। রাজরাণী বলিয়া তাঁহার কোন অভি-

স্থান ছিল না। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই স্বহস্তে সংসারিক যাবতীয় কার্য্য যথাসাধ্য করিতেন। অবকাশ সময়ে পতির সহিত সমবেত হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তর্কবিতর্ক পূর্ব্বক স্থিরীকৃত করিতেন এবং প্রতিবাসীদের ভবনে যাইয়া রোগীকে পথ্য, দীনকে অর্থ ও ভোগীকে উপদেশ দিতেন; ইহাতে সকলেই তাঁহাকে মাতৃস্বরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

একদা নরপতি অমাত্যগণের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, সানন্দে নানা স্থান ভ্রমণান্তে সাগরতটে উপনীত হইয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র সৌন্দর্য্যাবলোকনে পরম আহ্লাদিত হইয়া অর্ণবযানারোহণে সাগরগর্ভে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সরিৎপতি, ঘোররূপ জলচরজীবগণের শব্দে রৌদ্র মূর্ত্তি, ভৈরবশব্দযুক্ত, গম্ভীর, অতলস্পর্শ, অপার আবর্ত্তপুঞ্জদ্বারা দুরবগাহ ও প্রাণীগণের ভীতিজনক। অব্যয় পয়োনিধি চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি বশত উদ্বর্ত্ত ঊর্ম্মিমালায় সমাকুল। উপকূলে আন্দোলিত অনিল দ্বারা চঞ্চল হওয়াতে ক্ষোভিত, স্থানে২ উদ্গত, কোথাও বা সমুন্নত হইতেছে; তাহাতে বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গরূপ কর প্রসারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে নৃত্য করিতেছে। সস্ত্রীক রাজেন্দ্র এই সকল অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য শোভা দর্শন করিতেছেন, এমনকালে অকস্মাৎ নীলবর্ণ জলদপটল, নভোমণ্ডলে সমাবৃত হইয়া অম্বর পথে বিদ্যুৎ প্রকাশপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রতিইযেন

নিরন্তর অতীব রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরমাদ্ভূত মেঘরাজি ভীষণনিনাদে অবিরল সলিলধারা বর্ষণ করাতে নভোমণ্ডল প্রলয় কালের মত অনুভূত হইতে লাগিল। ঘোর ঊর্ম্মি দ্বারা, ভীষণ ঘনঘটানির্ঘোষ দ্বারা, বিদ্যুৎপুঞ্জ দ্বারা, অনিল দ্বারা এবং কম্পন দ্বারা গগনমণ্ডলে প্রলয় কাল সমুপস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধরণীর অনেক স্থান সলিলোর্ম্মি দ্বারা সমাবৃত হইয়া উঠিল, সুতরাং নরপতি তথায় আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় অতৃপ্তমনে অগত্যা শ্রান্তিদূর মানসে এক তপোবনে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। তপোবনের যাবতীয় স্থানই বিচিত্র ফল কুসুমে শোভিত; স্থানে২ কমল কোকনদ শোভিত বিমল সলিলপূর্ণ হ্রদসমূহে সমাবৃত; চতুস্পার্শে পুষ্পিত দ্রুমলতা বিরাজিত। তথায় নানা পাদপমণ্ডলি উন্নতশাখ হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে, কোথাও বা ফল মুকুলে অবনতশাখ হইয়া ইতস্ততঃ দুলিতেছে; তত্রত্য বহুবিধ পাদপ সমূহ অনিলভরে আন্দোলিত হইয়া সমন্তাৎ কুসুমপুঞ্জ বর্ষণকরাতে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইতেছে। বিগহ বিহগী নিজ২ কুলায় বসিয়া সুমধুর স্বরে বনভাগ পুলকিত করিতেছে। তপোবনবাসী সকলে একাগ্রমনে অনাদি অনন্ত পুরুষের পবিত্র নাম গান করিয়া বিমলানন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছে। যাহা দেখা যায় তাহাই আমোদপূর্ণ, হৃদয়ের অপূর্ব্ব প্রীতিকর। রাজেন্দ্র তপোবনের এই সমস্ত প্রাকৃতিক শোভা অবলোকন করিয়া মনে২ পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কি গগনে, কি অরণ্যে, কি গিরিশিখরে সর্ব্বত্রই প্রীতি

পূর্ণবস্তু সমূহ ভিন্ন২ বেশে বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কেহ না বলিলেও দর্শকের হৃদয়ে প্রীতিপুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে। সর্ব্বস্থানই দর্শন রমণীয়, শিব জনক, পবিত্র ও মনের প্রীতিপ্রদ এবং কলকণ্ঠ কোকিলের কুহরবে নিনাদিত, উন্মত্ত ষট্‌পদকুলের গুণ্২ রবে সমাকুল। সস্ত্রীক ভূপতি চৈত্ররথ কাননের ন্যায় সেই বিচিত্র রমণীয় তপোবনে উপনীত হইয়া শান্তিলাভ করত পরমানন্দে তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক যথাকালে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এমনকালে রাজ্ঞী বলিবলিলেন, "নাথ! আপনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও কেবল দান, যজ্ঞ, দেবার্চ্চনাদিতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেছেন। দেখুন, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, 'স্বামী স্ত্রীকে সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ দিবেন; আপনি যে ধর্ম্মানুরাগী তৎপ্রতি পত্নীর মানসিকগতি যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সতত যত্নপর থাকিয়া, তাহার অন্তঃকরণের অজ্ঞানতা-অন্ধকার বিনাশ পূর্ব্বক, কুসংস্কার-কণ্টকীলতা উন্মূলিত করত জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত করিয়া দিবেন এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি যেরূপে ভক্তি, শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিবেন। নতুবা যিনি কেবল ইতরেন্দ্রিয় সুখলালসায় অথবা পরিচর্য্যাহেতু পাণি গ্রহণ করেন, তিনি কদাচ স্বামীর ধর্ম্ম পালন করেন না, তন্নিবন্ধন ধর্ম্ম সন্নিধানে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবেন।' অতএব আপনি আমার অভিপ্রেত বিষয় সমস্ত যথাতত্ত্ব বর্ণন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" নরপতি

মহিষীর বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কর গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার এই সুচারু প্রশ্নসূচকমধুর বাক্যে অতিশয় প্রীত হইলাম। দেখ জপ, তপ, ক্ষমা, দান এবং দেবার্চ্চনাদি করিলেই ধর্ম্মকার্য্য করা হয়। প্রাণীবধ, অসত্য কথন, নিন্দা, প্রতারণা, হিংসা ও গর্ব্ব প্রকাশ প্রভৃতি অকার্য্য করিলেই পাপ কর্ম্ম করা হয়। দেখ তপ, দান, শম দম, লজ্জা সরলতা ও সর্ব্বজীবে অনুকম্পা এই সাতটীই স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। যে ব্যক্তি অকার্য্য করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি এই স্বর্গপথের বিপরীতে গমন করে, তাহার অক্ষয়লোক বিনষ্ট হয়। এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে গেলে প্রথমত কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত কেহই এপথের পান্থ হইতে পারে না। যে মহাত্মা কুসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়বশীকরণ পূর্ব্বক সাধু সঙ্গাবলম্বনে এই নিত্যানন্দ পথের পথিক হইতে পারেন, তিনি জলে, স্থলে, লোকালয়ে, বিজনে, দিবাতে কি নিশীথ সময়ে সকল অবস্থায় সর্ব্বত্রই নিরুপম আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। যেমন বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর যত নিকটবর্ত্তী, ততই তাহাতে উত্তাপ ও ঝটিকাবেগ অধিক দৃষ্ট হয় কিন্তু যত ঊর্দ্ধ ততই শীতল ও স্থির, ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রেও সেই রূপ, যত নিম্নতর প্রদেশে সাধক অবস্থিতি করেন ততই অধিক উত্তাপ ও চঞ্চলতা, কিন্তু যতই ঊর্দ্ধমুখে তাহার গমন ততই শান্তমূর্ত্তি, সৌম্যতা ও মনেরশীতলতা লাভ হয়। ব্রাহ্মণত্ব, কি দেবত্ব, কি ঋষিত্ব, কি বহুদর্শিতা এই সকল কিছুতেই ঈশ্বরের প্রীতি জন্মাইতে পারে না; দান, কি যজ্ঞ, কি

শুদ্ধাচার, কি ব্রত ইহাও তাঁহার প্রীতিকর নহে; ('সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তাঁর দাসী') কেবল নির্ম্মল সরলভক্তি যোগেই তাঁহাকে প্রীত করাযায়, ভক্তি বিনা আর২ বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাঁহার অধীন, সেই সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ অযাচিত দয়াবান পরমেশ্বরে ভজনা কর। দুঃখ ক্লেশ অসহ্য হইলে কি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ঈশ্বর চিন্তাভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। তখন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার প্রতি নির্ভর রাখিয়া তাঁহাকে ডাকিলেই শ্রান্তি দূর হয় ও আত্মা আশ্বস্ত হয়; অতএব তখন, দয়াময় দীনবন্ধো! আমি মৃত্যুমুখে চলিলাম, যেন ঐ চরণ দেখিতে পাই; দুঃখ ক্লেশ আরত সহ্য করিতে পারি না, জগন্নাথ! আমার রক্ষাকর্ত্তা কেবল তুমি; কোথায় বিপদ ভঞ্জন! রক্ষা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর,— ইত্যাদি বলিয়া ডাকিও, স্মরণ করিও। অপূর্ণমনুষ্য সম্পূর্ণ ঈশ্বরধ্যানে অসমর্থ হইলেও তচ্চিন্তাজনিত ফললাভে বঞ্চিত হয় না। নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা করিলেই মন ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়, ঈশ্বর নিষ্ঠতাকেই শমগুণ কহে; শমগুণ হইতেই কর্ত্তৃত্বের নাশ ও বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়। যোগী অপেক্ষা বিবেকীর আশু ফল লাভ হয়। কর্ম্মফল ত্যাগে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বর একমাত্র কর্ত্তা, জীব তাঁহার দাস, মনুষ্য এক প্রকার সৃষ্ট বস্তু মাত্র; ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূলে কিছুই হইতে পারে না; এই জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়া আবশ্যক। যিনি সৎকার্য্যের পুরস্কার ও অসৎকার্য্যের তিরস্কার হইতে অন্তরিত তিনিই নিরন্তর শান্তির নিকেতন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই

তিনটী গুণ ; সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিনটী গুণের কার্য্য, এই তিনগুণ ও গুণত্রয়মূলক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াই সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার চরম কর্ত্তা এক। আমরা কেবল অবিদ্যা মায়ার ছলনাতেই আপনাকে ঐ ত্রিগুণশালী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি ; বাস্তব এই জ্ঞান ভ্রান্তিসঙ্কুল। যিনি এই ভ্রমোচ্ছেদ সাধনে সমর্থ তিনিই নিস্ত্রৈগুণ্য"। উত্তমগুণ ও প্রাধান্যশক্তি দর্শন করিলেই মনে ভক্তির উদয় হয়। আমরা যে চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা, শ্রবণ, জিহ্বাদ্বারা স্বাদাস্বাদন, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ, পদদ্বারা গমনাগমন ও হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতে পারি আমাদিগকে এই সমস্ত শক্তি সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর দিয়াছেন। আমাদের যে২ ইন্দ্রিয় ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন তিনি তাহাই দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে রহিত করিতেও পারেন ; কিন্তু তিনি তাহা করেন না। দেখ, আমরা লোকের নিকট অপরাধ করিলে সে শাস্তি দেয়, কিন্তু আমরা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূলে কত শত গর্হিতাচরণ করিতেছি, তথাপি তিনি শাস্তি দেন না ; বরং নানাবিধ উপায়ে নিয়ত রক্ষাই করিয়া থাকেন। তাঁহার নামে দুর্ব্বল বল লাভ করে, ভীরু সাহস অর্জ্জন করে, হতাশ আশ্বস্ত হয়, মুমূর্ষু জীবন পায় ; তিনি দীনবন্ধু কল্পতরু। আমরা কত অপরাধ করিতেছি, তবু তিনি এক সময়ের জন্যও তেজ, জল, বায়ু ও খাদ্য ইত্যাদি হরণ করেন না! গ্রীষ্মে তাপিত হইলে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, রৌদ্রে উত্তাপিত হইলে বারি বর্ষিত হয়, এই সমস্ত তাঁহার নিঃস্বার্থ-

দয়ার কার্য্য। জল, তেজ, বায়ু ও খাদ্য ইত্যাদি ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না, এজন্য তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অদৃশ্য-ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, আমাদের যখন যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই প্রদান করিতেছেন। কে বলিতে পারে 'আমার প্রয়োজনীয়বস্তু পৃথিবীতে নাই!' শরীরের আভ্যন্তরিক কার্য্য প্রণালী পর্য্যালোচনা কর, চিন্তাকর; দেখ, কিরূপ আশ্চর্য্যকৌশলে রক্ত, জল, বায়ু ইত্যাদি পরিচালিত হইতেছে, জরায়ুশয্যায় জীবের অবয়ব গঠিত, রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য সাধন করিতেছে। শোক, দুঃখ, পরিতাপ দুশ্চিন্তাদি উপস্থিত হইলে মনোমধ্যে কে শান্তিবারি সিঞ্চন পূর্ব্বক আমাদিগকে উপায়ান্তর অবলম্বনের পথ প্রদর্শন করাইয়া আশ্বস্ত করিয়া থাকে। আরও দেখ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে; আমাদের সুখবৃদ্ধি ও দুঃখ অপনীত করিবার নিমিত্তেই যথাকালে ঋতু সকল পরিবর্ত্তন এবং প্রকৃতির নানারূপ সৌন্দর্য্যালোক বিকাশিত হইতেছে; ভূমিতে উদ্ভিজ্জ ও নানাবিধ শস্যোৎপন্ন হইতেছে, নানারূপ বিচিত্র পুষ্পাদি বিকশীত হইতেছে, সৌরভে মন বিমোহিত হইতেছে। বিহঙ্গপালকের বিচিত্র গঠন, নানাবর্ণে রঞ্জিত শোভা দর্শন করিয়া কে না পুলকিত হয়? এই সমস্ত কাহার ইচ্ছামতে কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে? চিন্তাকর, অবশ্যই প্রেমময় দয়াময় বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি ভক্তি সঞ্চার হইবে। তাঁহার নামে সমন দূরে যায়; রোগ, শোক, দুঃখ ভয়াদি বিদূরিত হয়। ইতি-

হাস আলোচনা পূর্ব্বক দেশ বিদেশের মানবপ্রকৃতি পর্য্যা-লোচনা, ভূগোলবিদ্যা আলোচনা করিয়া অবনীগর্ভে গমন, জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিয়া অন্তরিক্ষে বিচরণ এবং পদার্থবিদ্যাদি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া ঈশ্বরের প্রেম সমুদ্রে অবগাহন কর, দেখ দেখি প্রেমেতে, ভক্তিতে আনন্দেতে মন তদ্গত হয় কি না ? ভক্তি--স্রোত উচ্ছলিত হইয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় কিনা ? অভ্রভেদী তুষার মণ্ডিত হিমাচল শৃঙ্গে, বা সুবিস্তীর্ণ প্রশান্ত সুনীল সাগরবক্ষেঃ উপ-নীত হইলে, অথবা তাঁহার পূজাদি অহঃরহ নিয়মিত রূপে যেখানে হইতেছে তথায় গমন করিলে, তদীয় দষা চিন্তা ও প্রত্যক্ষ করিলে, সূর্য্য উদয় হইলে যেমন অন্ধকার আপনা আপনি চলিয়া যায়, তদ্রূপ তিনি হৃদয়ে উদয় হইয়া পাপঅ-ন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার নামে দুষ্টেরহৃদয় বি-কম্পিত হইয়া হস্তপদাদি স্তম্ভিত হয়। তিনি বিশ্বারাধ্য, যমের যম, কালের কাল, ভয়ের ভয়, বিপদের বিপদ, ভয়ানকের ভয়ানক। তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস ও নির্ভর থাকিলে, কিছুতেই অনিষ্ট করেতে পারে না। রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ এই প্রকাব নানাবিধ জ্ঞানোদ্দীপক সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদুষী প্রিয়তমার সহিত নানারঙ্গে ও কাব্য কৌতুকে স্বীয় রাজ্যে উপনীত হইলেন এবং নিত্যং বিমল-নিরুপমানন্দে সময় অতি বাহিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ অমাত্যগণের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থে বহির্গত হইয়া তটিনীতটে, নিবির অরণ্যে, পর্ব্বতে ও তপোবনে পরিভ্রমণ করিতে

লাগিলেন; এমনকালে একটি মৃগ রাজার সম্মুখে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজা মৃগকে দর্শন করিয়া বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং অমনি দ্রুতপদে তদনুসরণে ক্রমে গহন কাননে প্রবিষ্ট হইলেন; সেই বাণাহত-মৃগও পলায়ন পূর্ব্বক দৃষ্টি পথাতীত হইল। রাজা পদব্রজে অটবী মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে২ অনিয়ত পরিশ্রমে অতীব শ্রান্ত হইলেন, ঘর্ম্মে পরিচ্ছদ আর্দ্র, আতপ তাপে মুখমণ্ডল শুষ্ক, দৃক্পাত নাই; মৃগের পশ্চাতেই ধাবমান হইতেছেন। এই প্রকারে প্রায় দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইল, কিন্তু কোন ক্রমেই মৃগের অনুসন্ধান পাইলেন না। তদনন্তর সেই নিবিড়ারণ্য মধ্যে এক মহর্ষি তদীয় নেত্রপথে নিপতিত হওয়ায় তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া মৃগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৃষ্ণা নিবারণার্থ বারংবার জল যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন; কিন্তু, মহর্ষি তৎকালে মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। রাজা একে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে একান্ত প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার মহর্ষিকে নিরুত্তর ও স্থাণুর ন্যায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ঋষিকে মৌনব্রতাবলম্বী বলিয়া জানিতে পারিলেন না; এজন্য তখন তিনি ধনুষ্কোটি দ্বারা একটি মৃতসর্প উত্তোলন পূর্ব্বক সেই ঋষির স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ স্বীয় নগরে প্রস্থান করিলে, সেই ঋষিপুত্র শৃঙ্গী, তদীয়সখা নিকটে পিতার অপমান বৃত্তান্ত

শ্রবণে তপোবনে প্রত্যাগত হইয়া, পিতাকে তদবস্থ দর্শন পূর্ব্বক রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং সলিল স্পর্শ পূর্ব্বক,—'যে ব্যক্তি আমার নিরপরাধী পিতার গলদেশে শবপন্নগ সমর্পণ করিয়াছে, নাগপতি তক্ষক সেই পাপাত্মাকে সপ্তম দিবসে সরোষে তীক্ষ্ণবিশে দগ্ধীভূত করিবে।' এই বলিয়া অভিশম্পাত প্রদান করিলেন। অতঃপর মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইলে, তিনি তনয়কে রোষাবিষ্ট দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে পুত্র! মহীপতিকে অভিশম্পাত প্রদান করিয়া তুমি আমার প্রিয়কার্য্যকর নাই। এতাদৃশ অকার্য্য অস্মদ্বিধ তপস্বীগণের ধর্ম্ম নহে। আমরা সেই নরপতির রাজ্যে অধি বসতি করিতেছি। তিনি ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি রক্ষণাবেক্ষণ নাকরিলে, আমাদের যারপরনাই ক্লেশ হইত। তাহাহইলে আমরা কখনও এতাদৃশ সুখে ধর্ম্মাচরণ করিতে সক্ষম হইতাম না। আমরা ধর্ম্ম দৃষ্টি নরপতিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বিপুল ধর্ম্ম সাধন করিতেছি, সুতরাং আমাদিগের উপার্জ্জিত ধর্ম্মে ন্যায়ানুসারে রাজারও অংশ আছে। মহীপতি আমাদিগের প্রতি যাদৃশ আচরণই করুন না কেন, তদীয় অপরাধ ক্ষমা করাই আমাদিগের সমুচিত। হে বৎস! বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি সমস্তশাসনকর্ত্তা নরপতি না থাকে, তাহা হইলে এই জগতের প্রজালোক জলনিধি মধ্যে কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায় বিপর্য্যস্ত হয়। সাম্রাজ্য অরাজক হইলে যখন নানাবিধ দোষের উদ্ভব হইবে, তখন আমাদিগকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? আমার বোধ হয় সেই

রাজর্ষি অদ্য ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া এবং আমার মৌন-ব্রতের বিষয় অবগত ছিলেন না বলিয়াই এতাদৃশ কার্য্যা-নুষ্ঠান করিয়াছেন। বৎস! তুমি শম পরায়ণ হইয়া ক্রো-ধের নিবৃত্তিকর; কারণ, ক্রোধই যতিগণের দুঃখসঞ্চিত ধর্ম্ম হরণ করে। যে সকল মহাপুরুষেরা যোগৈশ্বর্য্যবান তাঁহাদিগের ক্রোধ সঞ্চার হইলে উহা ক্রমশই সংবর্দ্ধিত হ-ইয়া উঠে এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া থাকে। ক্রোধ মনুষ্যকে নাশও করে এবং বর্দ্ধনও করে; ক্রোধ হইতে শুভাশুভ দুই উৎপন্ন হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং বাচ্যাবাচ্য বোধ থাকে না, সে আত্ম-হত্যা করিতেও সক্ষম। ক্রোধোৎপন্ন হইলে যাঁহারা প্রজ্ঞা-বলে তাহার বাধা দেন, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে প্রকৃততেজস্বী বলিয়া থাকেন। আত্মরক্ষার স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্র হিংসা ও ক্রোধ ইত্যাদি পরিশূন্য হওয়াই আমাদের উচিত। সর্ব্বদা তেজ প্রকাশ করা উচিত নহে, সর্ব্বদা ক্ষমা করাও ভাল নয়। যিনি সর্ব্বদা ক্ষমা করেন, ভৃত্যগণ ও শত্রুবর্গ সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কেহই তা-হার নিকট নত থাকিতে চায় না। যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মৃদু বা দারুণ হয়েন তিনিই সর্ব্বকাল সুখী হইতে পারেন। তুমি ক্রোধপরায়ণ হইয়া ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কেন এই নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিলে? বৎস! ধর্ম্মরাজ্যে দীক্ষিত হইলে দ্বিজত্ব, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে বিপ্রত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে সমস্ত প্রাণীতে আত্মভাবজ্ঞানলাভ হইলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে।"

শৃঙ্গী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন এবং কহিলেন, "হে পিতঃ! আমি যে বাক্য বলিয়াছি তাহা অন্যথা হইবার নহে, যেহেতু আমি গল্পচ্ছলেও অণৃত বাক্য বলি না। গতানুশোচনায় এইক্ষণ আর কিছু হইতে পারিবেনা। আমি অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় যাহা করিয়াছি তজ্জন্য অনুতপ্ত হইতেছি। আপনি আমাকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির বিভিন্নতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।"

শমীক বলিলেন, "হে বৎস! যিনি সোপাধি ও নিরুপাধি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; যিনি সদাচারী, সংযতেন্দ্রিয়, শম, দমাদি বিশিষ্ট, স্বাধ্যায়ী, ব্রতশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ তিনিই ব্রাহ্মণ। সত্য, দান, ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্ম, শীলতা, আনৃশংস্য, তপ, ঘৃণা এই সকল সদ্গুণযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদিতে বিভিন্নতাসম্বন্ধে শাস্ত্র এবং যুক্তি তর্ক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে শূদ্রে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল বিদ্যমান আছে, আর যে ব্রাহ্মণে তাহা নাই, সেই শূদ্রও শূদ্র নয় এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহেন। ফলতঃ বংশ কখন জাতিনির্ণায়ক হইতে পারে না; কেবল আচার দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয়। সৎকার্য্যে সুখ, অসৎ কার্য্যে দুঃখ সকলের পক্ষেই তুল্যরূপে প্রতীয়মান হয়। বেদাদিতে ব্রাহ্মণের ন্যায় অন্যান্যের অধিকার নাই বলিয়া প্রাচীন কালীয় কোন২ গ্রন্থে উল্লেখ থাকিলেও সমদর্শী মহাত্মাগণ বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ এবং দেবার্চ্চনাদিতে সকলেরই তুল্য অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়া গিয়া-

ছেন যে, 'ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন অজ্ঞ মূঢ়চেতা ব্যক্তিরাই শূদ্র বলিয়া কথিত, সুতরাং ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদিগের ঐ সকল কার্য্যে অধিকার হইতে পারে না; পুরুষ যত দিন বেদে সংযুক্ত না হয়, তত দিনে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ধারণ করিয়া থাকিলেও) শূদ্র সমান থাকে; আর বর্ণ সকল রীতিমত সংস্কারাদি সম্পন্ন হইলেও যদি বেদাচার বহির্ভূত ন্যায় ধর্ম্মবিরোধী হয়, তাহা হইলে সঙ্করজাতিই সমধিক বলবতী হইয়া উঠে।' মহর্ষি বামদেব এবং বিশ্বামিত্র প্রভৃতির পূর্ব্বাপর অবস্থাদি স্মরণ কর। ব্রাহ্মণত্বলাভে বর্ণ বা অবস্থার কথা নাই, ধন বা পদমর্য্যাদার ফল নাই, ব্রাহ্মণ হওয়া কেবল গুণেরই পুরস্কার। ব্রাহ্মণ কুমার সহস্র কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও তিনি 'ব্রাহ্মণ' সকলের সম্মান ভাজন, আর অপর একব্যক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বর ভক্ত হইলেও অপূজ্য অস্পর্শ থাকিবেন, ইহা কি কখনও সঙ্গত হইতে পারে? হে বৎস! জিতেন্দ্রিয় হও, প্রেমিক হও, জ্ঞানী হও, কর্ত্তব্য পরায়ণ হও এবং উপাসনাশীল হও। ধর্ম্মের একপদ সাধন দাক্ষ্য, দানই একপদ যশ, সত্যই স্বর্গের একপদ সাধন, আপনং কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই তপস্যা, ধর্ম্ম মূঢ়তাই মোহ, আর মহত্বজ্ঞানকেই অহঙ্কার বলাযায়। আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক অন্যের সেবা কি নীচ বৃত্তিদ্বারা জীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম নহে। সুরা পান, হিংসা, দ্বেষ, অথবা অন্যের দাসত্ব করা এবং কাম ক্রোধাদির বশীভূত হওয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে। এই সকল অবৈধ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ, প্রেমের পথ, পবিত্রতার পথই ইহকাল

পরকাল সকল কালের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ। আরও বলি দেখ বৎস! ভক্ত, সাধক, প্রেমিক প্রভৃতি নাম উপার্জ্জন করিতে যাঁহাদের ইচ্ছা নাই তাহারা কখনও বাহ্যাড়ম্বরের জাঁক করেন না। যেখানে বাহ্যাড়ম্বরের জাঁক, যেখানে যত আস্ফালন সেখানে অন্তরে২ তত নীতি সম্বন্ধে দূষিত ভাব। বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয়তা জন্মিলে লোকের অন্তঃচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়। ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন, স্বপাক সাত্ত্বিক আহার অথবা পরিচ্ছদ বিষয়ে নিয়ম এবং শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন বাহিরে এই সমস্ত অনুষ্ঠান গুলিকে ঈশ্বরের সেবা স্থানে রাখিয়া, ব্যবহার ও চরিত্রের প্রতি উদাসীন হইলে নিশ্চয়ই অগতিলাভ হয়। মনে ভক্তি সঞ্চার হইলে বৈরাগ্য আপনা আপনিই উপস্থিত হয়। মনঃ সংযম ও কুপ্রবৃত্তিবশী করণ পূর্ব্বক নীচ ও অনিত্য বিষয় হইতে মনকে উচ্চ বিষয়ে লইয়া যাইতে না পারিলে একপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধন মাত্র করা হয়। অভাবাত্মকধর্ম্মসাধন অপেক্ষা ভাবাত্মক ধর্ম্ম সাধনই প্রশস্ত পথ।” মহর্ষি শমীক, পুত্রকে এবম্প্রকারে বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক গৌরমুখ নামে তদীয় এক শিষ্যকে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ সমীপে প্রেরণ করিয়া অভিশম্পাতের আদ্যোপান্ত সবিশেষ বিবরণ জানাইলেন। মহাতপা কুরুনন্দন রাজা পরীক্ষিৎ, অকস্মাৎ এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আসন্ন বিপদের বিষয় একবারও চিন্তা করিলেন না; কেবল স্বীয়পাপ কার্য্য স্মরণ করিয়াই যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইলেন। নির্ব্বাতসময়ে সরোবরের স্থিরসলিলে অকস্মাৎ শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন সমুদায়

জল চঞ্চল হইয়া উঠে, নৃপতির অন্তঃকরণও তদ্রূপ বিচলিত হইয়া উঠিল। আত্মবান্ সহিষ্ণু নরপতি মনের আবেগ সংবরণ পূর্ব্বক গৌরমুখকে বিদায় প্রদান করিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই মহর্ষি শমীকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত তদীয় প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌরমুখ প্রস্থান করিলে, মহীপতি উদ্বিগ্ন চিত্তে পুরোহিত ধৌম্য ও অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি মন্ত্রণা করিবেন কি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; এইক্ষণ কি উপায় অবলম্বন করিব, কে রক্ষা করিবে; ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, বিপ্রষি ধৌম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেব! উপস্থিত বিপদ অতিক্রম করার কোন পন্থা দেখা যায় না, যাহা হউক, মায়াময়পাঞ্চভৌতিক শরীরের নিমিত্তে শোক তাপ প্রকাশ করিলে ফল কি? এইক্ষণ মায়ামোহে ব্যাপৃত থাকা উচিত নহে; তপস্যাচরণ করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু দেব! লোকালয়ে অথবা বিজনে কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি বাহিত করা উচিত প্রকাশ করুন।" মহর্ষি ধৌম্য নরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে রাজন্! লোকালয়ে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করা প্রত্যেকের পক্ষেই বিধেয়। কারণ, প্রত্যেকেরই বাঁচিবার আশা, সুখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্তি এবং ঈশ্বর লাভে আসক্তি আছে; তাহা বলিয়া চিরকাল পৃথিবীতে বশতি করার

আয়োজন করা, কি আমিত সুখাদ্য উদরসাৎ কারিয়া অজীর্ণ গ্রস্ত হওয়া অথবা ঈশ্বরলাভাশয়ে লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে যাইয়া অনশনে অকাল মৃত্যু সংঘটন করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী আপনাকে অধিক কি কহিব। দেখুন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর মন ব্যতীত পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; আর পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ ইহারা পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চাত্মা। যাঁহার অনুগ্রহে এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে পৃথিবীতে বিচরণ ও বহুবিধ সুখভোগ করিতেছি, তিনিই প্রাণিগত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ ও মায়া সৃজন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনটী কাল নিরূপণ করিয়াছেন। মনুষ্যেরা প্রথমে প্রশান্ত বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে; দ্বিতীয়ে ধন উপার্জ্জন করিবে, গৃহী হইয়া সংসারের সুখাস্বাদন করত তৃতীয়ে বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিবে; তদনন্তর নির্জ্জন স্থানে যাইয়া যোগসাধন করিবে; সংসারে থাকিয়া ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত রাখিয়া, যখন যাহা কর্ত্তব্য ধর্ম্ম দৃষ্টে তৎসমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবে। বিশেষত এই স্থান সুখদ, আমোদপ্রদ; সুতরাং এই সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বিজনে গমন কিংবা অকালে ঐ পঞ্চমহাভূতকে বিকৃত করিলে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। কেবল ধন কিংবা যশোলাভেই জীবনকাল ক্ষয় করা যেমন অবিহিত, সেইরূপ উদাসীনভাবে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক

বনে বাস করা ও বিহিত নহে। সমুদায় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপ সমঞ্জসীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।”

রাজা বলিলেন, “হে দেব! দেখুন, বিষময়বিষয়ের এতাদৃশ আকর্ষণ শক্তি যে, উহাতে মানবগণের মন সহজেই আকৃষ্ট করিয়া ফেলে; মনুষ্যেরা যতই জ্ঞানবান মনীষাসম্পন্ন হউক না কেন, গৃহাশ্রমে সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযমন পূর্ব্বক মনকে বশীভূত রাখিয়া ইষ্টআরাধনা করিতে পারেনা। খেলাতে বাল্যকাল, ভোগাভিলাষে যৌবনকাল এবং জরা জীর্ণতাগ্রস্ত হইয়া বৃদ্ধকাল কাটাইতে হয়, সুতরাং প্রকৃত সাধন হইতে পারে না। একবার বিষয়াসক্ত হইয়া সংসার মায়ামোহে আবদ্ধ হইলে কোন্‌অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে? কোন্‌ব্যক্তিইবা অর্থতৃষ্ণা, অপত্যস্নেহ এবং প্রেমাস্পদ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতে পারে? শরীরের সর্ব্বপ্রকার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলে সকলেরই শান্তি জন্মিয়া থাকে, বাস্তবিক সে শান্তি ত শান্তি নয়। যে ব্যক্তি প্রথম বয়েসেই শান্তিপথাবলম্বী হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ শান্ত। যাবৎ শরীর সবল থাকে, যাবৎ কালগ্রাসে পতিত না হয় তাবৎকাল সেই সত্যস্বরূপ জগদ্বন্ধুর উপাসনা করাই শ্রেয়স্কর। একবার বিষয়াসক্ত হইলে আর সহজে নিস্তার নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও বিষয়াসক্ত হইলে এতদূর প্রমত্ত হইয়া উঠে যে, আত্মীয়দিগকে পোষণ করিতেং আপনার পরমায়ুক্ষয় এবং পরমপুরুষার্থ বিনষ্ট হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারেনা; তাহারা তাপত্রয়ে নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়াও তাহাতে দুঃখ

বোধ করেনা, কেবল আত্মীয় পোষণেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে; আর ইহা আমার, ইহা পরের, এইরূপ বিভিন্ন ভাবনায় পরলোকার্থ চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যুত মূঢ়ের ন্যায় অন্ধকারেই প্রবেশ করে। অতএব বিষয় সুখ ভোগেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক আদিবিভু অবিনাশী পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। হে দেব! আরও দেখুন, লোকালয়ে অনেক কৃত্রিম ব্যবহার প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া মানবগণের আত্মীয় প্রকৃত-জাত্মস্থ-ভাব তিরোহিত হইয়া থাকে, কারণ সকলের মত কদাপিও একরূপ হওয়া সম্ভাবনীয়নহে, সুতরাং বাধ্য হইয়া কৃত্রিমতা ও কপটতার অনুবর্ত্তী হইতে হয়, একারণ ঋষিগণ নির্ঝর সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতকন্দরে, অথবা স্রোতঃস্বতী তীরস্থ নির্জ্জন কাননে যাইয়া পর্ণকুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিরুৎকণ্ঠে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। ফলত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধই শীতোষ্ণবৎ সুখ দুঃখের কারণ, সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন কখন বা বিলয় প্রাপ্তী হয়, সুতরাং উহা নিতান্ত অনিত্য, অতএব ঐ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।”

মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ও নিষ্কামী তাঁহার পক্ষে গৃহ, অরণ্য, জল, স্থল সকলই তুল্যজ্ঞান। ঋষিগণ অনাসক্ত চিত্তে বহুকাল পর্য্যন্ত কঠোর যোগ সাধন করিয়াও যাঁহার আদি অন্ত জানিতে সমর্থ হয়েন না, কোন ব্যক্তি বনবাসী হইলেই যে তিনি প্রীত হন এমন নহে। সকলেই যদি পূর্ব্বাপর বিবেচনা শূন্য হইয়া বনবাসী হয়, তাহা

হইলে অরণ্যও লোকালয় হইয়া উঠে। আরও দেখুন, জগদীশ্বর তাঁহার প্রীতিকর ও প্রাণিগণের হিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থে মানবগণকে সৃষ্টি ও নিয়োজিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন ; ভক্তি যোগ সহকারে যে-খানে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায় তাহাতেই তাঁহার প্রিয়কার্য্য প্রতিপাদ্য হইতে পারে। মানবগণ ভ্রান্তি বশ-তই এই সুখময় সংসারকে 'অসার' বলিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ নিষ্কামী মহাত্মাগণ এই সংসার অসার হইলেও তাহার সা-রোদ্ধার করিয়া, এই খানেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। নিভৃত স্থানে অব-স্থিতি করিয়া উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এত-দ্দ্বারা বনাচারী হওয়ার বিধান অনুমিত হইতে পারে না। কেবল মানবগণের স্বভাব সংশোধনার্থই মহর্ষিরা বনাচারী হইয়া উপাসনা করিবার বিধি সংস্থাপিত করিয়াছেন। ফলত গৃহেই হউক আর অরণ্যেই হউক, উপাসনা করার-পূর্ব্বে মনকে স্ববশ ও সুস্থির রাখিয়া নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মধ্যান করিবে, অত্রাবস্থায় বনবাস কেবল মনের ভ্রান্তি বই আর কি হইতে পারে ? ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যই যাতনা-জনক সংসার বন্ধন, আর সংযমই পরমানন্দদায়িনী। শম, দমা-দিবিশিষ্ট হওয়া মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ, কিন্তু মনুষ্যসকল ক্রমে কৃত্রিম ব্যবহার প্রণালীর বশবর্ত্তী হওয়াতে আপন স্বভাবজাত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ অমূল্য সম্পত্তি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। অতএব মহারাজ! নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা পাপসঞ্চার হইতে পারে বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কদাপি

বিহিত নহে। ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হইয়া, তাহাদিগকে বশীভূত রাখাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। অধর্ম্ম বশে বা ধর্ম্মভ্রমে ইহার অন্যথাচরণ করিলে নিশ্চয়ই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। যাহারা ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ সাধনকে ইন্দ্রিয়সংযম বলিয়া, ইন্দ্রিয়ের রোধ করিবার চেষ্টা করে ও সংসারিক কার্য্য সম্পাদনে বিমুখ হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে, তাহারা ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হয়। সমুদায় মনোবৃত্তিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত রাখিয়া জীবনকালাতিপাত করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা মন ও বাক্য, কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই যথার্থ ধার্ম্মিক ও তপস্বী। হে রাজন্! আর কি বলিব?" এই বলিয়া মহর্ষি বিরত হইলে, মন্ত্র তত্ত্ববিদ মহীপতি একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অবস্থিতি পূর্ব্বক চন্দ্র, সূর্য্য ও যদু বংশ বিবরণ শ্রবণ এবং দান, যজ্ঞাদি নানাবিধ ধর্ম্মাচরণ ও সদালাপে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ আসন্নকাল সম্মুখীন জানিয়া নিভৃতস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক নানারূপ ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিতেছেন, এমন সময় সংশিত ব্রত, ধীমান, তপনিরত, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, বাহ্যদাম্বর দিগম্বর মহাত্মা শুকদেব নানাস্থান ভ্রমনান্তে যদৃচ্ছাক্রমে তদীয় সভায় সমাগত হইলেন। রাজা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসহকারে অমাত্যগণের সহিত সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত প্রত্যুদ্গমন অভিনন্দন পুরঃসর "নমঃ নারায়ণায়" বলিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া আসন পরিগ্রহার্থে অনুরোধ করিলেন।

অতঃপর সংযতেন্দ্রিয় ব্যাস-নন্দন রাজাকে যথোচিত আশী-র্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তদীয় আদেশ অনুসারে রাজাও অমাত্যগণের সহিত সমাসীন হই-লেন। অনন্তর মহর্ষি রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, বলিলেন, মহারাজ! আমি দেশান্তর দর্শনার্থে বহির্গত হইয়া নানা দেশ ভ্রমণান্তে অধুনা এই রাজ্য দর্শনাভিপ্রায়ে ভবদীয় সকাশে উপনীত হইয়াছি; আপনাকে দর্শন করিয়া সুখী হইব, কিন্তু রাজন্! আপনাকে এত উদ্বিগ্নমনা, শোক দুঃখ স-ন্তপ্তের ন্যায় দেখিতেছি কেন? রাজ্যের কুশল ত? আপ-নার বন্ধুবর্গ ও অমাত্যগণ সকলেইত ভাল আছেন?" রাজা মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! আপনারা যাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহার সর্ব্বত্র মঙ্গল ব্যতীত আর কি হইতে পারে। রাজ্যের কোন অমঙ্গল ঘটে নাই এবং বন্ধু-বর্গ ও অমাত্যগণ সকলেই শারীরিক নিরাপদেই আছেন, কেবল আমি কোন একটি গর্হিতাচরণ করিয়াছি, তন্নিমিত্তেই আমার এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে—" এই বলিয়া আ-দ্যোপান্ত সবিশেষ মহর্ষিকে জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন। "ভগবন্! আপনার দর্শনলাভে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম, প্রভো! এইক্ষণ আমার উদ্ধারের পথ কি, কিরূপে শান্তিলাভ করিব? জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্ম্মতত্ত্বালাপেই অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আপনি কৃপাবলোকনে আমার মনোভিপ্রায় পূর্ণ করুন।" মহর্ষি রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, রাজাকে নানা মতে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন," মহারাজ! ধর্ম্মোপদেশ করা সুকঠিন; অনেকেই

প্রচলিত অথবা পুরাতন গ্রন্থাদির মতকে অবলম্বনীয় মনে করেন, কিন্তু কেবল তাহাই যে অবলম্বনীয় ধর্ম্ম, এমন নহে। এদেশে প্রচলিত নানা প্রকার পুরাণাদির পরস্পর গুরুতর মত বৈষম্যই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। বাস্তব বিবেক ভক্তির মতানুসারেই আমাদের চলা উচিত। নির্ম্মল সরলভক্তির অনুসরণ না করিলে, জীবগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। উপদেশ অপেক্ষা, সাধুজীবন সদ্দৃষ্টান্তই ধর্ম্মপথের বিশেষ সহায় ও জীবন পথে একান্ত উপকারী জীবন্ত আদর্শ। ভক্ত জীবনের আকর্ষণে হৃদয়ের ধর্ম্মভাব উত্তেজিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ভক্তি ঈশ্বরকে স্পর্শ করে এবং তাঁহার দয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে বাধ্য হয়। মহারাজ! এই মর্ত্ত্যভূমি মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্মভূমি, কেবল পরীক্ষা দানের স্থল বই আর কিছু নহে। এই ভবনে কেবল শ্রম, আয়াস, যত্ন, ক্লেশ এবং তিতিক্ষা এই সকলের সাহায্যে কর্ম্ম করিতেই মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। যে হতভাগ্য দয়া, ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির বশতা নিবন্ধন মোহ মদ মত্ততায় বিমোহিত হইয়া, কেবল আশুসুখেই নিমগ্ন হয় এবং ইন্দ্রিয় সুখকেই সুখের পরাকাষ্ঠা ভাবে, সে ভ্রান্তজীব আত্ম অনন্ত সুখের পথে আপনিই কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যে ভাগ্যবান তদ্বিপরীতে ক্লেশ ও যন্ত্রণারাশি উপেক্ষা করিতে পারেন এবং সুখের একমাত্র নিদানভূত ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহার সুখের সীমা নাই এবং তুলনা নাই। হে রাজন্! তৃষ্ণা রহিত তুষ্টিই উৎকৃষ্ট

হণ, আশাকেই অনন্ত ও অনুপশম্য ব্যাধি বলা যায়, আর অদৃষ্ট শক্তির নামই দৈব বল; দৈবশক্তি দুরতিক্রমনীয়। যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ; মহাপুণ্যাত্মা রাম, রামচন্দ্র, শ্রীবৎস, নল এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সার্ব্বভৌম রাজগণের সাময়িক দুরবস্থা স্মরণ করুন, ইহারাও চিরদুঃখী, কদাচিৎ সুখী। রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন ও বিপত্তি এই সকল শরীরী জীবগণের আত্মকৃত অপরাধ বৃক্ষের ফলস্বরূপ জানিবেন। এই ক্ষণ গতানুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ভাবে যোগ সাধনে মনোনিবেশ করুন।"

"হে রাজন্! দিবা, রাত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, অয়ন, বর্ষ প্রভৃতি অবিরাম গতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে, জীবগণের আয়ু দল জীবনের সহিত ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, মৃত্যুচ্ছায়া অবিরত শরীরিগণের অনুগমন করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যাহাদিগের চিত্ত গৃহে আবদ্ধ হয়, যাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অদান্ত থাকে তাহাদিগের বুদ্ধি আপনা হইতেই হউক বা গুরু হইতেই হউক অথবা অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই হউক কোন রূপেই ঈশ্বরে অর্পিত হইতেপারে না; যদিচ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর সকল প্রাণীতেই গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাচ যতদিন মনুষ্যের শরীর বিষয় বিমোহ বিমুক্ত সাধুগণের পদধূলিতে অভিষিক্ত না হয়, ততদিন তাহার হৃদয় ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। সাধুজনের সহিত মিলন ব্যতীত বুদ্ধির জড়তা, মনের অশান্তি ও অসত্যভাব, পাপ তাপ দূর হইতে পারে না। যাহারা আপাত মনোরম, শ্রবণ রঞ্জক বাক্যে অনুরক্ত, বহ

ফলপ্রদায়ক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিপ্রদ ; যাহারা ফল সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না, যাহারা কামনা-পরতন্ত্র সেই অবিবেকী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সন্দেহশূন্য হইতে পারে না। বেদ সকল কামনা পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল প্রতিপাদক, অতএব সতত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিবে, কর্ম্মে আসক্তি রাখিবে, কিন্তু তাহার ফলের আশায় নিস্পৃহ থাকিবে; এতদ্ব্যতীত কেবল তপস্যাচরণ করিলেই যে ধার্ম্মিক ও সাধু হয় এমন নহে ; রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণই ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। কর্ম্মযোগযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজফল পরিত্যাগ পূর্ব্বকই জন্মবন্ধ হইতে মুক্তি ও অনাময়পদলাভ করিয়া থাকেন।”

রাজা বলিলেন, “হে দেব ! মনুষ্য এবং মুক্তজীব কাহাকে বলে, স্বর্গ কি এবং নরকই বা কিরূপ ? শরীর ও আত্মার স্বভাব এবং পার্থক্য কি ? আর কোন্২ হেতু ও কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতি হয় ?” মুনি বলিলেন, “হে ভূপতে ! হস্ত পদ বিশিষ্ট শরীর পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থ পরমাণু-সমষ্টি মাত্র, শরীরে যে আত্মা ও চেতনা আছে তাহাকেই মনুষ্য বলে। যখন মনুষ্য কায়মনোবাক্যে কোন জীবীর অপকার চেষ্টা না করে, যখন কিছুতেই ভয় প্রাপ্ত না হয় এবং অন্য কেহও তাহার দ্বারা কোনরূপ ভীত না হয়, যখন কিছুতেই অভিলাষ থাকে না, অন্তর হইতে ভোগ বাসনা ও দ্বেষাদি বিদূরিত হইয়া যায় তখনই তাঁহাকে ‘মুক্ত জীব’ বলা যায়। আর ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদই স্বর্গ। স্বর্গ নামে আকাশে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই ; যেখানে রোগ, শোক, পরিতাপ,

বিপত্তি দুঃখ নাই সেই স্থানের নামই স্বর্গ। আর পাপজনিত আত্মগ্লানিই নরক। আত্মা নিরাকার,তাহার স্বর্গ নরকও নিরাকার বটে। ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া, মনের একাগ্রতার সহিত সাত্বিক মতে যে কোন শুভানুষ্ঠান, পূজা, দান,যজ্ঞ ও তপস্যাদি করা যায় তদ্দারাই আত্মার আত্মপ্রসাদ বা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরপরায়ণ না হইলে, পাপাচরণ করিলে আত্মা এক প্রকার মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, আত্মগ্লানি লাভ এবং বিবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। শরীরগৃহ, আত্মা গৃহী ; শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী। শরীরের ইচ্ছা বা চেতনা নাই, আত্মার ইচ্ছা মতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ও নিদ্রা ইত্যাদি শারীরিক স্বভাব ; আর জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা আত্মার স্বভাব। আত্মা চেতন এবং নিরাকার, উহা পরমাণু-সমষ্টি নহে। শরীর বিয়োগের পর আত্মা পৃথক্ হইয়া যায়; আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইলেই পঞ্চমহাভূত বিকৃত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নি ও দাহিকা শক্তি, তদ্রূপ স্বভাব ও আত্মা পৃথক্ নহে। আত্মার স্বভাব ত্রয়ের সমতাতেই মনুষ্যের (মনুষ্যত্ব) স্বভাব। জ্ঞানে বিশ্বাস, প্রেমে ভক্তি ও ইচ্ছায় কার্য্য ; বিশ্বাস, ভক্তি ও কার্য্যই ধর্ম্মের মূল। যেমন বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের সমতাতেই স্বাস্থ্য,অসমতাতেই রোগোৎপত্তি হয়, সেইরূপ জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সমভাবে উন্নতি হইলেই ধর্ম্মের উন্নতি, আর তাহা না হইলেই অবনতি হয়।"

রাজা বলিলেন, "হে দেব! জীবনান্তে জীবাত্মা কিরূপে কোথায় যায়? আপনি মহাভূতাদির সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয়াদি

পরিজ্ঞাত আছেন অতএব আপনার নিকট তদ্বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।” মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! প্রাণিগণ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ও নিধন সময়ে অব্যক্ত থাকে, কেবল জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যস্থল ব্যক্ত হয়। জাত ব্যক্তির মৃত্যু, মৃত ব্যক্তির জন্ম হইবেই, ইহার অন্যথা হইতে পারে না; জন্ম মৃত্যু অপরিহার্য্য। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটী গুণমধ্যে, নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত সত্ত্বগুণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক; উহার প্রভাবেই মনুষ্যেরা আপনাকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন বোধ করে। রজোগুণ, অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; উহা দেহীদিগকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তমোগুণ, অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; উহা দেহীদিগকে মোহ, আলস্য ও নিদ্রাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে এবং তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ দেহ ত্যাগ করে, তবে সে উত্তমগতি প্রাপ্ত হয়, তাঁহার অধোগতি হয় না। রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ দেহ ত্যাগ করে, তবে সে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করিয়া কর্ম্ম সকলে আসক্ত হয়; আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে কৃতান্তকবলে নিপতিত হয়, তবে সে পশ্বাদি নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন জীব শরীর ত্যাগ ও শরীর পরিগ্রহ করে, তখন পূর্ব্ব শরীর হইতে ইন্দ্রিয় সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, বাসনা ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় সমস্ত উপভোগ করে। জীবাত্মা মৃত ব্যক্তির প্রেত

কার্য্য কি ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অপেক্ষায় নিরবলম্বে থাকে ব-লিয়া প্রাচীন কোন২ গ্রন্থে উল্লেখ থাকিলেও উহা নিতান্ত অমূলক ও যুক্তিবিরুদ্ধ বটে। বিমূঢ় চিত্ত ব্যক্তিরা দেহান্তর-গামী দেহাবস্থিত, অথবা বিষয়ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকে কদাচ নিরীক্ষণে সমর্থ হয় না, জ্ঞানচক্ষু মহাত্মারা জ্ঞানপ্রভাবেই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। যোগীব্য-ক্তিরা প্রযত্নসহকারে দেহস্থিত জীবকে দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা তাহা পারে না। জীবাত্মা সকল দেহে সতত অবধ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা কা-হাকেও বিনাশ করেন না, জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না; ইনি অজ, নিত্য ও পুরাণ; অতএব কোন প্রা-ণীর নিমিত্ত শোক করাও উচিত নয়। যাঁহারা দৈবসম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা অভয়, চিত্তশুদ্ধ,তপ, দান, ক্ষমা ও আত্মজ্ঞানপরিনিষ্ঠা প্রভৃতি ষড়্‌বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আসুরিক সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মধারণ করিলে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতা-দিতে সমাচ্ছন্ন হয়। দৈবসম্পদ মোক্ষের আর আসুরিকসম্পদ বন্ধের কারণ জানিবে। ঈশ্বর আত্মারূপে সমুদায় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ভূত সকল তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু কেহই তাঁহার অধিষ্ঠান নহে। তিনি সকলকে ধারণ করি-তেছেন, কিন্তু কিছুতেই অধিষ্ঠিত নহেন। ভূতভাবন পর-মাত্মা স্বরূপ মহেশ্বর হইতেই ভূত সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে, ভূত-গণ প্রলয়কালে তাঁহারই অধিষ্ঠিত প্রকৃতিতে লীন হয় এবং কল্পারম্ভে তিনি পুনরায় তাহাদিগকে সৃজন করেন। এই-

রূপে তিনি স্বীয় প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির বশতা নিবন্ধন নিতান্ত অবশ প্রাণীদিগকে পুনঃ২ সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু তিনি যাবতীয় কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়াও উদাসীনভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি কদাচ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের বিষয়ীভূত হয়েন না। অধিকৃত জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান প্রভাবে জগন্মাতা প্রকৃতিই সমুদায় জগৎ প্রসব করিতেছেন। তাঁহার সত্যতা আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেক পদার্থ পৃথক্২ সত্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং পুষ্প ফলাদি প্রকৃতি হইতেই অহর্নিশী আবির্ভূত হইতেছে, প্রকৃতি হইতেই এই বিশ্বসংসার বারংবার উৎপন্ন এবং বিলীন হইতেছে। হে রাজন্! এই বিজ্ঞানসমন্বিত গুহ্যতমজ্ঞান অবগত হইলে মানবগণ অমঙ্গল হইতে বিমুক্ত হইবে, ইহা অতি নিগূঢ় গুহ্যতম পরম পবিত্র ফলপ্রদ।”

রাজা বলিলেন, “হে দেব! সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা, দান ও যজ্ঞাদির প্রভেদ কি? জীবগণ কি উপায়েই বা যোগসাধন ও মুক্তিলাভ করিতে পারে? এবিষয় যথাতত্ত্ব বর্ণন করুন।” মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! আসুরস্বভাব লোকে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে; তাহারা শৌচ, আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা ও সত্যবিবর্জ্জিত এবং দম্ভ, অভিমান, মদ ও অপবিত্র মদ্য মাংস দিতে অনুরক্ত হইয়া, মোহবশত, ‘আমি এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিব, এই দেবতার পূজা করিয়া শত্রু জয় করিব, এই দেবতার পূজা করিয়া অনন্তসুখ লাভ করিব’ এই প্রকার বিবিধ চিন্তায় আসক্ত হইয়া, নানা দেবতার আরাধ-

নায় প্রবৃত্ত হয় এবং কামভোগকে পরম পুরুষার্থ সাধনজ্ঞান করিয়া, আমরণ অপরিসীম চিন্তায় আক্রান্ত ও বহুবিধ আশাপাশে বদ্ধ হইয়া নানাবিধ অপকার্য্য, ঘৃণিত বৃত্তি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ও অন্যের সুখসম্মান বিনাশ করিয়াও স্বীয় সুখসম্মান বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ং জনসমাজে পূজিত হইতে প্রাণপণে চেষ্টা পায় এবং স্বীয় স্বার্থসাধনার্থে তামসিক দান, যজ্ঞ ও পূজা ইত্যাদি করিয়া, নরকের দ্বারস্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি দ্বারাই নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করত বিনাশিত হইয়া থাকে। যে কার্য্য আত্মপীড়াজনক ও অন্যের উৎসাদনার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক; সৎকার, মান, পূজালাভ ও দম্ভ প্রকাশার্থ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিতকার্য্য রাজসিক, ইহা অনিয়ত ও ক্ষণিক। আর ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া মনের একাগ্রতা সহকারে ধর্ম্মোদ্দেশে ঈশ্বরের প্রীতিতে যে দান, যজ্ঞ কি পূজাদি করা যায় তাহাই সাত্ত্বিকী হয়। সাত্ত্বিকী ব্যতীত অন্য প্রকার দান, যজ্ঞ পূজাদি কখনই ঈশ্বরের প্রীতিপ্রদ হইতে পারেনা। প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদি লাভাশয়ে ক্লেশসহকারে যে পূজা কি দান যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা রাজসিক, ইহা ক্ষণিক সুখপ্রদ ও আমোদক। আর অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে, অনুপযুক্ত পাত্রে, সৎকার রহিত, তিরস্কারের সহিত যে পূজা বা দান অথবা উপকার করিয়া প্রত্যুপকার বাসনা, কি উপকৃত ব্যক্তিকে পরুষবাক্য দ্বারা বা অন্য প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলে, তাহা তামসিক হয়। আর "অমুক কার্য্য আমি করি তবেই অমুক প্রকার সুখভোগ করিতে পারিব" এই প্রকার ভাবুকগণ ব্য-

বসায়ী মধ্যে গণ্য হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রীতিলাভ কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখভোগ অথবা স্বর্গাদি লাভাশয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের অর্থের ন্যায় তাহার সেই সমস্ত ধর্ম্মাচরণই বিফল হইয়া যায়। সাত্বিক ভাবেতে, বিমল-ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানেতে যাঁহার অন্তঃকরণ আলোকিত তাঁহার জন্ম, জরা, মৃত্যু ক্লেশ পাইতে হয় না; তাঁহাকে কোনরূপ পাপেও স্পর্শ করিতে পারে না, কর্ত্তব্যানুরোধে প্রাণীবধ করিলেও তাঁহাকে পাপে লিপ্ত বা প্রাণীবধজনিত ফল ভোগ করিতে হয় না। সাত্বিক ভাবাবলম্বী ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত ও মানবগণ মুক্তিবর্ত্মে অধিরূঢ় হইতে পারে। মায়া মোহাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলে, বেদান্ত প্রতিপাদ্য নির্ব্বেদ লাভে সমর্থ হইলে জঠরযাতনা ভোগ করিতে হয় না। প্রথমাবস্থায় জ্ঞানোন্নতি নিমিত্তেই পূর্ব্বকালীয় মুনিগণ সোপাধি ব্রহ্মপূজা যাগযজ্ঞাদি করার বিধান প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি জ্ঞানলাভান্তর চিত্তের ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা জন্মিলেই নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যোগ সাধন করা যাইতে পারে, অতএব যাবৎ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত না হয়, যাবৎ শীতোষ্ণতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, ক্লেশাদি সহিষ্ণুতা না হয়, যাবৎ অন্তর হইতে সংসার বাসনাদি বিদূরীত না হয়, এবং যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়া আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করার ক্ষমতা না হয়, তাবতকাল পর্য্যন্ত শৌচ, আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া পূজা, যাগ যজ্ঞাদি করা কর্ত্তব্য। অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞানলাভান্তর আত্মাদ্বারা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইবার ক্ষমতা লাভ হইলে, অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে

জলপানের যেমন প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ তখন জগতের প্রাণস্বরূপ মহেশ্বরোপাসনা ব্যতীত অন্য দেবদেবীর যাগ যজ্ঞ পূজাদির কোন প্রয়োজন থাকে না। বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বপতি প্রীত হন, তিনি প্রীত হইলে জগৎ প্রীত, তিনি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট, তাঁহার উপাসনা করিলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। শৈশবে বালিকাগণ যেমন পুত্তলিকা ক্রোড়ে ধারণ ও তৎপ্রতি অপত্যবৎ যত্ন প্রকাশ এবং কখন২ গৃহিণী সাজিয়া ধূলা বালিদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকে, কিঞ্চিৎ জ্ঞানোন্নতি হইলে আর ঐরূপ অযথোচিত ক্রীড়া করিবার প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইলে আর অন্য দেবদেবীর অযথোচিতরূপে পূজা, যাগ যজ্ঞাদির প্রয়োজন থাকে না। সাত্ত্বিকী মতানুসারে ভিন্ন অন্য প্রকার কার্য্য ঈশ্বরের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না, বরং তদ্দ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া থাকে। বাস্তবিক কর্ম্ম দ্বারা, মন্ত্রোপাসনা দ্বারা, পূজাদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; কেবল আত্মাদ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। যদিচ বেদাদিতে স্বারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির বিধান দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহা সুদূরপরাহত, অনায়াসলব্ধ নহে; বিশেষত তন্মধ্যেও মহানির্ব্বাণ ভিন্ন অন্য ত্রিবিধ মুক্তিই যে নির্দ্দিষ্ট কালের অধীন ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে তাহার সম্পূর্ণই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা করার নাম ধ্যান, ঈশ্বর স্বরূপের পূজাই আরাধনা; শিব, শক্তি এবং কেশবের যে পূজা তাহাকেই পূজা বলে; পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের নাম তপস্যা, আর জীবাত্মা পর-

আত্মাতে যে অভেদ জ্ঞান তাহাকেই যোগ বলা যায়। যিনি চরম সময়ে ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ ও অন্তঃকরণ হৃদয়ে সমাহিত পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়া যোগবলে প্রাণবায়ু ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে সংস্থাপন করত বিক্ষেপ হৃদয়ে ঈশধ্যান পরায়ণ হন, তিনি মোক্ষলাভ করেন। বিশ্বপতির বিশ্বব্যাপী শিব মহানভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। যোগসাধন করিতে হইলে, যোগারূঢ় ব্যক্তি নিঃসঙ্গ সংযতদেহ হইয়া নিরন্তর একান্তে অবস্থিতি পূর্ব্বক আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পুরঃসর চিত্তকে সমাধান করিবে; পবিত্র আসনে উপবেশন পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা সহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযমন করত, চিত্ত বিশুদ্ধি নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করিবে; ব্রহ্মচর্য্যস্থিত প্রশান্তচিত্ত যোগীর মন স্ববৃত্তি হইতে উপসংহৃত হইবে; তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, মস্তক, গ্রীবা অবক্র ও অচলভাবে ধৃত হইবে এবং ইতস্তত দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক নাসাগ্রভাগ অবলোকন ও উপাস্য দেবতার ধ্যান করিবে। যোগী ব্যক্তি এই প্রকার সংযতচিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে, নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সাধনভূত শান্তিলাভ করিতে পারেন। এই যোগানুষ্ঠানে বহুভোজী, অভোজী, অতিনিদ্রাশীল বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তির ক্ষমতা নাই। যিনি আহার, গতি, কার্য্য, চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে করেন, তিনিই এই যোগসিদ্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারেন। যখন বাহ্যচিন্তা নিরুদ্ধ হইয়া সাধকের চিত্ত আত্মাতে সংলগ্ন হয়, তখন সেই সর্ব্বকামনিস্পৃহ সাধক 'যোগী' বলিয়া কথিত হন। এই

প্রকার শুভানুষ্ঠাননিরত হইলে, জীবগণ মুক্তিবর্ম্মে অধিরূঢ় হইতে পারে। যে ব্যক্তি সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযমন পূর্ব্বক মনকে স্ববশ ও নিবাত নিষ্কম্প-দীপশিখাবৎ অবিচলিত রাখিয়া, বিমল ব্রহ্মজ্যোতি চিন্তা দ্বারা তন্মধ্যে পরংব্রহ্ম রূপ ভূতভাবন কেশবকে জানিতে পারেন এবং যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতেই তাঁহার (ঈশ্বরের) অবস্থিতি জানিতে পারেন এবং জলে, স্থলে, শূন্যে, ভীষণ বনে, গাঢ় তিমিরাবৃত অন্ধকার স্থানে অদৃশ্যভাবে সর্ব্বব্যাপী ভূমা মহেশ্বরের অবস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহার কখনও দুর্গতি লাভ হয় না। এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তিরই তপোফল লাভ হইতে পারে এবং এই প্রকার জ্ঞানলাভকেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ও জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিত হওয়া বলে।”

রাজা বলিলেন, “হে ভগবন্! ঈশ্বর কিরূপ? তিনি সাধকের নিকট কিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন? এইক্ষণ ঈশ্বরতত্ত্ব মোক্ষজ্ঞান বিবেক বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন।”

মুনি বলিলেন, “হে রাজর্ষে! আমরা পরিমিত মনুষ্য, আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও দর্শনাদি সকলই পরিমিত, সুতরাং সেই অসীম অপরিমিত অনন্ত ভূমা মহেশ্বরের রূপ কি প্রকারে বর্ণন করিব? তাঁহার অন্ত নাই, শেষ নাই, তুলনা নাই; তিনি অচিন্ত্য ও অব্যক্ত, তাঁহাকে কেহই বর্ণন করিতে পারে না। তিনি এক সৎস্বরূপ, সত্য, অদ্বৈত, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সদাপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, নির্ব্বিকার, নিরাধার, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদর্শী, বিভু, সর্ব্বভূতে অন্তর্গত, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, ইন্দ্রিয়াতীত, ইন্দ্রিয়-

বিবর্জ্জিত,লোকাতীত, বিশ্বের কারণ ; বাক্য ও মনের অগো-
চর। তিনি বিশ্বের সমস্তই জানিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁ-
হাকে জানে না। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কেহই তাঁহাকে দে-
খিতে পারে না। তিনি কালের কাল, যমের যম, বেদান্ত
প্রতিপাদ্য। নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা কেবল সত্তা মাত্র। দ্বন্দ্ব-
হীন সংসারবাসনাবর্জ্জিত সমদর্শী যোগিগণ সমাধি
দ্বারাই তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া থাকেন। মন নিরাকার,
অথচ আমরা মনের সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, স্নেহ,
মমতা, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি নিরাকার ভাব সকলকে যেমন
স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিয়া থাকি, সেইরূপ নিরাকার পরমা-
ত্মার স্বরূপ সকলও হৃদয়ঙ্গম করাযায়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম
এই ত্রিবিধ যোগে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার পূ-
জার মধুরতা আস্বাদন করিতে হয়। তিনিই প্রকৃতি, তি-
নিই পুরুষ, তিনিই সোপাধি এবং নিরুপাধি ব্রহ্ম বলিয়া
কীর্ত্তিত। যে তাঁহাকে দেখে নাই, সে তাঁহাকে কল্পনা ক-
রিতেও পারে না। শব্দ, গন্ধ, গুণাস্বাদন ইত্যাদি যেমন
কেহ প্রকাশ করিয়া বলিতে কি স্পষ্টরূপে বুঝাইতে পারে না,
তদ্রূপ তাঁহাকে দেখিলেও বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ভক্তগণের
অভিলাষ পূর্ণ করিতে তিনি সাধকের ভাবানুসারে সাকার
রূপে অবতীর্ণ ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। যে সময়ে
ধর্ম্মক্ষয় ও অধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে সাধুদিগের
পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন
জন্য প্রতি যুগে করুণাময় ঈশ্বর জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া থা-
কেন। যিনি এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থ রূপে অব-

গত হইতে সমর্থ হন, তিনি দেহান্তে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন। ঈশ্বরই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং এই প্রকার তিনিই নানাদেশে (প্রকৃতি পুরুষ) নানারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণিগণের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ঈশ্বরের বিভূতির ইয়ত্তা নাই, অতএব তাঁহার বিভূতি পৃথক্ রূপে জানিবারও আবশ্যক নাই; অনাদি ব্রহ্ম পদার্থই বিশ্বপতির নির্ব্বিশেষ রূপ, জীবাত্মা তাঁহার ছায়া স্বরূপ। সনাতন আত্মা সর্ব্বদেহে অবস্থিতি করিলেও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না এবং কোন প্রকার কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না। যেরূপ আকাশ সমুদায় পদার্থে লিপ্ত থাকিয়াও কোন পদার্থে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থিত থাকিয়াও দৈহিক দোষ গুণে লিপ্ত হন না। প্রিয় বস্তুর মধ্যে যেমন জীবন শ্রেষ্ঠ, জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে সেইরূপ আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া জীবন্ত রাখিতে পারিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। হে রাজন্! সেই ভূতভাবন ভগবান হৃষীকেশই সত্য স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ, পবিত্র ও পবিত্রতার কারণ স্বরূপ; তিনিই ওঁ তৎসৎ, নিত্য ও পরব্রহ্ম ধ্রুব স্বরূপ, জ্যোতি স্বরূপ ও সনাতন। তাঁহা হইতেই এই নিখিল নিরুপম বিশ্ব সৃজন হইয়াছে। তিনিই জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মাদি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা। আত্মাতে যে পঞ্চভূত গুণাত্মক পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে, তৎসমস্ত হৃষীকেশ হইতে বিভিন্ন নহে। তিনি অব্যক্তাদি স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত। আদর্শে

যেরূপ আত্ম-বিম্ব প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদ্রূপ যোগনিরত মতি-প্রধান যোগিগণ ধ্যান ও যোগ প্রভাবে তাঁহাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।”

রাজা বলিলেন, “হে দেব! ঈশ্বরের স্তব কি এবং তাঁহাকে কি বলিয়াই বা প্রণাম করিতে হয়?” মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! ঈশ্বরের প্রণাম ও স্তব করিবার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ভাষা বা শব্দ নাই; যে কোন ভাষাই হউক, যাহার মাতৃভাষা যেরূপ, সেই ভাষাতেই তাঁহার প্রণাম ও স্তব করা কর্ত্তব্য। নীতিবাক্যে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা না থাকিলে, কেহই শ্রেয়ো লাভ করিতে পারেনা। যাবদীয় মাঙ্গলিক কর্ম্মে দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ষড়ঙ্গ বেদবিদ, পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা, কৃতাত্মা ও বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, উদার বুদ্ধি ব্রাহ্মণকে গুরু (আচার্য্য) নির্ব্বাচন করত তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, স্বীয় বিবেক ও সরল ভক্তির অনুসরণ পূর্ব্বক ইষ্ট আরাধনা করা কর্ত্তব্য। অকৃতাত্মা, শূদ্রবৎ ব্যবসায়ী, ধর্ম্মার্থতত্ত্ব জ্ঞানহীন, অপবিত্র, সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে গুরু নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিলে কে তপোফল লাভ করিতে পারে? মানবগণ অজ্ঞতা নিবন্ধন অবাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশ বিশ্বাস করিয়া, সত্যের সহিত অসত্য, বিদ্যার সহিত অবিদ্যা প্রবেশ করাইয়া নিরয়গামী হইতেছে। অতীন্দ্রিয় অচিন্ত্য পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে না পারিয়াই তাঁহাকে নানারূপে কল্পনা করিয়া, বিভিন্ন ভাবে ভাবনা এবং স্বীয় উপাস্য দেবতা ভিন্ন, অন্যান্য দেব দেবীকেও উপাস্যসম জ্ঞান করিয়া স্তব, প্রণাম ও পূজা

করিতেছে; ইহা ভক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধ অবৈধ। গীতাদিতেও অবৈধ বলিয়া ঐ প্রকার স্তব বা পূজা করার বিধি দৃষ্ট হয় না। নানা দেব পূজা করা কর্ত্তব্য হইলেও, স্বীয় উপাস্য ব্যতীত অন্যত্রে ঐরূপ স্তব করা সঙ্গত হইতে পারে না। 'ধর্ম্মে মতি ও স্বীয় উপাস্য প্রতি ভক্তি হউক' এইরূপ প্রার্থনা করাই যুক্তিসঙ্গত বটে। স্বীয় উপাস্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন বলিয়া ভক্তি বিশ্বাস ও তৎপ্রতি নির্ভর না করিলে, গুরুবাক্যে দৃঢ়তা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে আস্থা ভাব না থাকিলে কখনও দান, ব্রত, যাগ, যজ্ঞ, দেবার্চ্চনাদি যোগ ও জপ সিদ্ধি হইতে পারে না।"

"হে রাজন্! যতিন্দ্রিয় যোগিগণ পরাৎপর ব্রহ্মকে যে বাক্য বলিয়া প্রণাম ও স্তব করিয়া থাকেন; যাহা প্রত্যহ নিয়মিত রূপে পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে পাপ রাশি দূরীভূত শত্রু ক্ষয়, সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি এবং চরমে পরমপদ লাভ হয়, এইক্ষণ তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুন। সামগ দ্বিজগণ সাম দ্বারা যাঁহার স্তব করেন, যিনি আদি পুরুষ ঈশান, যিনি নিত্য ও ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ, যিনি সত্য স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্ম; বহু সংখ্যক হোতৃগণ যজ্ঞে যাঁহাকে আহ্বান করেন; যিনি ঘটাদি রূপে অনিত্য ও নিত্যানিত্য জগৎ স্বরূপ; যিনি ভক্তের আশানুরূপ ফল প্রদায়ক; যিনি সমস্ত বিশ্বের সৃজন কর্ত্তা; যিনি অব্যয়, সনাতন পরম পুরুষ; যিনি অনঘ, বরেণ্য, কল্যাণাকর স্বরূপ চরাচর জগদ্‌গুরু ঈশ্বর, তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব ও প্রণাম করিবে।"

হে দেব! তুমি সর্ব্বশক্তিমান, আদি পুরুষ ঈশান;

তুমি অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয়বলে আমার এই নির্জ্জীব বাক্যকে সজীব করিতেছ এবং হস্ত, পদ, শ্রবণ, ত্বগাদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে জীবিত ও রক্ষা করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্তর্য্যামী, সর্ব্বদর্শী; তুমিই একা স্বীয় শক্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ সৃজন করিয়া সূর্য্যের ন্যায় অসৎ লোকদিগের অন্তরেও প্রকাশিত হও, তোমাকে নমস্কার। হে নাথ! তোমার প্রসাদে জীব নিত্য মুক্ত হয়; তুমি পরিশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যস্বরূপ, নির্ব্বিকার, জীবগণের প্রাণ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার মানসিক অবস্থা দেখিতেছ, তোমা ব্যতীত তপোফল দাতা আর কে আছে? প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। যোগীন্দ্রগণ তোমার যে মূর্ত্তি ধ্যানযোগে চিন্তা করিয়া থাকেন, তুমি যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিয়াছিলে; যে মূর্ত্তি গ্রহণান্তর যোগ মায়া ও অবিদ্যার সৃষ্টি করত জীব সকলকে মায়াদৃঢ়পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছ; যুগে যুগে যে মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্দ্দান্ত দুষ্টগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলে এবং যে মূর্ত্তিতে কল্পান্তকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিয়া থাক, জগন্নাথ! তুমি একবার সেই মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া পাপপঙ্ক হইতে পরিত্রাণ কর।'

'ওঁ নমস্তে সতেতে জগৎ কারণায়; নমস্তে চিতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায়! নমোহদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়; নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়। ত্বমেকংশরণ্যস্ত্বমেক বরেণ্যং; ত্বমেকজগৎ পালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেক জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ;

ত্বমেক স্পরন্নিশ্চল ন্নির্ব্বিকল্পং। ভয়ানাম্ভয় ভীষণ ভীষণানাং; গতিঃ প্রাণিনাম্পাবন পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানি ন্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং; পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং। বয়ন্তাং স্মরামো বয়ন্তাম্ভ জামো, বয়ন্ত্বা জগৎ সাক্ষিরূপন্নমামঃ। সদেকন্নিধান ন্নিরালম্বমীশং; ভবাম্ভোধি পোতং শরণং ব্রজামঃ।'

অনন্তর মুনি বলিলেন, "হে রাজন্! এই যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্ট পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, যুগক্ষয় কালে সমুদায়ই পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইবে। বসন্তাদি প্রত্যেক ঋতুতে যেমন ফল কুসুমাদিরূপ নানাবিধ ঋতুচিহ্ন লক্ষিত হয়, তদ্রূপ কল্পারম্ভে ভাব পদার্থ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই প্রকার সময়ে সময়ে ভূত সংহারকারী অনাদি অনন্ত নিত্য কালচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীবগণ আত্মকৃত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ রোগ, শোক, দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া অবিশ্রান্ত হাহাকার করিতেছে; কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে; রাজন্! মহামোহময় দারুণ সঙ্কট সমাকীর্ণ ঘোর ভৌমনরক-যন্ত্রণা ভয়ে কেন বিমোহিত হয়? আর যমালয় কোথায়? পৃথিবীতেই যমালয়, পৃথিবীতেই শান্তি সুখের স্বর্গালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার চক্ষুস্ফুট হয় নাই, সেই দেখিতে পারে না। অগণ্য হর্ম্ম্যমালায় বিভূষিত, জন মানবে পরিপূর্ণ স্থানও ঘোর অরণ্যে পরিণত এবং অরণ্যও কালে আবার দুস্তর সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া থাকে। বিশ্বপতির এই সংসারের কিছুই স্থিরতর দেখাযায় না। কোথায় সেই পূর্ব্বতন বেদতত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মনিরত তপোধনগণ? প্রবল প্রখর প্রতাপান্বিত মহাতেজা রাজন্যগণই বা

কোথায়? রাজা বেনো, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রঘু, দশরথ, রাম, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, ভীম, ধনঞ্জয় এবং হিরণ্যকশিপু, অন্ধক, মহিষাসুর, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজীত, বালী, সুগ্রীব, কংস প্রভৃতি এবং অপরাপর দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, নর, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই জগদন্তকারী কালচক্রের আবর্ত্তনে বিদলিত হইয়াছে? ত্রৈলোক্যে অজর অমর কেহই নাই। কানন দগ্ধীভূতকারী দাবানল সদৃশ করাল কৃতান্ত নিরন্তীক্রমে নিয়তই নানারূপ পরিগ্রহ এবং কৌশল উদ্ভাবন করিয়া প্রাণিগণকে নিষ্পেষণ করিতেছে। জীবনের চরমদশা সম্মুখীন দেখিয়া, গত জীবনের তাবৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, কে না দুঃসহ অন্তরতাপে দগ্ধীভূত হইয়া থাকে? দেখুন, সময় চিরকাল সমান থাকে না, একের অবসান অন্যের উত্থান স্বতই সংঘটিত হইতেছে। বিশ্বপতির এই অখণ্ড নিয়ম চিরদিনই এইরূপ অখণ্ড রহিবে। এক প্রভাত হইতে অপর প্রভাত পর্য্যন্ত প্রত্যেক সময়ের ভাব চিন্তা করিলে, প্রতিক্ষণেই নব নব ভাব দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালের স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য্য মধ্যাহ্নে থাকে না; অপরাহ্নে পুনর্ব্বার আর একপ্রকার দর্শন রমণীয় প্রকৃতির শোভা প্রকটিত হয়; জলদমালা বিবিধ আকারে নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোমোহন শোভা সৌন্দর্য্যালোক বিস্তীর্ণ করে; আবার ক্ষণকাল পরেই সেই সকল ভাব তিরোহিত হইয়া তিমিরাবৃত গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়। শুক্ল প্রতিপদ তিথী হইতে চন্দ্র ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া পৌর্ণমাসিতে ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়; আবার তৎপর দিন হইতেই অংশ পরম্প-

রার ধ্বংস হইয়া যায়; তিমিরাবৃত অমাবস্যাতে পক্ষোৎপত্তির সেই নির্ম্মল জ্যোতির কিছুই থাকে না। এই প্রকার আমাদের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থার তুলনা করুন। মনুষ্য প্রথমে পঙ্গু ও পরাধীন এবং সংজ্ঞা বিহীনাবস্থায় থাকে। দ্বিতীয়ে পৌঢ়াবস্থার কমনীয় দৃশ্য রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য ও সুকুমার্য্য বৃদ্ধাবস্থার অত্যাচারে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। হায়! তখন কোথায় শোভা? কোথায় দর্প, কোথা বল, কোথা বীর্য্য, চ্যাক চিক্যই বা কোথায় যায়? প্রাতে যে পুষ্পটি কলিকা থাকে, মধ্যাহ্নে সে প্রস্ফুটিত হইয়াই আবাব কিয়ৎকাল পরে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায়! এই প্রকার জীব ও নির্জ্জীব পদার্থের নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। কাল যায়, কাল আসে; দিন যায়, দিন আসে; ঋতু যায়, ঋতু আসে; কিন্তু আয়ু যায়, আর আসে না! সময় যায়, আর আসে না! যাহা যাইতেছে, আর আসিবে না! যতদিন ধনোপার্জ্জনে সমর্থ থাকে, ততদিন পরিবার অনুরক্ত থাকে; যখন দেহ জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন কেহ আর সাদরসম্ভাষণও করে না। দিন যামিনী, সায়ংকাল ও প্রভাত, শীত ও বসন্তাদি পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতেছে; কাল ক্রীড়া করিতেছে; পরমায়ু গত হইতেছে; অঙ্গ শিথিল, মস্তক শ্বেতবর্ণ এবং বদন দন্তহীন হইয়াছে; তথাপিও আশাবায়ু পরিত্যাগ করিতেছে না! আশা ভাণ্ড পরিপূর্ণ হইতেছে না! রোগ, শোক, দুঃখে প্রপীড়িত; কেহই নিকটে নাই; যার ইচ্ছা হয় একটুক্ না হয় কাঁদিতেছে; কিন্তু শান্তিদান কে করিতে পারে? এই

কি মরীচিকা! শান্তি কৈ? কোথা শান্তিদাতা, বিনা সেই এক মাত্র—? এখন কোন্ অদূরদর্শী বলে, মৃত্যু সুখপ্রদ নয়! কে বলে, মৃত্যু না থাকিলে ভাল হইত? নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে প্রপীড়িত, স্খলিতদন্ত, পলিতকেশ, ললিত চর্ম্ম ও জরাজীর্ণতাগ্রস্ত হইলে সকলেই অবজ্ঞা করে, সর্ব্ব প্রকারে পরাধীন হইতে হয়, দেহভারও, বহন করা ক্লেশকর হয়, তখন অথবা মনে করুন, জলমগ্ন হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ, উদ্ধারেরত উপায় নাই; কি ভয়ানক যন্ত্রণা! অস্ত্রাঘাতে শরীর খণ্ড২ হইতেছে; অগ্নিতে শরীর ক্রমশঃ দহিতেছে; কণ্টকাঘাতে, সর্পাঘাতে, শ্বাপদ কর নখর, দশনে বহুযত্নের সুরক্ষিত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কি অসহ্য যাতনা! এই কালে বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, কি করিতে পারে, বিনা সেই মৃত্যু? করুণাময় জগৎপিতা, করুণাময়ী জগজ্জননী সন্তানের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তখন মৃত্যু প্রেরণ পূর্ব্বক বিপন্নকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। নতুবা মনে করুন, ঐরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, শান্তিদায়িনী তখন বিপন্নকে সস্নেহে অঙ্কে ধারণ না করিলে কতবড় ভীষণ যাতনার কারণ হইত। মাতৃক্রোড় পাইলে শিশুগণ যেমন পরমপ্রীতি লাভ করে, মৃত্যুরূপিণীর আশ্রয়লাভে বিপন্ন ব্যক্তি তদ্রূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থকে। ('যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় লয় হয়ে পুনঃ মিশায় জলে—') পঞ্চাত্মা পঞ্চেতে অর্থাৎ পৃথিবীতে শরীর অস্থি মাংস ইত্যাদি, তেজেতে তেজ, শূন্যেতে শূন্য, জলেতে জল ও বায়ুতে বায়ু বিলীন হইয়া যায়।"

"হে রাজন্! নাট্যালয় হইতে, পৃথিবী আর অধিক কি? নাট্যালয়ে অভিনায়কগণ, নাটকের ভাবানুসারে অপ্রকৃত বিষয় দর্শন করাইয়া, যেরূপ দর্শকদিগের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে, শোক দুঃখ হর্ষ ও বিষাদাদি উৎপাদন পূর্ব্বক বিবিধভাবে ভাসাইতে থাকে, কিন্তু নিরূপিত সময় অতীত হইলে তাহার আর কিছুই থাকে না এবং স্বপ্নে রাজ্য লাভ ও সুখ দুঃখ ভোগাদি সম্বন্ধে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেরূপ জ্ঞানোদয় হয়, ভব রাজ্যের ক্রীড়া কৌতুক সুখ দুঃখ ভোগ বিষয়াদিও প্রায় তদ্রূপ। মাতৃগর্ভ হইতে আমরা যে শরীর প্রাপ্ত হইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছি, তাহাও পৃথিবীতেই থাকিবে, তাহাওত আমার নয়; তবে—আমি কার? কে আমার? সময়াগত হইলে কেহই কাহারও অপেক্ষায় থাকিতে পারেনা। মহারাজ! যেমন রাত্রপ্রভাত হইলেই প্রতি পলে২ দিবসের স্থায়িত্ব খর্ব্ব হইয়া দিবাবসান হয়, তদ্রূপ প্রতিক্ষণেই আয়ুর হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতেছে। দিবসের যেমন একটী স্থায়িত্বকাল অবধারিত আছে, জীবজীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তেমনও কিছু জানা যায় না। অতএব যখন যাহা কর্ত্তব্য, তখনই তাহা সম্পাদন করিবে। আমি এইক্ষণ গমন করি। মঙ্গলময় ঈশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন।" এই বলিয়া মহাত্মা শুকদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; রাজা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন; অন্তঃকরণ বিবেক শোক দুঃখ বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু, কি করিবেন? সপ্তম দিবস উপস্থিত। দিনমনি অস্তাচল চূড় বলম্বী হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

রাজা তদ্দর্শনে ধ্যানযোগে পরম কারুণিক ঈশ্বর সমীপে মনোগত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়কন্দর অভূতপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; চিত্তচাঞ্চল্য অপনীত ও হৃদয়াবেগ দূরীভূত হইয়া, মুখ মণ্ডলে শান্তিচিহ্ন প্রকটিত হইল, অশান্তি দূরে গেল; তিনি আশ্বস্ত হইয়া প্রফুল্লমনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন কালে একটি সর্প অলক্ষিতরূপে তথায় উপস্থিত ও তক্ষকরূপে পরিণত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিলে, রাজেন্দ্রপরীক্ষিৎ ভবলীলা পরিহার পূর্ব্বক মৃত্যু-ক্রোড়শায়িত হইলেন। তদ্দর্শনে অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ মহাভাবণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে, নানাস্থানে ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদে আকাশ পথ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। পতিপ্রাণা মাদ্রবতী পতিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, নীরব নিস্পন্দ ভাবে, একদৃষ্টে অনিমেষ নয়নে পতিদেহ দেখিতে লাগিলেন। সংজ্ঞা দূরে গেল, চেতনা বিলুপ্ত হইল; মুখে দরিদ্র ও ম্লান ভাবাপন্ন; চক্ষে বারি, মুখে শব্দ নাই। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর, ক্রমশ পতিবিয়োগ জনিত শোকের কিঞ্চিৎ সমতা হইয়া আসিল, নয়নে বারিবিন্দু সঞ্চারিত হইতে লাগিল; অমনি আস্তে২ ধীরে২ ভূতলে বসিয়া পরিলেন; দরদরিত ধারে শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; পতির মৃতদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতে২ মৃতপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! পতিহীনা রমণী, অসীম জলধি মধ্যে নিপতিত কর্ণধার বিহীন নৌকা স্বরূপ, তাহার কোন উপায়

নাই। পতি ব্যতীরেকে নারীর মরণই শ্রেয়স্কর। নাথ! তোমা ব্যতীরেকে অদ্য হইতে এ হতভাগিনীর ক্লেশপ্রদ হৃদয়-বিদারক মনোবেদনা সঞ্জাত হইল। আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী, বোধ হয়, আমি কোন দম্পতীর প্রণয়ভঙ্গ করিয়াছিলাম; তাহা না হইলে, আমার ভাগ্যে এ যন্ত্রণা কেন উপস্থিত হইল! আমি কি সুখে এই দগ্ধদেহ ধারণ করিব? হা জীবিতেশ্বর! অনিবার্য্য শোকে আমার শরীর জর্জ্জরীভূত ও হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যে পাপীয়সী পতিবিরহিনী হইয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিতা থাকে, তাহাকে ইহ লোকেই দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।" রাজ্ঞী এই প্রকার বলিতে২ আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার বাক্য গদ্‌গদ ও অপরিস্ফুট হইয়া আসিল; হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল; চিন্তা ও শোকে অধীরা হইয়া—"হে করুণাময় বিশ্বপতি! তোমার ইচ্ছাই ভক্তের বল, বুদ্ধি ও সম্পত্তি; এজন্যই সাধক আপনাকে আর কোন বিষয়ে নেতা না করিয়া কেবল তোমার সাহায্যই ভিক্ষা করিয়া থাকেন এবং সকল প্রকার বিপদে উদ্ধার পাইয়া, বিশ্বাসের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া তোমার স্বর্গাতীত মহান্ সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করেন। তোমার করুণাভিন্ন, তোমার প্রতি নির্ভর ব্যতীত কে ধর্ম্মের দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে পারে? কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার সমস্ত তোমার হস্তে অর্পণ না করিয়া আত্মাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে? বিশ্বনাথ! তুমি সর্ব্বদর্শী, আমি তোমা বইত আর কিছুই জানি না। এক মাত্র তুমিই শরণ্য, বরেণ্য, মুক্তিদাতা বিধাতা। আমি

অসহায় ও বান্ধব বিহীনা হইয়াছি; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম; আমাকে তোমার প্রেমময় বিশালাঙ্কে স্থান প্রদান কর; কৃতান্তদূতের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ কর——।” প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পতিবিচ্ছেদে পতিব্রতা রাজ্ঞা, শোকার্ত্তহৃদয়ে এইপ্রকার বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে একেবারে ভগ্নপাদপদের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া পতির অনুগামিনী হইলেন।

সম্পূর্ণ।